শিক্ষাদান-প্রণালী

প্রাথমিক ও মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণের ব্যবহার নিমিত্ত অধ্যাপনার নিয়ম।

শ্রীদীননাথ সেন
কর্তৃক প্রণীত।

শ্রীমনোমোহন সেন কর্তৃক প্রকাশিত।
আরমাণীটোলা, ঢাকা।

ঢাকা—গিরিশযন্ত্রে
মুন্সী মওলাবক্স প্রিণ্টার কর্তৃক, অন্যান্য
যন্ত্রের সাহায্যে, মুদ্রিত।

১৮৮৩।

মূল্য ৸৵০,—অন্যূন ৫০ খণ্ড একত্র লইলে প্রতি খণ্ড ৷৹ আনা।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়। শিক্ষাদান সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম।

দ্বিতীয় অধ্যায়। পঠন ও লিখন।

তৃতীয় অধ্যায়। সাহিত্য।

চতুর্থ অধ্যায়। গণিত।

পঞ্চম অধ্যায়। ভূগোলবিবরণ ও ইতিহাস।

ষষ্ঠ অধ্যায়। বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষা।

শিক্ষাদান-প্রণালী

২৭০

প্রাথমিক ও মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণের ব্যবহার নিমিত্ত অধ্যাপনার নিয়ম।

শ্রীদীননাথ সেন

কর্ত্তৃক প্রণীত।

শ্রীমনোমোহন সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
আরমাণীটোলা, ঢাকা।

ঢাকা—গিরিশযন্ত্রে
মুন্সী মওলাবক্স প্রিণ্টার কর্ত্তৃক, অন্যান্য
যন্ত্রের সাহায্যে, মুদ্রিত।

১৮৮৩।

মূল্য ॥৵০,—অন্যূন ৫০ খণ্ড একত্র লইলে প্রতি খণ্ড ॥০ আনা।

শিক্ষাদান-প্রণালী।

প্রাথমিক ও মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণের ব্যবহার নিমিত্ত অধ্যাপনার নিয়ম।

শ্রীদীননাথ সেন

কর্ত্তৃক প্রণীত।

শ্রীমনোমোহন সেন কর্ত্তৃক প্রকা

আরমাণীটোলা, ঢাকা।

ঢাকা

বিজ্ঞাপন।

যেসকল বালকবালিকা বিদ্যাশিক্ষার্থ বাঙ্গলা বিদ্যালয় সমূহে প্রবেশ করে, তন্মধ্যে কেবল অল্পসংখ্যক মাত্র সুশিক্ষা লাভ পূর্ব্বক বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। অপিচ এইরূপ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ মধ্যে যাহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণে স্ব স্ব কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ সুসিদ্ধি ও উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ মধ্যে, যাঁহারা দীর্ঘকাল বিদ্যালয়ে শিক্ষা করেন নাই, তদ্রূপ লোকের সংখ্যাই অধিক। অনেক স্থলে উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক ক্ষমতাবিশিষ্ট ছাত্রগণকে কুশিক্ষা নিবন্ধন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতে দেখাযায়।

যাঁহারা অধিক পরিমাণে বিদ্যালয় সমূহের বর্ত্তমান শিক্ষাদান-প্রণালীর বিষয় আলোচনা ও চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারা দেখিতে পান যে, অধিকাংশ স্থলেই উৎকৃষ্ট পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাদান কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে না; উৎকৃষ্ট পদ্ধতি ক্রমে শিক্ষা দিলে ছাত্রগণ যেসকল বিষয় অল্প সময়েই আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়, কুশিক্ষা নিবন্ধন তৎসমুদয় শিক্ষা করিতে তাহাদিগের অনেক সময় ও পরিশ্রম অপব্যয়িত হইতেছে; অধিকাংশ বিষয়ে ছাত্রগণ অপরিমিত সময় ব্যয় করিয়াও উচিতরূপ শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না; অনেক স্থলে শিক্ষাপ্রণালীর দোষ বশতঃ ছাত্রগণের বুদ্ধিবৃত্তি, শিক্ষাবিষয়ে আসক্তি, ইত্যাদি প্রায় বিলুপ্ত হইতেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা উৎকৃষ্ট না হইলে যে তদ্দারা অতি অল্প পরিমাণেই সুশৃঙ্খলা, নিয়মপরতন্ত্রতা, সদাচার ও সদ্ভাব প্রভৃতি গুণের অভ্যাস হইতে পারে ইহা বলা বাহুল্য।

নির্দ্দিষ্ট নৈসর্গিক নিয়মানুসারে শিশুগণের মানসিক বৃত্তিনিচয় বিকশিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐসমস্ত নিয়মানুসারে তাহাদিগের শিক্ষা হইলে সেই শিক্ষা কার্য্যকর হয়। প-

ক্ষান্তরে, সেই সকল নিয়মের বিপরীত প্রণালী অনুসারে শিক্ষা হইলে কেবল যে ঈপ্সিত ফল লাভ হয় না এমত নহে, তাহাতে মনোবৃত্তির বিকাশ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে।

বৃক্ষের চারা যে নির্দ্দিষ্ট নৈসর্গিক নিয়মানুসারে বর্দ্ধিত হইয়া ফলপুষ্পময় তরুরূপে পরিণত হয় তাহা সকলেরই বিদিত আছে। উদ্যানে রোপণ করিবার জন্য মালীর হস্তে যে সমস্ত চারা সমর্পিত হয় তাহার অধিকাংশই যদি মরিয়া যায়, তাহা হইলে, মালী প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন যথোপযুক্ত স্থানে চারাগুলি রোপণ করিতে, অথবা উপযুক্তরূপে সারপ্রদান, জলসিঞ্চন, আতপনিবারণ ইত্যাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় নাই, উদ্যানস্বামী ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র মনুষ্যরূপে পরিণত করিবার জন্য যে সমস্ত শিশু শিক্ষকের হস্তে সমর্পিত হয়, তাহার অধিকাংশই যদি সুচারুরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা বা মনুষ্যত্ব লাভে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে শিক্ষক সম্বন্ধেও ঐরূপ সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিসঙ্গত।

এই সমস্ত কারণে নির্দ্দিষ্ট নৈসর্গিক প্রণালী অনুসারে শিক্ষাদান-কার্য্য নির্ব্বাহিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আর ঐরূপ শিক্ষা দিতে হইলে কি কি সাধারণ নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, এবং ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতে কিরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয় শিক্ষকগণের উত্তমরূপে অবগত থাকা উচিত। এতৎসম্বন্ধে শিক্ষকগণের সুবিধার নিমিত্ত এই পুস্তক প্রকটিত হইল।

ক্রমাগত বহুকাল পর্য্যন্ত শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ; অনেক পরিপক্ব ও সুনিপুণ শিক্ষকের সহিত আলোচনা ও শিক্ষাসংক্রান্ত বহুবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া ; এবং অনেক সময় পরীক্ষার্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে ছাত্রগণকে শিক্ষা দিয়া ; এই পুস্তকের প্রণেতা যেসমস্তনিয়ম ছাত্রপ্রকৃতির অনুযায়ী ও উৎকৃষ্ট বলিয়া অনুভব করিয়াছেন, তৎসমুদয়ই ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ইহার কোন নিয়মই নূতন নহে, অভিজ্ঞ ও সু-

নিপুণ শিক্ষকগণ এইসকল নিয়মই অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই সমস্ত নিয়ম সম্বন্ধে স্থানে স্থানে দোষ থাকা নিতান্তই সম্ভবপর। কিন্তু এই পুস্তক পাঠ পূর্ব্বক কুতুহলাক্রান্ত হইয়া যদি শিক্ষকগণ শিক্ষাদান-প্রণালী সম্বন্ধে চিন্তা, আলোচনা, অনুসন্ধান বা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন; তাহা হইলেই যথেষ্ট সুফল উৎপাদিত হইতে পারে।

যদি কোন শিক্ষক এই পুস্তকের লিখিত কোন বিষয় অযৌক্তিক বা কোন নিয়ম দূষিত বলিয়া বিবেচনা করেন, অথবা কোন উৎকৃষ্টতর প্রণালী উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হন, এবং অনুগ্রহ পূর্ব্বক তদ্বিষয় আমাকে জানান, তবে কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার সহিত সেই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, এবং তাঁহার প্রদর্শিত প্রণালী যথার্থই উৎকৃষ্ট বলিয়া স্থির হইলে, তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক, পুস্তকের ভবিষ্যৎ সংস্করণে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া, যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব।

যাঁহারা শিক্ষাদান কার্য্য সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট নিয়মের আবশ্যকতা অনুভব করিতে সমর্থ হননাই; অথবা অপ্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী শিক্ষা নিবন্ধন যেসমস্ত মন্দফল উৎপাদিত হইতেছে তাহার বিষয় চিন্তা করেন নাই, তাঁহারা এই পুস্তকের অন্তর্গত নিয়মগুলি অনাবশ্যকরূপে বিস্তার করিয়া লেখা হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে পারেন। কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায়, এই সমস্ত নিয়ম বাস্তবিক যতদূর বিস্তৃত হওয়া উচিত, পুস্তকের আয়তন-বৃদ্ধিভয়ে তদ্রূপে প্রদর্শিত হইতে পারে নাই।

প্রথম অধ্যায়ে এবং অন্যান্য অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে, শিক্ষাদান সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম, ও নিয়মের যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্যান্য পরিচ্ছেদে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাদান সংক্রান্ত নিয়ম পর্য্যায়ক্রমে লিখিত হইয়াছে।

ঢাকা
১লা পৌষ, ১২৯০

শ্রীদীননাথ সেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠশালা ও মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণের ব্যবহার নিমিত্ত এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণ মধ্যে যাঁহারা প্রথম অধ্যায়ের, এবং অন্যান্য অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের, লিখিত সাধারণ নিয়ম ও যুক্তিগুলির মর্ম্ম সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হন, তাঁহারা প্রথমে ঐ সমস্ত অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অবশিষ্ট পরিচ্ছেদের লিখিত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাসংক্রান্ত নিয়মগুলি অনুসরণ পূর্ব্বক শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিবেন।

সূচীপত্র।

চতুর্থ অধ্যায়। গণিত।

পঞ্চম অধ্যায়। ভূগোলবিবরণ ও ইতিহাস।

ষষ্ঠ অধ্যায়। বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষা।

শিক্ষাদান-প্রণালী।

প্রথম অধ্যায়। শিক্ষাদান সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম।

প্রথম পরিচ্ছেদ। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য।

সাধারণতঃ যেসকল বিষয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা নিম্নলিখিত কয়েকটি উদ্দেশ্য সংসাধিত হওয়া আবশ্যক।

প্রথমতঃ, হস্ত ও বাগ্‌যন্ত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অভ্যাসদ্বারা লিখন, পঠন ইত্যাদি কার্য্যের ক্ষমতালাভ।

দ্বিতীয়তঃ, ভাষাবোধ, রচনাশক্তি, অঙ্ক কষিবার শক্তি, ইত্যাদি যেসকল ক্ষমতা সাংসারিক কার্য্যকলাপসম্বন্ধে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে অধিকারলাভ।

তৃতীয়তঃ, সাংসারিক কার্য্যকলাপসম্পর্কে, বিজ্ঞান, ভূগোলবিবরণ, ইতিহাস ইত্যাদি যেসকল বিষয়ের অভিজ্ঞতা আবশ্যক, তৎসমুদয়ের শিক্ষা।

চতুর্থতঃ, এই সমুদায় বিষয়ের শিক্ষা সহকারে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, যুক্তিপ্রয়োগশক্তি, কল্পনাশক্তিপ্রভৃতির তীক্ষ্নতা ও দূরদর্শনক্ষমতালাভ।

পঞ্চমতঃ, মনোনিবেশক্ষমতা, সুশৃঙ্খলার প্রবৃত্তি, উন্নতির ইচ্ছা, প্রভৃতি মানসিক গুণলাভ।

ষষ্ঠতঃ, সমুদায় শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে কুতূহল ও জ্ঞান তৃষ্ণার উদ্রেক, এবং জ্ঞানলাভ কার্য্যে সমধিক সুখানুভব করিবার অভ্যাস।

সপ্তমতঃ, শারীরিক শিক্ষা ও নীতিশিক্ষা।

(সংসাধনের উপায়)—উপরিউক্ত প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় উদ্দেশ্য, তদ্বর্ণিত বিষয়গুলির শিক্ষাদ্বারাই সংসাধিত হয়। চতুর্থ, পঞ্চম, ও ষষ্ঠ উদ্দেশ্যের বর্ণিত ক্ষমতাগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপে শিক্ষাদানপ্রণালীর উপর নির্ভর করে। প্রত্যেকবিষয়ের শিক্ষাদান উপলক্ষেই শিক্ষক উচিতরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও আলোচনা ইত্যাদিদ্বারা ছাত্রগণের মানসিকশক্তি সমুদয় বিকাশিত করিতে সমর্থ হন। কিন্তু সাহিত্য, গণিত ও বিজ্ঞান, এই তিনটি বিষয় যথোচিত প্রণালীতে শিক্ষা দিলেই এই সমুদয় উদ্দেশ্য সমধিক পরিমাণে সংসাধিত

হইতে পারে। ছাত্রগণের মনোবৃত্তিনিচয়ের বিকাশই সর্ব্বোপরি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য। যে শিক্ষক দ্বারা এই উদ্দেশ্য উচিতরূপে সংসাধিত হয়, তাঁহা হইতেই ছাত্রগণের উপকার হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাদান উপলক্ষে শিক্ষকের কি কি কর্ত্তব্য, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। সপ্তম উদ্দেশ্য সংসাধন পক্ষে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিক্ষাদান অল্পই কার্য্যকর হইয়া থাকে। তৎসম্বন্ধে শিক্ষক নিজ ব্যবহারদ্বারা যেরূপ চরিত্রের আদর্শ প্রদর্শন করেন তাহা এবং তাহার সাধারণ তত্ত্বাবধানই বিশেষ ফলজনক।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যগুলির সংসাধনবিষয়ে শিক্ষকের বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করিতেছেন, তদ্দ্বারা আকাঙ্ক্ষিতরূপ ফল লাভ হইতেছে কি না। অর্থাৎ,—তিনি যে প্রণালীতে বর্ণমালা শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে ছাত্রগণের বর্ণপরিচয় এবং লিখন ও পঠন ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে জন্মিতেছে কি না—তিনি যে প্রণালীতে সাহিত্য শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে ছাত্রগণের ভাষার মর্ম্ম বুঝিবার ও পরিশুদ্ধ ভাষায় মনোগতভাব ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা এবং অধীত বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান জন্মিতেছে ও তৎসঙ্গেসঙ্গে তাহাদিগের মানসিক ক্ষমতা নিচয় বিকশিত হইতেছে; না, কেবল কতকগুলি বাক্য ও শব্দার্থ মাত্র শিক্ষা দেওয়া হইতেছে—তাঁহার গণিত শিক্ষাদান দ্বারা, ছাত্রগণের বৈষয়িক ব্যাপার সম্বন্ধে সর্ব্বদা যেসকল অঙ্ক সমাধান করা ও যেসকল পরিমাপ ইত্যাদি করা আবশ্যক হইবে, তৎসম্বন্ধে তাহাদিগের যথোচিত জ্ঞান ও অভ্যাস জন্মিতেছে কি না—তিনি যেরূপে বিজ্ঞান, ভূগোল বিবরণ ইত্যাদি শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে অধীত বিষয়গুলি সম্বন্ধে ছাত্রগণের প্রকৃত জ্ঞান জন্মিতেছে; না, তাহারা কেবল কতকগুলি বাক্যমাত্র মুখস্থ করিতেছে—তিনি ছাত্রগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাদের পরস্পর ব্যবহার সম্বন্ধে যেরূপ তত্ত্বাবধান করেন, এবং সদসৎ কার্য্য সম্বন্ধে সর্ব্বদা তাহাদিগকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করেন, অথবা যে প্রণালীতে তাহাদিগের সহিত সর্ব্বদা আলাপ করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা তাহাদিগের চরিত্র প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ নীতির অনুযায়ী হইয়া গঠিত হইতেছে কি না—ছাত্রগণের ক্রীড়া সম্বন্ধে তিনি যেরূপ তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহাদিগের শরীর স্বাভাবিক সঞ্চালনদ্বারা পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতেছে কি না; আর শারীরিক পরিশ্রমদ্বারা তাহাদিগের মানসিক পরিশ্রমজনিত শ্রান্তি সম্যক্‌রূপে বিদূরিত হইয়া থাকে কি না।

শিক্ষকগণ সর্ব্বদা এইরূপে, শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্যগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, তাঁহাদের নিজ নিজ অবলম্বিত শিক্ষাপ্রণালীর দোষগুণ পরীক্ষা

করিয়া দেখিলেই শিক্ষাদানের প্রকৃত পদ্ধতি বুঝিতে ও তাহা অবলম্বন করিতে সমর্থ হইবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা এবং বুঝাইয়া দিবার নিয়ম।

প্রথম পরিচ্ছেদে যেসকল উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা ও বিকাশ সাধনই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ সম্পর্কে সমুদয় গুরুতর কার্য্যের ফলাফলই প্রায় সম্পূর্ণরূপে চরিত্র ও বিবেক-শক্তির উপর নির্ভর করে। নিতান্ত সামান্য বিষয় সম্পর্কেও যত অধিক পরিমাণে বিবেকশক্তি প্রয়োগ করা যায়, ততই সুখ, সুবিধা ও উন্নতি সম্পাদন করিতে পারা যায়। এই হেতু বুদ্ধিবৃত্তির ও চরিত্রনিয়ামক প্রবৃত্তি সকলের যথোচিত বিকাশ সাধনই সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাদানের চরম উদ্দেশ্য।

যে কোন বিষয় ছাত্রগণকে শিক্ষা দেওয়া যায়, সেই শিক্ষা সহকারে উচিতপরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ না হইলে, তাহা স্থায়ী বা ফলদায়ক হয় না। বিদ্যালয়ের শিক্ষা উপলক্ষে অতি অল্প পরিমাণেই জ্ঞান লব্ধ হইয়া থাকে। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত যতপ্রকার জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আবশ্যক, তাহার প্রায় সমুদয়ই প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ চেষ্টা ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগদ্বারা উপার্জ্জন করিয়া লইতে হয়। এই হেতু বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান উপলক্ষে যত অধিক পরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তি, অর্থাৎ জ্ঞানোপার্জ্জনের শক্তি, বিকাশিত করিতে পারা যায়, ততই সেই শিক্ষাদ্বারা ছাত্রগণের প্রকৃত উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে। ছাত্রগণকে অধিক পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতে না পারিয়াও যদি শিক্ষক তাহাদিগের জ্ঞানোপার্জ্জনের শক্তি ও তৃষ্ণা উদ্রিক্ত করিয়া দিতে সমর্থ হন, তাহাহইলেই ছাত্রগণ নিজ নিজ চেষ্টা-দ্বারা যথোচিত পরিমাণে জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

(বুদ্ধির বিকাশ)—প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষজাত জ্ঞানসম্বন্ধে বিচার, কার্য্য-কারণাদি সম্বন্ধ বোধ, এবং কল্পনাপ্রভৃতি শক্তিকেই সাধারণতঃ বুদ্ধিবৃত্তি বলা গিয়া থাকে। বুদ্ধিবৃত্তির এই সমস্ত অঙ্গের সমুচিত বিকাশ হইলে, প্রত্যেক অঙ্গ সম্বন্ধে মনের চারিপ্রকার ক্ষমতা জন্মে। প্রথম, ক্রিয়াশীলতা; দ্বিতীয়, দূরদর্শন ক্ষমতা; তৃতীয়, অভিনিবেশ; ও চতুর্থ, স্মৃতি। কোন ব্যক্তির মনে এই সমস্ত ক্ষমতা জন্মিলে, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়াশীলতা-বশতঃ তিনি যখন যে পদার্থ বা ঘটনা দর্শন করেন, অথবা যাহার বিষয় শ্রবণ করেন, তখনই সেই বিষয় বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ, পরীক্ষা, বা অন্যরূপে

আলোচনা করিয়া, তৎসম্বন্ধীয় সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। তীক্ষ্ণদর্শনক্ষমতানিবন্ধন, তিনি কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করিলে তাহার সমুদয় গুণ সহসা বুঝিয়া লইতে, অথবা সহজে সেই সমস্ত গুণের ইতরবিশেষ অনুভব করিতে, সমর্থ হন। এবং তিনি কোন বিষয়ের আলোচনা করিলে তাহার কার্য্যকারণাদি সমুদয় সম্বন্ধই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। অভিনিবেশ ক্ষমতাহেতু, তিনি কোন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, অন্য কোন বিষয়দ্বারাই আকৃষ্ট না হইয়া, সম্যক্ একাগ্রতা সহকারে সেই বিষয়ের অনুসন্ধানেই লিপ্ত থাকেন; এবং যে পর্য্যন্ত তিনি সেই বিষয় হইতে সমুদায় জ্ঞাতব্য বিষয় উদ্ধার করিয়া লইতে সমর্থ না হন, তাবৎ সেই বিষয়টি পরিত্যাগ করেন না। আর স্মৃতিশক্তি নিবন্ধন, তিনি কোন-প্রকার জ্ঞান একবার লাভ করিলে, তাহা বহুকালপর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, এবং প্রয়োজনানুসারে তিনি উহা ব্যবহার করিতে পারেন।

এই চারি প্রকার ক্ষমতার ইতরবিশেষহেতুই বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্যসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধ্যে এত অধিক পরিমাণ পার্থক্য লক্ষিত হয়। সকলেরই প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করিবার শক্তি আছে; কিন্তু কোন ব্যক্তি চতুর্দ্দিকের বিষয়গুলি দেখিয়াও দেখেন না; অন্য ব্যক্তি ঐ শক্তির ক্রিয়াশীলতা ও দূরদর্শনক্ষমতানিবন্ধন, সমুদয় প্রত্যক্ষীভূত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হন। সেইরূপ, সকলেরই অধিক বা অল্পপরিমাণে কার্য্যকারণাদি সম্বন্ধ বোধের শক্তি আছে; কিন্তু সেই শক্তির ক্রিয়াশীলতা ও দূরদর্শনক্ষমতা নিবন্ধন এক ব্যক্তি সমুদয় আলোচিত বিষয়েরই পূর্ব্বঘটনা ও ভাবিসম্ভাবনা ইত্যাদি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন; অন্য ব্যক্তির সেই ক্ষমতা না থাকাতে কোন বিষয় সম্বন্ধেই তাঁহার বিবেচনাশক্তি বিশেষরূপ কার্য্য করে না। অভিনিবেশক্ষমতার আতিশয্য হেতু কোন ব্যক্তি অনন্যমনা হইয়া সহজে জ্ঞাতব্যবিষয়ের অনুসন্ধান ও কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হন; অন্য ব্যক্তির সেই ক্ষমতা না থাকাতে, তিনি কখনও এক বিষয় এবং তৎপরক্ষণেই অন্যবিষয়দ্বারা আকৃষ্ট হন, এবং কোন বিষয় সম্পর্কেই সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে, অথবা কর্ত্তব্যকার্য্য সুসম্পাদন করিতে, সক্ষম হন না। স্মৃতিশক্তির ইতরবিশেষ হেতু এক ব্যক্তির মন হইতে কখনও কোন বিষয় দূরীভূত হয় না, অন্য ব্যক্তির কিছুই মনে থাকে না।

(উপায়)—শিক্ষাদান উপলক্ষে যত অধিকপরিমাণে ছাত্রগণকে দিয়া অধীত বিষয় গুলি প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষা করান যায়, ততই ছাত্রগণের প্রত্যক্ষশক্তির, এবং প্রত্যক্ষজনিত জ্ঞানসম্বন্ধে বিচারশক্তির, ক্রিয়াশীলতা, দূরদর্শনক্ষমতা, অভিনিবেশক্ষমতা এবং স্মৃতি বর্দ্ধিত হয়। ছাত্রগণকে দিয়া যত অধিকপরিমাণে তাহাদিগের আলোচিত বিষয় সম্পর্কে, কিরূপে কোন্ বিষয়

উৎপন্ন হইয়াছে, কোন্ বিষয়ের কি প্রকার ফলাফল, ইত্যাদি বিবেচনা করিবার অভ্যাস করান যায়, ততই তাহাদিগের কার্য্যকারণবোধ শক্তির ক্রিয়াশীলতা প্রভৃতি গুণের বৃদ্ধি হয়। সেইরূপ কল্পনামূলক প্রবন্ধাদি পাঠের সময়, কল্পনাশক্তির অভ্যাসদ্বারা সেই শক্তিরও ক্ষমতানিচয় বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মনের সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, সমুদয় শক্তিই অভ্যাসদ্বারা বর্দ্ধিত হয়।

এই হেতু শিক্ষাদান সম্পর্কে প্রধান একটি নিয়ম এই যে, শিক্ষণীয় বিষয় সকল যতদূর হইতে পারে, ছাত্রদিগের দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষা করান, এবং নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদিগের অলক্ষিত বিষয় গুলি অনুসন্ধান করান, কর্ত্তব্য। এইরূপ শিক্ষাদ্বারা কোন একটি বিষয়ের জ্ঞান জন্মিলে তজ্জাতীয় অপরাপর বিষয় সম্পর্কে মন আপনা হইতেই কার্য্য করিয়া থাকে।

শিক্ষাদানসম্বন্ধে আর একটি নিয়ম এই যে, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান লাভের ও নিয়মাদি অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণের বুদ্ধিবৃত্তি বা বিবেচনা শক্তি সমধিক পরিমাণে পরিচালিত করা আবশ্যক। কোন বিষয় বুঝাইয়া দেওয়ার সময় তাহাদিগকে কেবল কতকগুলি বাক্যমাত্র বলিয়া শুনাইলে যেমন কিছুই ফল লাভ হয় না; সেইরূপ পক্ষান্তরে শিক্ষক স্বয়ং সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া বলিলে তাহাদিগের মনোবৃত্তির কিছুই পরিচালনা হয় না। শিক্ষকের কর্ত্তব্য যে, কৌশলক্রমে প্রশ্নজিজ্ঞাসাদ্বারা অথবা ইঙ্গিতদ্বারা, ছাত্রগণের চিন্তা, শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে উচিত পথে ধাবিত করেন; এবং তাহাদিগের নিজের চেষ্টাতেই বিষয় গুলি বুঝিয়া লইতে অভ্যাস করান। পূর্ব্ব পরিজ্ঞাত বিষয় লইয়া পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া এবং নিতান্ত আবশ্যক কথাগুলি মাত্র বলিয়া দিয়া, ছাত্রগণের মন তৎসম্বন্ধীয় অপরিজ্ঞাত বিষয় সমূহের আলোচনায় প্রবর্ত্তিত করান যাইতে পারে। তাহা হইলেই তাহারা নিজ চেষ্টাদ্বারা নূতন জ্ঞাতব্য বিষয় আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়। অপিচ কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার সময় ভিন্নও, অন্য যে কোন সুযোগ উপস্থিত হয় তদুপলক্ষেই, ছাত্রগণের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালিত করা কর্ত্তব্য।

শিক্ষক যেসকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসাদ্বারা এবং যেসকল কথা বলিয়া দিয়া শিক্ষা দেন, তৎসমুদয় সম্যক্রূপে ছাত্রগণের সহজবোধ্য হওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল হওয়া উচিত, এবং যে সমুদয় কথার উল্লেখ করা হয় তৎসমুদয় সরল যুক্তির ও নৈসর্গিক সম্বন্ধের অনুবর্ত্তী হওয়া আবশ্যক। ভাবসম্বন্ধ ও যুক্তিপরম্পরা অনুসারে যেসকল কথা বলা আবশ্যক, তাহার কোন কথা ছাড়িয়া গেলে, অথবা অনাবশ্যক কথা বলিলে, ছাত্রগণের মনে বিশদ সংস্কার জন্মিতে পারে না। শিক্ষকের কর্ত্তব্য যে, ছাত্রগণের

বয়ঃক্রম ও পূর্ব্ব শিক্ষার পরিমাণ ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া কল্পনা বলে স্বয়ং তাহাদিগের সমকক্ষ ভাব অবলম্বন করেন; এবং তাহাদিগের চিন্তা শক্তি স্বভাবতঃ যে প্রকারে কার্য্য করে, সেই পথেই নিজের শিক্ষাপ্রণালী পরিচালিত করেন। এই জন্য যে কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, শিক্ষকের উচিত যে পূর্ব্বেই বিশেষ চিন্তা করিয়া স্থির করেন, সেই বিষয়টি শ্রেণীতে কি প্রকারে, কিরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, ও কোন্ কোন্ কথা বলিয়া দিয়া, শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

অনেক কথা শিক্ষক নিতান্ত সহজ ও অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন, কিন্তু হয়ত ছাত্রগণের বুঝিবার জন্য সেই সমুদয় কথা নিতান্ত আবশ্যক হইতে পারে। অনাবশ্যক কোন কথা আনিয়া ফেলিলে ছাত্রগণের চিন্তার অনুক্রম এবং মনোযোগ ভাঙ্গিয়া যায়। সমুদয় বিষয় ছাত্রগণের বোধগম্য করিয়া শিক্ষা দিবার ক্ষমতা শিক্ষকের প্রধান গুণ। কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা-দ্বারা ছাত্রগণের মনে কিরূপ ফল উৎপাদিত হইতেছে, শিক্ষক সর্ব্বদা অভি-নিবিষ্ট হইয়া তদ্বিষয় চিন্তা ও আলোচনা করিলে উল্লিখিত ক্ষমতা লাভ করিতে পারেন।

ছাত্রগণের মনের গতি অনুসারিণী শিক্ষা হইলে, তাহাদিগের মন স্বভাবতঃ তাহাতে আকৃষ্ট হয় এবং তাহারা বিশেষ মনোযোগী হয়। শিক্ষ-কের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কেবল শিক্ষাপ্রণালীর দোষ বশতঃই শিক্ষার প্রতি ছাত্রগণের অমনোযোগ ঘটিয়া থাকে। শিক্ষক, শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি তাহাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে না পারিলে যে, তাহাদিগের মন অন্য বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইবে, ইহা বলা বাহুল্য। ছাত্রগণ মনোযোগ করে না বলিয়া অনেক শিক্ষক তাহাদিগের প্রতি দোষারোপ অথবা ক্রোধ প্রকাশ কিম্বা কর্কশ ব্যবহার করেন, কিন্তু শিক্ষকের বিবেচনা করা ক-র্ত্তব্য যে, ছাত্রগণের অমনোযোগ তাঁহারই দোষ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, এক শিক্ষক কোন ছাত্রকে নিতান্ত অমনোযোগী ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া স্থির করিলেও, অনেক সময় সেই ছাত্র অন্য শিক্ষকের নিকট বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয়। কোন বিষয় বুঝাইয়া দিবার সময় ছাত্রগণের মনোযোগ অবিচলিত রাখিবার একটি উপায় এই যে, যে সমুদয় বিষয়ের আলোচনা হইতেছে শিক্ষক মধ্যে মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রকে তৎসম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন, তাহারা মনোযোগ করিতেছে কিনা।

(বুঝাইয়া দেওয়া)—কোন বিষয় বুঝাইয়া দিবার পর ছাত্রগণ তাহা উত্তমরূপে বুঝিয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ যে উত্তর দেয় তাহা শুদ্ধ হইল কি না,

শিক্ষক তাহা না বলিলে, অথবা মুখভঙ্গি দ্বারা তাহাদিগকে বুঝিতে না দিলে, একই প্রশ্ন দ্বারা সমুদয় ছাত্রকে পরীক্ষা করা যাইতে পারে। কোন ছাত্র কোন বিষয় বুঝি নাই বলিয়া সাধারণভাবে বলিলে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ পুনরায় বলিয়া না দিয়া, কোন্ বিশেষ কথাটি বুঝে নাই, বিবিধ কূট প্রশ্ন দ্বারা তাহা প্রকাশ করাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য। বিশেষ যত্ন সহকারে এরূপ অভ্যাস করাইলে, ছাত্রগণ কোন্ কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় নাই, তাহা তাহারা নিজ চিন্তা দ্বারাই বুঝিতে পারে; এবং কিরূপ অনুসন্ধান করিলে, অথবা কোন্ কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়া লইলে, সম্যক্ জ্ঞান জন্মিতে পারে তাহা দেখিতে পায়; আর সেই উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক শিক্ষক সহজে অভাব মোচন অথবা সন্দেহ কিম্বা ভ্রান্তি দূর করিতে সমর্থ হন।

কোন বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইলে তদন্তর্গত স্থুল স্থুল বিষয়গুলি বারংবার উল্লেখ করিয়া, অথবা তাহার চুম্বক লিখাইয়া দিয়া তৎসম্পর্কে ছাত্রগণের সংস্কার বদ্ধমূল করা যাইতে পারে। আলোচিত বিষয়টি ছাত্রগণদ্বারা লিখানই উক্তরূপ সংস্কার সম্পাদনের উৎকৃষ্ট উপায়; কেননা কোন বিষয় লিখিতে গেলেই ছাত্রগণ তদ্বিষয়ে বিশেষ চিন্তা না করিয়া পারে না, এবং চিন্তা করিয়া লিখিলে তদ্বিষয়ক স্মৃতি দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ হয়।

কোন বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে শিক্ষকগণের কয়েকটি নিয়ম স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। যথা.—প্রথমে পদার্থের সহিত পরিচয়, তৎপর তাহার নাম শিক্ষা।—প্রথমে নিয়মের স্থল ও কার্য্য দর্শন, তৎপর নিয়ম শিক্ষা।—প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের জ্ঞান লাভ, তৎপর তজ্জাতীয় সাধারণ নাম ও গুণ শিক্ষা।—প্রথমে পরিজ্ঞাত বিষয়ের অবলম্বন, তৎপর তৎসম্পর্কিত অপরিজ্ঞাত বিষয়ের শিক্ষা।—স্থলবিশেষে, প্রথমে সাধারণজ্ঞান, তৎপর তদন্তর্গত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ শিক্ষা।

ছাত্রগণের বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা সহকারে উল্লিখিত সমুদায় নিয়ম অনুসারে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি শিক্ষা না দিয়া, তাহাদিগের দ্বারা কতকগুলি বাক্য মুখস্থ করাইলে; অথবা কেবল পরীক্ষা দেওয়ান মাত্র লক্ষ্য স্থির করিয়া আংশিক শিক্ষা দিলে; কিম্বা শিক্ষক অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া শিক্ষা দান কার্য্যকে উৎপাত স্বরূপ জ্ঞান করতঃ কোন মতে তাহা শীঘ্র শীঘ্র সমাপন করিবার চেষ্টা করিলে; ছাত্রগণের উপকার না হইয়া বরং শিক্ষাকার্য্যে তাহাদিগের বিরক্তি জন্মে, এবং তন্নিবন্ধন তাহাদিগের অশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ছাত্রগণকে উপরিউক্ত প্রণালীতে উচিতরূপ শিক্ষা দিলে তাহাদিগের আজীবন উপকারের হেতু উৎপাদন করা হয়। কেবল পরীক্ষা দেওয়ান মাত্র উদ্দেশ্য ভাবিয়া শিক্ষা দিলে, ছাত্রগণের পরীক্ষা দান সম্বন্ধে যত উপকার না হয়, ছাত্রগণের প্রকৃত শিক্ষাই মূল উদ্দেশ্য স্বরূপ বিবেচনা

করিয়া, উচিত প্রণালীতে অল্প পরিমাণে শিক্ষা দিলেও, পরীক্ষা সম্বন্ধে তাহা অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ। শিক্ষাবিষয়ে অনুরাগ।

কোন বিষয়ের উত্তমরূপ শিক্ষালাভ করিতে হইলে ছাত্রগণের মনে সেই বিষয়ের প্রতি অনুরাগ থাকা আবশ্যক। অনুরাগ সহকারে কোন বিষয়ের শিক্ষা হইলে ছাত্রগণ নিজ চেষ্টাদ্বারাই সমধিক পরিমাণে শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হয়; এবং সেই শিক্ষা বিশেষ কার্য্যকর ও অধিককাল স্থায়ী হয়। অন্যদীয় সাহায্যলব্ধ জ্ঞান, স্বোপার্জ্জিত জ্ঞানের ন্যায় ফলদায়ক হয় না।

শিক্ষকগণ সময় সময় এরূপ বলিয়া থাকেন যে, এই ছাত্রের অঙ্ক শিখিবার প্রবৃত্তি নাই. এই ছাত্র ভূগোল শিখিতে অক্ষম, ইত্যাদি। কোন বিষয় শিক্ষার চরম উন্নতি সম্পর্কে, স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পরিমাণানুসারে ফলের অনেক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে বটে; কিন্তু সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে যে সকল বিষয় অধীত হয় তৎসমুদায়ের শিক্ষার জন্য বিশেষরূপ নৈসর্গিক ক্ষমতা আবশ্যক নহে। সাধারণতঃ উত্তম ছাত্রগণকে সকল বিষয়েই উত্তম, এবং অপকৃষ্ট ছাত্রগণকে সকল বিষয়েই অপকৃষ্ট, হইতে দেখা যায়।

(শিক্ষা প্রবর্ত্তক মনোবৃত্তি)—বিদ্যাশিক্ষাদ্বারা ছাত্রগণের মনের কতকগুলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হয় বলিয়া, শিক্ষার প্রতি তাহাদিগের মন অল্পায়াসেই আকর্ষণ করা যাইতে পারে। নূতন জ্ঞানলাভ হইলে, অথবা বুদ্ধিবৃত্তি বা যুক্তিপ্রয়োগ শক্তিদ্বারা কোন বিষয়ের নৈসর্গিক সম্বন্ধ অনুভব করিতে পারিলে, সুখানুভব হয়। কোন নূতন কার্য্য করিবার ক্ষমতা লাভ করিলে তাহার অভ্যাসের জন্য মনে ব্যগ্রতা জন্মে, এবং সেই কার্য্যে বিশেষ আনন্দ বোধ হয়। শিক্ষকের কর্ত্তব্য যে ছাত্রগণ দ্বারা এই সমস্ত শিক্ষাজনিত সুখ অনুভব করাইয়া, তাহাদিগের মনে শিক্ষা বিষয়ে অনুরাগ জন্মাইবার চেষ্টা করেন।

শিশুর মন উদ্ভিজ্জবীজের সদৃশ। সেই বীজের কতকগুলি স্বাভাবিক শক্তি আছে। উপযুক্ত ভূমি, যথোচিত শৈত্য উষ্ণতার পরিমাণ, বায়ু ও সূর্য্যাতপ ইত্যাদি প্রাপ্ত হইলে, উদ্ভিজ্জ বীজ আপনাহইতেই অঙ্কুরিত হয়; এবং সেই অঙ্কুর মৃত্তিকা ও বায়ু হইতে পুষ্টিকর সামগ্রী সংগ্রহপূর্ব্বক বর্দ্ধিত হইয়া ফলবান্ বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। সুনিপুণ মালী বীজের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া তাহাকে এরূপ অবস্থায় বপন করে, এবং জলসিঞ্চন, সারপ্রদান ও সময় বিশেষে আতপ নিবারণ প্রভৃতি কার্য্য এরূপে সম্পাদন করে যে, তদ্দারা

বীজ বা অপরিণত বৃক্ষ স্বকীয় স্বাভাবিক গুণেই বর্দ্ধিত ও ফলিত হয়। সেইরূপে, শিক্ষকের উচিত যে ছাত্রগণের মানসিক প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া অভ্যাস, পুনরুক্তি, প্রশ্নজিজ্ঞাসা, পরীক্ষা, সন্দেহমোচন ইত্যাদি কার্য্যদ্বারা জ্ঞান উপার্জ্জনের শক্তি গুলি এরূপে বর্দ্ধিত ও বলিষ্ঠ করেন, যেন ছাত্রগণ নিজ নিজ আগ্রহ ও চেষ্টাতেই শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করিতে পারে। ছাত্রগণের মনে জ্ঞানতৃষ্ণা উদ্রিক্ত করিতে পারিলে, কেবল তাহার পরিতৃপ্তির সদুপায় প্রদর্শন করা মাত্রই শিক্ষকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে অবশিষ্ট থাকে।

নিতান্ত শিশুকাল অবধিই মনের স্বাভাবিক জ্ঞানতৃষ্ণা উদ্রিক্ত হইতে থাকে। শিশুগণ চতুর্দ্দিকের পদার্থ নিচয় ও ঘটনাবলী সম্বন্ধে কেমন কুতূহলী, প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে তাহারা কেমন নিরন্তর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, গল্প বা অন্যরূপ বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য তাহারা কেমন ব্যগ্র, তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। বাল্যকালের যেসকল কার্য্য দুষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনামূলক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, তৎসমুদয়ও তাহাদের মনের স্বাভাবিক অনিবার্য্য কুতূহল প্রবৃত্তি হইতেই উদ্ভূত হয়। জলে ঢিল নিক্ষেপ করিলে জল কেমন তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে, বিড়ালকে আঘাত করিলে উহা কেমন শব্দ করিয়া দৌড়িয়া যায়, এবং পক্ষীর ছানা ধরিয়া আনিলে উহা কেমন করিয়া আহার করে, ও কেমন করিয়া উড়িতে চেষ্টা করে, এই সকল বিষয় দেখিবার জন্যই বালকগণ প্রায়শঃ ঐ সমস্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। শিশুগণ কোন নূতন ক্ষমতা লাভ করিলে তাহা ব্যবহার করিবার জন্য তাহাদিগের মনে অনিবার্য্য স্পৃহা জন্মে। অক্ষর পরিচয় হইলে তাহারা লেখা দেখিবামাত্রই পড়িতে চেষ্টা করে, দশ পর্য্যন্ত গণনা শিক্ষা করিলে যাহা পায় তাহাই গণিতে আরম্ভ করে, লিখিতে আরম্ভ করিলেই, যে পদার্থে কোনরূপ চিহ্ন দেওয়া যাইতে পারে তাহাতেই নানারূপ হিজিবিজি লিখে।

এই সমস্ত প্রবৃত্তি ছাত্রগণের শিক্ষার পক্ষে অশেষ পরিমাণে উপকারী। মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বশতঃ, অভ্যাস ও পরিতৃপ্তি দ্বারা ঐ সকল প্রবৃত্তি পরিপুষ্ট ও বলিষ্ঠ অর্থাৎ অধিকতর কার্য্যক্ষম হয়। ইহাদিগের পরিতৃপ্তি নিবন্ধন মনে যে সুখোৎপত্তি হয় তদ্দ্বারা শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি অধিকতর আসক্তি জন্মে। পক্ষান্তরে, পরিতৃপ্ত না হইতে পারিলে প্রবৃত্তিগুলি ক্রমশঃ নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, এবং শিক্ষাকার্য্যের প্রতি বিদ্বেষ জন্মে। এই হেতু এই সমুদয় প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি, নিয়মিত পরিচালনা ও পরিবর্দ্ধন জন্য সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। অবিবেচক পিতা মাতা বা শিক্ষক বালকগণের এই স্বাভাবিক জ্ঞানতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত ও পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন না করিয়া, বরং তাহাদিগের অবিরত

প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক তাহা দমন করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। কিন্তু ছাত্রগণের স্বাভাবিক কুতূহল বিলুপ্ত করিলে তাহাদিগের যে কতদূর অনিষ্ট করা হয় তাহা তাঁহারা চিন্তা করেন না।

(জিজ্ঞাসার তৃপ্তি)—শিশুকালে স্বভাবতঃ যে সকল বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাপনা উপলক্ষে, যতদূর হইতে পারে, সেই সমুদয় বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কোন বিষয় শিক্ষা দিবার সময়, ছাত্রগণের মনের স্বাভাবিক গতি অনুসরণ পূর্ব্বক, জিজ্ঞাসিত সমুদয় প্রশ্নের উত্তরদানদ্বারা, তাহাদিগের মনের কুতূহল পরিতৃপ্ত করা কর্ত্তব্য। ছাত্রগণের কোন প্রশ্নেই নিরুত্তর থাকা অনুচিত। যদি অল্প পরিমাণ দর্শন, পরীক্ষা বা চিন্তাদ্বারা ছাত্রগণ নিজ নিজ প্রশ্নের উত্তর আপনারাই লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে যথোচিত পথপ্রদর্শনপূর্ব্বক, তাহাদিগকে সেই পরীক্ষাদি কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। যে বিষয় সম্যক্‌রূপে বুঝিবার জন্য অনেক অভিজ্ঞতা বা বহুদর্শন আবশ্যক, ছাত্রগণ তদ্রূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, অতি সাধারণভাবে এরূপ উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য যে, তাহা তাহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারে, অথচ উত্তরটী অশুদ্ধ না হয়। উচ্চ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছে বলিয়া ছাত্রগণকে তিরস্কার বা উপহাস করা, এবং তদ্দ্বারা তাহাদিগের জ্ঞানতৃষ্ণা দমন করা, নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আর অলীক বা অসার কোন কথা বলিয়া ছাত্রগণের প্রশ্নের স্রোত নিবারণ করাও অনুচিত। কারণ শিশুকালের সংস্কার গুলি বহুদিন স্থায়ী হয়, এবং পরে জ্ঞানোপার্জ্জন সহকারে ছাত্রগণ শিক্ষকদত্ত উত্তরের অলীকতা বা অসারতা বুঝিতে পারিলে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধান্বিত হয়।

কোন শিক্ষণীয় বিষয় ছাত্রগণের পরিচিত দৃষ্টান্ত দ্বারা যত বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া যায়, সেই বিষয় আলোচনা করিতে ছাত্রগণ ততই অধিক পরিমাণে সুখানুভব করে, এবং তৎপ্রতি তাহাদিগের অনুরাগের বৃদ্ধি হয়। পাটীগণিত, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ের নিয়ম শিক্ষা দিবার সময়, তাহাদিগের দ্বারা যত অধিক পরিমাণে সাধারণ ও পরিচিত দৃষ্টান্ত সম্পর্কে নিয়মের কার্য্য আলোচনা এবং তদন্তর্গত প্রশ্ন সমাধান করান যায়; এবং লিখন ও পঠন ইত্যাদি শিক্ষা দিবার পর, যত অধিক পরিমাণে তাহার অভ্যাস করান যায়, ততই ছাত্রগণ সেই সমুদয় আলোচনা করিতে ভাল বাসে। যে বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হয়, আলোচনা, অভ্যাস, পরীক্ষা ইত্যাদি দ্বারা সর্ব্বদা তাহার অনুশীলন না করাইলে, ছাত্রগণ তাহা বিস্মৃত হইয়া যায়, এবং তৎপ্রতি তাহাদিগের অনুরাগ থাকে না।

(সহানুভূতি)—ছাত্রগণের প্রতি শিক্ষকের অকৃত্রিম সহানুভূতি থা-

কিলে শিক্ষা বিষয়ে ছাত্রগণের আসক্তি বৃদ্ধি হয়। উল্লিখিত সহানুভূতি নানা প্রকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। শিক্ষক ছাত্রগণের সমকক্ষতা অবলম্বনপূর্ব্বক স্বকীয় চিন্তা তাহাদিগের মনের গতির অনুরূপ করিতে পারিলে, এবং তাহাদিগের সন্দেহ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় সম্বন্ধে মনঃকষ্ট, বা হর্ষের কারণ সমুদয়, মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ ও আলোচনা, বা তৎসম্বন্ধে তাহাদিগের সহিত আলাপ, করিতে পারিলে শিক্ষকের সহানুভূতি প্রকাশ পায়। আর তাহাদিগের বাড়ী সম্পর্কিত ঘটনা, মাতা পিতা ভাই ভগিনী, অথবা বিপদ বা উৎসব, কিংবা পালিতপশু ও ফলবান বৃক্ষ ইত্যাদি সম্পর্কে মধ্যে মধ্যে আলোচনা করিলে; এবং তাহাদিগের দুঃখে দুঃখ ও সুখে সুখ অনুভব ও প্রকাশ করিলে; ছাত্রগণের মনে শিক্ষককে আত্মীয় বলিয়া বোধ হয়, এবং শিক্ষকের ও তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষার ও উপদেশের প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ বৃদ্ধি হয়।

(কুতূহল উদ্রেক)—ছাত্রদিগের কুতূহল বৃদ্ধি করিবার জন্য শিক্ষণীয় বিষয় লইয়া নানারূপ আলোচনা করা শিক্ষকের কর্ত্তব্য। অদ্য কি পড়িতে হইবে; ইহার পর কিকি মনোজ্ঞ বিষয় পড়িবার বাকি আছে; পূর্ব্বে কোন্ দিন পড়া দিবার সময় কোন্ কোন্ ছাত্র উত্তমরূপে প্রশ্নগুলির উত্তর দানে সক্ষম হইয়াছিল; কোন্ ছাত্র পড়া না শিখিয়া ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এবং কিরূপে ধরা পড়িয়াছিল; অধিক অগ্রসর হইলে ছাত্রগণ আরও কি কি মনোজ্ঞ ও আশ্চর্য্যজনক বিষয় পড়িতে পাইবে; কোন্ কোন্ বিখ্যাত ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে কিরূপ অসীম উন্নতি লাভ করিয়াছেন; কিরূপ উন্নতির জন্য ছাত্রগণের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা থাকা কর্ত্তব্য: তাহারাও উচিতরূপ যত্ন করিলে শেষে কত বড় হইতে পারে; ইত্যাদি বিষয়ে সর্ব্বদা কথোপকথন করিলে ছাত্রগণের মন শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং তৎসম্বন্ধে তাহাদিগের অনুরাগ ও উন্নতির ইচ্ছা বলবতী হয়। এই সমস্ত কথোপকথনচ্ছলে শিক্ষক যত অধিক পরিমাণে কৌতুকাবহ বা অন্যরূপ মনোজ্ঞ কথা আনিয়া ফেলিতে পারেন, ততই ছাত্রদিগের মনের স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

শিক্ষক যদি কর্কশপ্রকৃতি প্রভুর ভাব অবলম্বন করেন; এবং ছাত্রগণ যদি নিয়ত শিক্ষকের মুখ হইতে, "এই কার্য্য করিতে হইবে, কেন কর নাই, না করিলে শাস্তি পাইবে," ইত্যাদি কঠোর আদেশ ও ভয়প্রদর্শন সূচক বাক্য মাত্র শ্রবণ করে; আর শিক্ষক যদি অত্যুচ্চ ও ভিন্ন প্রকৃতির লোকের ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক ছাত্রগণের প্রতি সর্ব্বদা অবজ্ঞা বা তাচ্ছল্য পূর্ণ ব্যবহার করেন; তাহা হইলে তাহাদিগের মনে শিক্ষক ও তৎপ্রদত্ত শিক্ষা, এই উভয়ের প্রতিই অপরিহার্য্য বিদ্বেষ জন্মে।

(বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা)—বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য সর্ব্বদা সুনিয়ম ও শৃঙ্খলা সহকারে সম্পাদিত হইলে; গৃহ ও ব্যবহার্য্য সামগ্রী সমুদয় সর্ব্বদা সুসজ্জিত রূপে রক্ষিত হইলে ; প্রাঙ্গন ও চতুর্দ্দিকের দৃশ্য উত্তম ও মনোহর হইলে; এবং নিয়মিত রূপে বিশ্রাম ও ক্রীড়া সহকারে শিক্ষা কার্য্য সম্পাদিত হইলে : বিদ্যালয় এবং তৎসংসৃষ্ট কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ছাত্রগণের বিশেষ অনুরাগ জন্মে। বিদ্যালয় সম্পর্কিত কার্য্যের সুশৃঙ্খলার উপর ছাত্রগণের মনোবৃত্তির বিকাশ এত অধিক পরিমাণে নির্ভর করে যে, প্রায়শই বিশৃঙ্খল প্রকৃতি শিক্ষকের ছাত্রগণকে অমনোযোগী ও বিশৃঙ্খল স্বভাব, এবং সুশৃঙ্খলা বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে স্থিরবুদ্ধি ও সুশৃঙ্খলতা গুণসম্পন্ন হইতে দেখা যায়। শিক্ষা কার্য্যের প্রতি ছাত্রগণের অনুরাগ বৃদ্ধি করিবার জন্য, যথাসাধ্য বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য্য ও পারিপাট্য সম্পাদন করা নিতান্ত আবশ্যক। নিকটে উদ্যান বা নদী, অন্যবিধ বিস্তীর্ণ জলাশয়, সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, অথবা অতি বৃহৎ ও রমণীয় বৃক্ষ ইত্যাদি থাকিলে, ঐ স্থান স্বভাবতই মনোহর হয়। বিদ্যালয়ের তাদৃশ সৌন্দর্য্য বশতঃ ছাত্রগণের মনোবৃত্তি অলক্ষিত ভাবে প্রসারিত ও সমুন্নত হইয়া থাকে, আর ছাত্রগণ স্বভাবতই বিদ্যালয় ও তৎসংক্রান্ত কার্য্যের প্রতি অনুরক্ত হয়।

——:——

চতুর্থ পরিচ্ছেদ। সুনিয়ম, শৃঙ্খলা, ও পারিপাট্য।

(সুশৃঙ্খলার লক্ষণ)—যে সকল লোকের সুশৃঙ্খলার প্রবৃত্তি বিশেষ প্রবল ও পরিমার্জ্জিত, তাঁহাদিগের সমুদয় কার্য্য এবং ব্যবহার্য্যসামগ্রী সম্বন্ধে সর্ব্বদা সুনিয়ম, সুশৃঙ্খলা ও পারিপাট্য লক্ষিত হয়। এই সমস্ত লোকের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিলে কতক গুলি সাধারণ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। (১) তাঁহারা এক সময়ে কেবল একই মাত্র কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন, তাহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আর কিছুতেই তাঁহাদিগের মনোযোগ সেই কার্য্যহইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। (২) আবশ্যকতা অনুসারে, অথবা পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট শৃঙ্খলার অনুরোধে, যে কার্য্যের পর যে কার্য্য করা উচিত, তাঁ-হারা সেই নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায় অতিক্রম পূর্ব্বক কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করেন না। (৩) যতদূর হইতে পারে, তাঁহারা এক প্রকার কার্য্য সর্ব্বদা একই সময়ে ও একই রূপে সম্পাদন করিয়া থাকেন। (৪) যে উপকরণ সামগ্রী যে কা-র্য্যের উপযোগী তাহা সর্ব্বদা সেই কার্য্যেই ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং এক কার্য্যের উপকরণ দ্বারা অন্য কার্য্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা করেন না। (৫) ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের উপযোগী, অথবা বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট, সামগ্রী রা-খিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দেশপূর্ব্বক, তৎসমুদয় সর্ব্বদা সেই সেই

নির্দ্দিষ্ট স্থানেই স্থাপন করেন। (৬) ঐ সমস্ত সামগ্রী ব্যবহার করিবার পর পুনরায় বিশেষ যত্ন সহকারে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দেন। (৭) তাঁহাদিগের ব্যবহার্য্য বা অন্যরূপ সম্পর্কযুক্ত সমুদয় পদার্থই তাঁহারা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিতে বিশেষ যত্ন করেন। এবং (৮) তাঁহারা তাঁহাদিগের সম্বন্ধীয় সমুদয় পদার্থই যথোপযুক্ত রূপে সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য যুক্ত করিতে যত্নবান্ থাকেন।

এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালনদ্বারা অনেক প্রকার উপকার সংসাধিত হয়। ক্ষণ কাল এক কার্য্য করিয়া পরক্ষণেই আর এক কার্য্যের প্রতি, তৎপর ভিন্ন আর একটী বিষয়ের প্রতি, মনোযোগ অর্পণ করিলে; এবং কোন কার্য্য বা বিষয়ের প্রতি যতক্ষণ অবিচ্ছিন্ন ভাবে মনোনিবেশ করা আবশ্যক, তজ্জন্য তত সময় অর্পণ করিতে না পারিলে; কোন কার্য্য বা চিন্তাই উচিত রূপে সম্পাদিত হইতে পারে না। একটী বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর এক বিষয়ে হস্তক্ষেপণ করিলে প্রথমোক্ত বিষয় সম্পার্কে পূর্ব্বচিন্তার বিশেষ ফল পাওয়া যায় না; তাহা পুনরায় প্রথমাবধি আরম্ভ করিতে হয়। স্বাভাবিক সম্বন্ধানুসারে যথোপযুক্ত পর্য্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পাদন না করিয়া, পূর্ব্বের কার্য্য পরে ও পরের কার্য্য পূর্ব্বে করিতে চেষ্টা পাইলে, এক কার্য্যই বারংবার করিতে হয়; অথবা কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার পর, পূর্ব্বের অসম্পন্ন কার্য্য সমাধা করিবার জন্য, উপস্থিত কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হয়। তাহাতে মনোযোগভ্রষ্টতা দোষ ও সময়ের অপব্যয় হইয়া থাকে। এক প্রকার কার্য্য সর্ব্বদা একই প্রণালীতে ও এক সময়ে সমাধান করিলে শারীরিক ও মানসিক শক্তি গুলির অভ্যাস জন্মিয়া যায়। সময় নিরূপণ ও কার্য্যপ্রণালীর নির্দ্দিষ্টতা না থাকিলে অভ্যাসের, এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুহের সাময়িক বিকাশের, সুফল লাভ করিতে পারা যায় না।

যে কার্য্যের যে উপকরণ তাহা সেই কার্য্যের সম্যক্ উপযোগী রূপে নির্ম্মিত হইয়া থাকে; সুতরাং এক কার্য্যের উপযোগী সামগ্রীদ্বারা অন্য কার্য্য উত্তম রূপে সম্পাদিত হইতে পারে না। ক্ষুর, দা, কোদালী, কুঠার, প্রভৃতি অস্ত্র নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ভিন্ন অন্য কার্য্যে ব্যবহার করিলে কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না; বরং অস্ত্র নষ্ট হইয়া যায়। সেই রূপে কাপড় রাখিবার স্থানে পুস্তকাদি রাখিলে; অথবা আহারীয় বস্তু রাখিবার স্থানে পুস্তক, কাপড় বা কাগজকলম রাখিলে; ঐ সমস্ত সামগ্রী বিকৃত হইয়া যায়, এবং তৎসমুদয় রাখিবার স্থানও নষ্ট এবং নিজনিজ কার্য্যের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। ব্যবহার্য্য পদার্থ সর্ব্বদা নিজনিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে না রাখিলে, অথবা তৎসমুদয় ব্যবহার করিবার পর যথাতথা বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিলে, পুনরায় ব্যবহার করিবার সময়, কোথা কি রহিয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া লইতে

অনেক সময় নষ্ট হয়। আরব্ধ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া উপকরণের অন্বেষণ করিতে গেলে সেই কার্য্য হইতে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ব্যবহার্য্য সামগ্রী, আসন, কার্য্যস্থান ও বাসনিকেতন, সর্ব্বদা মার্জ্জিত ও পরিস্কৃত রাখিলে; এবং অধিকাংশ সময় শোভা ও সৌষ্ঠব যুক্ত পদার্থে পরিবেষ্টিত থাকিতে পারিলে; স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক উপকার হয়, শুচিবোধ হেতু মনের ভাব উন্নত, এবং সৌন্দর্য্যানুভব হেতু মনের স্ফূর্ত্তি ও কার্য্যক্ষমতা বর্দ্ধিত, হয়।

(শিক্ষা দিবার উপায়)—শিশুকাল অবধিই এই সমস্ত গুণ শিক্ষা করা এবং অভ্যাস দ্বারা প্রকৃতিগত করিয়া লওয়া আবশ্যক। যাহাতে বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্যসম্বন্ধে ছাত্রগণ উপরিউক্ত নিয়ম গুলি সর্ব্বদা প্রতিপালন করে, শিক্ষকের তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ কোন্ সময়ে কোন্ কার্য্য করিবে তাহা বলিয়া দিয়া, শিক্ষক দেখিবেন তাহারা সেই নিয়ম প্রতিপালন করে কিনা। লিখন ও পঠন সময়ে ছাত্রগণ কি রূপে শ্লেট বা পুস্তক ধরিবে, পড়িবার সময় কি রূপে দণ্ডায়মান হইবে, শ্রেণীর আসনোপরি কি প্রকারে উপবেশন করিবে, পরিধেয় বস্ত্রাদি কি ভাবে ধারণ করিবে, এবং বাড়ীতে কোন্ কার্য্য কি রূপে সম্পাদন করিবে, তৎসমুদয় বিষয় লইয়া ছাত্রগণের সহিত কথোপকথন ও তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করা উচিত। ছাত্রগণ অনিয়মিত রূপে কি বিশৃঙ্খলভাবে ঐ সমস্ত কার্য্য করিলে, সময়ে সময়ে তাহা দেখাইয়া দিয়া সংশোধন করা কর্ত্তব্য।

ছাত্রগণ পাঠশালায় নিয়ত কি কি সামগ্রী লইয়া আসিবে; কোন্ স্থানে পা পুঁছিয়া প্রবেশ করিবে; কোথায় ছাতা রাখিবে; কোথায় পুস্তকাদি স্থাপন করিবে; এবং শ্লেট বা একএকখানা পুস্তক ব্যবহারের পর কি রূপে তাহা পুনরায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দিবে; ইত্যাদি বিষয় বলিয়া দিয়া সর্ব্বদা আবশ্যকতানুসারে সংশোধন করা শিক্ষকের কর্ত্তব্য। নিজ নিজ শ্লেট সর্ব্বদা মার্জ্জিত রাখা; পুস্তকাদি ছিন্ন, মলাযুক্ত বা অপরিস্কৃত হইতে না দেওয়া; শব্দার্থ লিখিবার বহিতে ব্যাকরণের সূত্র, কিম্বা ব্যাকরণের অনুশীলনীর বহিতে অঙ্ক প্রভৃতি, বিশৃঙ্খলভাবে না লেখা; ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি প্রথমাবধিই ছাত্রগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত। সেই রূপে, চক বা চাকুদ্বারা আসন, মেজ, দেয়াল, কপাট প্রভৃতিতে, অথবা কালী বা পেন্সিল দিয়া পুস্তকাদিতে, যথা তথা নিজ নাম বা অন্য অসম্বদ্ধ বাক্যলেখা; অথবা লেখার স্থানে মূর্ত্তি অঙ্কন কিম্বা অন্যরূপ বৃথা আঁকিকুঁকি করা; ইত্যাদি বালস্বভাবসুলভ দোষ গুলিও নিবারণ করা কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ বোর্ডে চকদ্বারা বা শ্লেটে পেন্সিল দ্বারা আঁকিকুঁকি করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ পুঁছিয়া ফেলিতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। শ্রেণীতে পড়িবার ও

লিখিবার সময় অন্যত্র দৃষ্টিনিক্ষেপ না করা; কোন বিষয় আলোচনার সময় অসম্বদ্ধ কথা না বলা; বা অন্য বিষয় চিন্তা না করা; ইত্যাদি নিয়মও বিশেষ রূপে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। ছাত্রগণকে সর্ব্বদা পরিষ্কৃত ও উপযুক্ত বস্ত্র ব্যবহার করিবার, এবং সর্ব্বদা যথোপযুক্ত রূপে তৎসমুদয় পরিধান করিবার, জন্য উপদেশ দেওয়া উচিত।

এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কীয় নিয়ম ছাত্রগণকে সুযোগ মতে বারম্বার বলিয়া দিয়া, সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য কে কোন্ সময়ে কোন্ নিয়মের অন্যথাচরণ করে। যখন যে ছাত্র অনিয়মিত ও বিশৃঙ্খল ভাবে কার্য্য করে, তখনই তাহাকে দিয়া সেই কার্য্য পুনরায় নিয়মিত রূপে করাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য। বারম্বার এইপ্রকার শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে ছাত্রগণ নিয়মগুলি বিস্মৃত হয় না, এবং তদনুযায়ী কার্য্য তাহাদিগের অভ্যস্ত হইয়া যায়। ইহাতে সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা শিক্ষার সঙ্গেসঙ্গে সর্ব্বদা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম প্রতিপালন করিবার অভ্যাসও জন্মে।

(শিক্ষকের দৃষ্টান্ত)—এই সমুদয় বিষয়ের শিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণ রূপে শিক্ষকের নিজ ব্যবহার ও দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করে। বিদ্যালয়ে আগমন ও তৎপরিত্যাগ বিষয়ে শিক্ষক যদি স্বয়ং নিয়ম পালন না করেন; তিনি যদি পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট শৃঙ্খলানুসারে প্রত্যহ যথোপযুক্ত সময়ে প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষা দান না করেন; যখন যাহা উপস্থিত হয় তাহাই যদি আরব্ধ কার্য্য হইতে তাঁহার মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে; যদি পুস্তকের স্থানে পুস্তক, কাগজ কলমের স্থানে কাগজ কলম, এবং বিদ্যালয় সম্পর্কিত অন্যান্য সামগ্রী নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে, না রাখেন; যদি নিজে বিশৃঙ্খল ভাবে কার্য্য কর্ম্ম সম্পাদন বা কথোপকথন করেন, অথবা নিজে সর্ব্বদাই অপরিষ্কৃত অবস্থাতে থাকেন; কিম্বা আবশ্যকতানুসারে বিদ্যালয়ের জীর্ণ সংস্কার না করেন, কি গৃহের সমুদয় অংশ ও প্রাঙ্গন পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন ও শোভা সম্পন্ন না রাখেন; তাহা হইলে নিশ্চয়ই ছাত্রগণ তাঁহার প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া অধিকতর বিশৃঙ্খলভাব অবলম্বন করিবে। তখন শিক্ষক শৃঙ্খলা ও পারিপাট্যবিধায়ক শত শত উপদেশ দিয়াও ছাত্রগণের মনে সুশৃঙ্খলার প্রবৃত্তি উদ্দীপিত করিতে সমর্থ হইবেন না। কিন্তু শিক্ষক স্বয়ং সর্ব্বদা নিয়মিতরূপে শৃঙ্খলার সহিত কার্য্য করিতে পারিলে এবং বিদ্যালয় সংসৃষ্ট সমস্ত উপকরণ, গৃহ ও প্রাঙ্গন ইত্যাদি সুশৃঙ্খল, পরিষ্কৃত, ও যথোচিতরূপে শোভাযুক্ত, রাখিতে পারিলে, উল্লিখিত গুণগুলি ছাত্রগণকে শিক্ষা দিবার জন্য অধিক যত্ন বা উপদেশের আবশ্যকতা থাকে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ। নীতিশিক্ষা।

ছাত্রগণের চরিত্রগঠনই নীতিশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। সৎপ্রবৃত্তিগুলির অনুযায়ী কার্য্য তাহাদিগের এরূপ অভ্যস্ত হওয়া আবশ্যক, যেন তাহারা নিয়ত তৎসমুদয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে স্বতই প্রবৃত্ত হয়। সাংসারিক কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ যেমন আবশ্যক, সুচরিত্র গঠনও সেইরূপ, বা ততোধিক, প্রয়োজনীয়।

(সংসর্গের গুণাগুণ)—অল্পবয়স্ক বালক বালিকার চরিত্র প্রায় সম্পূর্ণরূপে পিতা মাতা ভ্রাতা ও অন্যান্য যেসকল লোকের সংসর্গে তাহাদিগকে সর্ব্বদা বাস করিতে হয়, সেই সমস্ত লোকের আচরণ অনুসারেই গঠিত হইয়া থাকে। যদি শিশুগণ পরিবারবর্গের নিকট হইতে সর্ব্বদা সদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাদিগের চরিত্রও সেইরূপ সদ্ব্যবহারসম্পন্ন হইয়া থাকে। যদি তাহারা পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকদিগকে সর্ব্বদা পরিণামদর্শী, আশুসুখপরাঙ্মুখ, এবং ভাবিমঙ্গললিপ্সু দেখিতে পায়, তবে স্বভাবসিদ্ধ অনুকরণপ্রবৃত্তিবশতঃ শিশুগণও পরিণামচিন্তা, ভাবিমঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও তদর্থ আশুসুখ পরিহার করিবার অভ্যাস, ইত্যাদি সদ্‌গুণ শিক্ষা করে। আর যদি শিশুগণ পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের আচরণে সর্ব্বদা কর্ত্তব্যপরায়ণতা, ন্যায়পরতা, পরদুঃখকাতরতা, ও সাধারণ হিতাসক্ততা প্রভৃতি সদ্‌গুণ দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহাদিগের মনেও ঐ সমস্ত সদ্‌গুণ অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয়।

পক্ষান্তরে, যদি শিশুগণ আত্মীয়বর্গহইতে সর্ব্বদা কর্কশ ব্যবহার প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাদিগের ব্যবহারও কর্কশ এবং অশিষ্ট হইয়া থাকে। যদি শিশুগণ সর্ব্বদা দেখিতে পায় যে, তাহাদিগের চতুষ্পার্শ্বস্থ ব্যক্তিরা ভবিষ্যৎ ইষ্টানিষ্টের প্রতি অন্ধ হইয়া কেবল অনুচিত আহার, আমোদপ্রমোদ ও ইন্দ্রিয়সেবন, প্রভৃতি আশুপ্রীতিকর কার্য্যে আসক্ত রহিয়াছে; অথবা ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্ত ও অবিশ্বস্ত হইবার আশঙ্কা পরিহার পূর্ব্বক মিথ্যাচরণ ও প্রবঞ্চনা দ্বারা আশু অকিঞ্চিৎকর ফল লাভের চেষ্টায় রত রহিয়াছে; তাহা হইলে শিশুগণও ঐ প্রকার ক্ষুদ্রদৃষ্টিসম্ভূত কার্য্য গুলি অনুকরণ করিতে শিক্ষা করে। যদি কোন বালক বালিকার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী লোকে, কর্ত্তব্যজ্ঞানবিরহনিবন্ধন, সর্ব্ব বিষয়ে নিয়ম প্রতিপালন অথবা যথাসময়ে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে না করে; অথবা ন্যায়ান্যায় বোধের অসদ্ভাব হেতু অন্যের স্বত্ব ও অধিকারের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া সর্ব্বদা কেবল অনুচিতরূপে স্বার্থসাধনের চেষ্টা পায়; কিম্বা অন্য লোকের বা সমাজের হিতসাধন কার্য্যে ঔদাস্যবশতঃ অন্যের সাহায্য বিহীন

হইয়া, অশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও কষ্ট ভাগী হয়; তাহা হইলে সেই বালকবালিকার মনে স্বভাবতঃ এইরূপ সংস্কার জন্মে যে, সংসার কেবল পশুবৎ আচরণেরই ক্ষেত্র, এবং সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই তাহারা কার্য্য করিতে শিক্ষা করে।

শিক্ষকও শিশুগণের পিতা মাতা প্রভৃতির ন্যায় গুরুজন। তাঁহার কার্য্যকলাপ সর্ব্বদাই শিশুদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত পিতা মাতা প্রভৃতির ব্যবহারের ন্যায় শিক্ষকের আচরণও ছাত্রগণের চরিত্রগঠন বিষয়ে বিশেষ কার্য্যকারি হইয়া থাকে। সুতরাং ছাত্রগণের চরিত্রের উৎকর্ষ বিধানার্থ, নিজ কার্য্যকলাপ এবং ব্যবহার সম্বন্ধে, শিক্ষকেরও বিশেষরূপ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

(কার্য্যের ফলাফল চিন্তা)—শিক্ষাদান উপলক্ষে নীতি সম্বন্ধীয় বিষয় সমূহের প্রতি ছাত্রগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াও শিক্ষক তাহাদিগের চরিত্রগঠন বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে সমর্থ হন। ভিন্নভিন্ন প্রকার সৎপ্রবৃত্তি, সদাচার বা সৎকার্য্যের দ্বারা কিরূপে সুখ, সমৃদ্ধি ও খ্যাতি প্রভৃতি সাংসারিক উন্নতি সংসাধিত হয়; পক্ষান্তরে, অসৎপ্রবৃত্তি, অসদাচার বা অসৎকার্য্য দ্বারা কি প্রকারে নানা বিষয়ে ক্ষতি ও যন্ত্রণা উপস্থিত হয়; নীতিশিক্ষাসূচক প্রবন্ধাদি অধ্যয়ন সময়ে এই সমুদয় বিষয় শিক্ষক ছাত্রগণকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হন। ছাত্রগণের পরস্পর ব্যবহার বা অন্য কার্য্যকলাপ আলোচনা করিবার সময়ও এই প্রকার উপদেশ দিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে।

যথোপযুক্ত স্থলে সর্ব্বদা এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিলে ছাত্রগণের মনে সদসৎ কার্য্য ও তাহার ফলাফল গুলির নৈসর্গিক সম্বন্ধ বিষয়ে জ্ঞান জন্মে; এবং প্রত্যেক কার্য্যের কিরূপ ফল হইবে সর্ব্বদা তাহা চিন্তা ও অনুভব করিবার অভ্যাস হয়। শিক্ষক যে পরিমাণে ছাত্রগণের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশিত করিতে সমর্থ হন, তাহার উপরও তাহাদিগের স্ব স্ব কার্য্যের ফলাফল বিবেচনা করিবার ক্ষমতা অনেক অংশে নির্ভর করে; কেননা বুদ্ধি প্রবল না হইলে কার্য্যের ফলাফল চিন্তা করিবার ক্ষমতা জন্মে না। বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতার সহিত যদি কার্য্যের ফলাফল বিবেচনা করিবার অভ্যাস জন্মাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই ছাত্রগণের দূরদর্শনক্ষমতা বা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাশক্তি উৎপন্ন হয়, এবং সময় বিশেষে ভিন্নভিন্ন প্রবৃত্তির উত্তেজনা বা দমন করার কর্ত্তব্যতা বিষয়ে তাহাদিগের ক্ষমতা জন্মে। ইহাতেই চরিত্রগঠন সম্বন্ধে তাহাদিগের বিশেষ উপকার সংসাধিত হয়।

ভিন্নভিন্ন কার্য্যের সহিত ফলাফলের নৈসর্গিক সম্বন্ধগুলি উত্তমরূপে

ছাত্রগণের বোধগম্য করিয়া দিতে না পারিলে, তৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞান সহজে উৎপাদন করা যায় না। অমুক কার্য্য উত্তম, অমুক কার্য্য অসঙ্গত, ইত্যাদি উপদেশ মাত্র বলিয়া দিলে; অথবা তদ্বোধক বাক্য গুলি মুখস্থ করাইলে, বা বারংবার পাঠ করাইলে; কিংবা তাহা কাগজে লিখিয়া গৃহমধ্যে ঝুলাইয়া রাখিলে; কিছুমাত্র ফললাভ হয় না; কেননা তাহাতে ছাত্রগণ তাহার যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হয় না। বরং বারংবার শ্রবণ ও দর্শন হেতু বাক্যগুলির প্রতিপাদ্য ভাব গ্রহণের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া যায়। ছাত্রগণ কিছু অধিক বয়স্ক হইবার পর "এই প্রকার কার্য্য করিলে পিতা মাতা বা গুরু সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার স্বরূপ উত্তম উত্তম সামগ্রী প্রদান করিবেন, অথবা রুষ্ট হইয়া প্রহার করিকরিবেন", ইত্যাদি প্ররোচনা বা ভয়প্রদর্শন করা অকর্ত্তব্য; কেননা অধিক বয়স পর্য্যন্তও যদি ছাত্রগণকে সৎকার্য্যে প্রবর্ত্তিত ও অসৎকার্য্য হইতে নিবর্ত্তিত করিবার জন্য পিতা মাতা প্রভৃতির প্রদত্ত শাস্তির ভয় এবং পুরস্কারের লোভের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর থাকে, তাহা হইলে স্বয় কার্য্যের নৈসর্গিক ফলাফল বিবেচনা করিবার অভ্যাস জন্মে না। এইরূপ স্থলে ছাত্রগণ অভিভাবকের শাসনকাল অতিক্রম করিলে অনেক সময় স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়ে।

(উচ্চ নীতি)—ছাত্রগণের দুর্ব্বোধ্য অত্যুচ্চ অথবা সংসারে সর্ব্বদা ব্যবহারের অনুপযুক্ত নীতিগুলি মাত্র শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিলে, তৎসম্পর্কে ছাত্রগণের প্রগাঢ় সংস্কার জন্মিতে পারে না। সাংসারিক কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ছাত্রগণ যতদূর দেখিতে ও বুঝিতে পায়, তাহাতে অনেক স্থলে সেই সমস্ত নীতির বিপরীত ঘটনা দেখিয়া, তাদৃশ নীতির প্রতি তাহারা আস্থাশূন্য হইয়া পড়ে। শত্রুকে সর্ব্বদা ক্ষমা করা কর্ত্তব্য, অথবা কোন ব্যক্তি মুখের এক পার্শ্বে চপেটাঘাত করিলে অন্য পার্শ্ব তাহার দিকে ফিরাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, কিম্বা সকল লোককেই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য, ইত্যাদি সাধারণ নীতি শিক্ষা দিবার সময়, ইহাও বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, স্থল ও ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে ঐ সমস্ত নীতির বিপরীত কার্য্য করাও অনেক সময় নিতান্ত আবশ্যক হইয়া থাকে।

এই কথাটী বুঝাইয়া না দিলে, ছাত্রগণ সংসারে প্রবেশ করিবার পর, বর্ণিত সাধারণ নীতিবাক্যগুলির প্রতি তাহাদিগের ভক্তি থাকিতে পারে না; কেননা তাহারা সাংসারিক ব্যাপার উপলক্ষে নিয়ত দেখিতে পায় যে, শত্রুকে ক্ষমা করিলে অনেক সময় সে প্রশ্রয় পাইয়া অধিকতর অনিষ্ট সাধন করে। চোরকে ছাড়িয়া দিলে চৌর্য্যের বৃদ্ধি হয়, কোন ব্যক্তির বিশ্বস্ততা স্থিরীকৃত হইবার পূর্ব্বে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে

বিশ্বাস করিলে অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এতাদৃশ ব্যাপার সকল প্রত্যক্ষ করিলে ছাত্রগণের মনে স্বভাবতঃ এইরূপ সংস্কার জন্মে যে, উল্লিখিত নীতিগুলি কেবল বাল্যকালে শিক্ষা করিবারই বিষয়, সাংসারিক কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তৎসমুদয় ব্যবহার করিতে পারা যায় না।

এইরূপ বিশ্বাস নিবন্ধন তাহাদিগের মনে সমুদয় নীতিবাক্য বা সদসৎ বিবেচনা সম্বন্ধেই অনাস্থা ও বিরাগ উদ্ভূত হয়। এইপ্রকারে কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নীতিশৃঙ্খলের বহির্ভূত হইয়া গেলে; পক্ষান্তরে, দেশ কাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া সকল স্থলেই উপরি উক্ত নীতির অনুযায়ী কার্য্য করিতে চেষ্টা পাইলে; কত প্রকার অশুভ ফল উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা, তাহা সংসারদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন।

এই সমস্ত কারণে উচ্চ বা সাধারণ নীতি গুলি শিক্ষা দিবার সময় ছাত্রগণকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, কোন্ কোন্ স্থলে তৎসমুদয় সম্পূর্ণ রূপে অনুসরণ করা যাইতে পারে; এবং কিরূপ অবস্থাতে তদনুসারে কার্য্য করা অসম্ভব হইয়া পড়ে; আর সেইরূপ অবস্থাতে কি প্রকার বিশেষ প্রণালিইবা অবলম্বন করা উচিত।

(কার্য্যের ফলাফল ভোগ)—অল্পবয়স্ক ছাত্রগণের নীতিশিক্ষাদান সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই যে নিত্যব্যবহারের অযোগ্য বা অসম্পর্কিত নীতিগুলি ভবিষ্যৎ শিক্ষার জন্য রাখিয়া দিয়া, তাহাদিগের নিত্যকর্ম্ম সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবোধ জন্মাইবার চেষ্টা করা উচিত। সদসৎ কার্য্যের ফলাফল ভোগ করিলে সেই সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে যেমন সুদৃঢ় সংস্কার জন্মে তেমন আর কিছুতেই হইতে পারে না। লোকে নিতান্ত শৈশবকাল অবধিই পরীক্ষা ও ফলভোগদ্বারা সাধারণ কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অশেষবিধ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান শিক্ষা করিয়া থাকে। পঠদ্দশাতেও ঐ প্রকারেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান শিক্ষা দিতে চেষ্টা করা উচিত। অতএব শিক্ষকের উচিত যে, যতদুর হইতে পারে, ছাত্রগণদ্বারা তাহাদিগের কার্য্যের নৈসর্গিক ফলাফলগুলি ভোগ করান; এবং তাহাদিগের ভুক্ত ফলাফলগুলি কোন্ কোন্ কার্য্যসম্ভূত, প্রত্যেক স্থলে তাহা দেখাইয়া দেন।

কোন ছাত্র অসাবধানতা বশতঃ ব্যবহারের কোন সামগ্রী অপচয় করিলে তদুপলক্ষে তাহাকে তিরস্কার বা প্রহারদ্বারা যত ফলোদয় না হয়; তৎক্ষণাৎ তাহাকে পুনরায় ঐরূপ অন্য সামগ্রী ব্যবহার করিতে না দিয়া, কতকদিন পর্য্যন্ত তাহা হইতে বঞ্চিত রাখিলে, তাহার সাবধানতা শিক্ষা সম্বন্ধে অধিকতর উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে। কোন ছাত্র নিয়মিত সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত না হইলে তাহাকে যদি সে দিবস বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে না দেওয়া যায়, তাহা হইলে তজ্জনিত লজ্জা ও আত্মগ্লানি তাহাকে নিরূপিত

সময়ে কর্ত্তব্যসাধন বিষয়ে যেমন সাবধান করিতে সক্ষম হয়, তিরস্কার বা অন্যবিধ শাস্তিদ্বারা তদ্রূপ ফললাভ হয় না। কোন ছাত্র মিথ্যা কথা বলিলে যদি কতকদিন পর্য্যন্ত তাহাকে অবিশ্বাসী জ্ঞান করিয়া তাহার সমুদয় কথাতেই উপেক্ষা প্রদর্শন করা যায়, তাহা হইলে মিথ্যা কথা ব্যবহার বিষয়ে তাহার যে পরিমাণ নিবৃত্তি জন্মে তদ্রূপ আর কিছুতেই হয় না। কোন ছাত্র কোন গুরুতর অপরাধ করিলে কতকদিন পর্য্যন্ত যদি তাহার প্রতি নিয়মিত রূপ বাৎসল্য প্রদর্শন করা না যায়, আর যদি অন্যান্য ছাত্রকে বলা যায়, "তোমরা উহার সংসর্গে থাকিলে তোমাদিগেরও কুশিক্ষা হওয়া সম্ভব", তাহা হইলে প্রথমোক্ত ছাত্রের মনে যথোচিত কষ্ট, আত্মগ্লানি ও অনুতাপ উপস্থিত হয়।

(দৃষ্টান্ত)—কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই কার্য্যের ফলাফল ভোগ করাইয়া তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর নহে। ঐরূপ স্থলে উপন্যাসদ্বারা কার্য্যের ফলাফল প্রদর্শন পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। নীতিগর্ভ উপন্যাস অধ্যয়ন, নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে অতি প্রধান উপায়। ভিন্নভিন্ন প্রকার সদসৎ কার্য্যদ্বারা কিরূপ ফলোদয় হয়, মনোহর উপন্যাসচ্ছলে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইলে, তদ্বিষয়ে যেমন সুদৃঢ় সংস্কার জন্মে, শুদ্ধ নীতিবাক্যগুলি শিক্ষা দিলে তদ্রূপ সংস্কার জন্মিতে পারে না। হিতোপদেশের গল্প, ইসপের গল্প, রামায়ণ ও মহাভারতের অধিকাংশ বিবরণ, এই সম্বন্ধে বিশেষ উপযোগী।

শিক্ষাপ্রণালী প্রদর্শন সহকারে ছাত্রগণের শিক্ষণীয় সমুদয় নীতি এই স্থলে উল্লেখ করা উদ্দেশ্য নহে। আত্মদমন, কর্ত্তব্যানুষ্ঠান, ন্যায়ানুসরণ, সত্যকথন প্রভৃতি কয়েকটি নীতি শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(আত্মদমন)—যখন যেরূপ অভিলাষ মনে উদিত হয়, তখনই তাহা সফল করিবার নিমিত্ত শিশুগণের স্বভাবতঃ অত্যন্ত ব্যগ্রতা জন্মে। উত্তম খাদ্য বস্তু, সুন্দর বস্ত্র, সুদৃশ্য খেলনক, বা অন্যরূপ লোভনীয় সামগ্রী দেখিলেই তাহা পাইবার জন্য তাহারা ব্যাকুল হয়। কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধি হইলে, সেই প্রবৃত্তি অন্য আকার ধারণ করে। খেলাতে প্রবৃত্ত থাকিবার সময় কোন গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করা আবশ্যক হইলে, অথবা তদ্রূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পর খেলার সুযোগ উপস্থিত হইলে, সেই কার্য্য ফেলিয়া খেলা করিতেই সমধিক ইচ্ছা জন্মে। ক্রোধ উপস্থিত হইলে,মুখে যাহা আইসে শিশুগণ তাহাই বলিয়া ফেলে। কিংবা কোন গুরুজনের প্রতি বিরক্তি জন্মিলে বা তাঁহার আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদনে ইচ্ছা না হইলে তাঁহার অবাধ্য হইয়া উঠে।

ভবিষ্যৎ ফলাফল বিবেচনা না করিয়া এইরূপ আশুতৃপ্তিকর কার্য্যে

প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য, বাল্যকালে এবং সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ উপলক্ষে, অনেক সময়ে অনিবার্য্য ব্যগ্রতা উপস্থিত হয়। এইরূপ স্থলে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা পূর্ব্বক আশু পরিতৃপ্তির ইচ্ছা দমন করিতে না পারিলে অনেক অনিষ্ট ঘটে। এই জন্য আপাত-মধুর অথচ পরিণাম-বিষময় বিষয়ের লালসা দমন করিবার নিমিত্ত বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আর স্বেচ্ছা-চারিতা দোষ জন্মিতে পারে না।

আহারাদি সম্বন্ধে ইচ্ছা দমন করিতে শিক্ষা দিবার জন্য শিশুগণকে নি-র্দ্দিষ্ট সময় ভিন্ন অন্য সময়ে কখনই কিছু আহার করিতে দেওয়া উচিত নহে। অনুচিত সময়ে উত্তম খাদ্য দ্রব্য দেখিয়া শিশুর মনে লালসা উপস্থিত হইবা-মাত্র, স্নেহযুক্ত বচনে বুঝাইয়া বলা আবশ্যক যে, অনিয়মিতরূপে আহার করিলে পীড়ার উৎপত্তি হয়। যে শিশু যে প্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য বা পরিধেয় বস্ত্র ব্যবহার করিতে পায় না, তজ্জন্য তাহার মনে ব্যগ্রতা উপ-স্থিত হইলে তাহাকে বুঝাইয়া বলা কর্ত্তব্য যে, তাহার অবস্থাতে ঐরূপ সা-মগ্রী পাইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং তজ্জন্য ইচ্ছা করিলে কেবল কষ্টই পা-ইতে হইবে। ইহাতেও শিশুর মনের লালসা দমন না হইলে অসন্তুষ্টি প্র-কাশ করা উচিত, এবং অন্য বিষয়ের প্রতি শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অভিভাবকগণ দুর্ব্বলতা বশতঃ একবার শিশুর কোন অনুচিত ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করিলে, তাহার মনে তদ্রূপ আকাঙ্ক্ষা দ্বিগুণিত বলের সহিত পুনরায় উদ্দীপিত হয়। নিজের অবস্থানুরূপ ভোজন ও পরিধান সা-মগ্রী প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইলে প্রায়শই অনুচিত আহার ও পরিধানের ইচ্ছা উদ্ভূত হয় না. সুতরাং তৎপক্ষে অভিভাবকগণের বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

কোন শিশু অন্যের কোন লোভনীয় সামগ্রী গ্রহণ করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়া দেওয়ান কর্ত্তব্য। তাহা অসম্ভব হইলে শাস্তি স্বরূপ অপরাধী বালককে এই বলিয়া তদীয় অভিলষিত কোন পদার্থ বা ক্রীড়া হইতে বঞ্চিত করা কর্ত্তব্য যে, "যে বালকের দ্রব্য অপচিত হইয়াছে তাহার মনে কিরূপ কষ্ট হইয়াছে, তাহা তোমার অনুভব করা আবশ্যক।" কোন বালক ক্রীড়াসক্ত হইয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মে ত্রুটী করিলে, ক্রীড়ার নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাকে ক্রীড়া করিতে না দিয়া সেই কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করাইয়া লওয়া উচিত। কোন ছাত্র মনের বেগ সংবরণ করিতে অক্ষম হইয়া কাহাকে কোন অনুচিত কথা বলিয়া ফেলিলে, অথবা কথার অবাধ্য হইলে, স্নেহপূর্ণভাবে বুঝাইয়া বলা আবশ্যক যে, তাহার কার্য্য দ্বারা অন্যে রুষ্ট হইয়া যদি তাহার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করে, অথবা অবা-ধ্যতা হেতু যদি গুরুজন তাহাকে ভাল না বাসেন, এবং আবশ্যকীয়

সামগ্রী সমুদয় প্রদান না করেন, তবে তাহার অবস্থা কিরূপ হইবে। যদি বারংবার এইরূপ সদুপদেশ দ্বারা ফলোদয় না হয়, তাহা হইলে কিছুকাল তাহার প্রতি উপেক্ষা ও অনাদর প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। মনে বিরক্তি বা কর্কশভাব উদিত হইলে তাহা সাধ্যানুসারে দমন করা, এবং তদ্বশবর্ত্তী হইয়া কোন প্রকার অশিষ্ট আচরণ না করা যে নিতান্ত কর্ত্তব্য, তাহাদিগের প্রতি কর্কশব্যবহার দ্বারা তাহা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না; কেমনা গুরুজন হইতে নিয়ত কর্কশ ব্যবহার প্রাপ্ত হইলে বালকগণ স্বভাবতঃ মনে করে, ঐরূপ ব্যবহার তেমন অসঙ্গত, নিষিদ্ধ বা বিরল নহে।

(কর্ত্তব্যসাধন)—বাল্যকালে সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের শুভাশুভ ফল বিবেচনা করিবার ক্ষমতা থাকে না। এই নিমিত্ত পিতা মাতা শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনের উপদেশ ও আদেশ অনুসারেই সমুদয় কার্য্য করিতে হয়। অতএব বাল্যকালে গুরুজনের আদেশ বা উপদেশ প্রতিপালন করাই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তদ্রূপ আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে, সর্ব্বদা উপদেশদ্বারা ছাত্রগণকে এই কথাটী বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। শিশুকাল অবধিই তদ্রূপ অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। শিশুগণ প্রথমে গুরুজনের ভয়ে তাঁহাদিগের অভিপ্রেত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। তৎপর বয়োবৃদ্ধি সহকারে গুরুজনের ভয়ের পরিবর্ত্তে, গুরুজনকে সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছাই শিশুগণের সৎকার্য্যের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। অবশেষে বাল্যকাল অতিক্রম করিবার পর, ছাত্রেরা নিজেনিজেই কার্য্যের ফলাফল কতকপরিমাণে বুঝিতে সমর্থ হয়; এবং তখন গুরুজনের শাসন না থাকিলেও তাহারা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়াই সৎপথ অনুসরণ করিতে সমুৎসুক হয়। এইরূপে শিশুকাল অবধি গুরুজনের ভয়ে বা সন্তুষ্টি উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতে করিতে ছাত্রগণের মনে কর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মিয়া থাকে; অর্থাৎ যে কার্য্য করিতে হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয়, তাহা সম্পাদন করিবার জন্য আগ্রহ জন্মে, এবং যতক্ষণ তাহা অসম্পাদিত থাকে ততক্ষণ মনে উদ্বেগ উপস্থিত হয়।

প্রথমে গুরুজনের আদিষ্ট কার্য্য সম্বন্ধেই এই কর্ত্তব্যজ্ঞান উদ্ভূত হয়। ক্রমে অভ্যাসদ্বারা নিয়মিত কার্য্য সম্পাদন এবং নিয়মপ্রতিপালন বিষয়ে কর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মে। তৎপর কোন প্রকার শাসন ব্যতিরেকেও কেবল ফলাফল বিচারদ্বারাই কার্য্যের ঔচিত্যানৌচিত্য বিষয়ক জ্ঞান এবং কর্ত্তব্য সম্পাদনার্থ ঔৎসুক্য উদ্ভূত হয়। গুরুজনের আদিষ্ট কার্য্য গুলি ছাত্রগণদ্বারা সম্পাদিত করাইবার সঙ্গেসঙ্গে, সেই সকল কার্য্য কি কারণ বশতঃ কর্ত্তব্য, এবং নিয়মিত কার্য্য সম্পাদন না করিলে

কিরূপ অশুভ ফল ঘটিয়া থাকে, সর্ব্বদা তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলে, উল্লিখিত রূপে কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিকাশ ও প্রসারণ বিষয়ে বাঞ্ছিত ফললাভ হইয়া থাকে।

কোন ছাত্রকে যখন যে আদেশ প্রদান করা হয়, সে যথাসাধ্য তাহা প্রতিপালন করে কি না, তৎসম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যদি ছাত্র তাহা প্রতিপালন না করে, তবে সেই বিষয় লইয়া যথোচিত আলোচনা করা আবশ্যক। আদেশ প্রতিপালন করিলে কি প্রকারে তাহার হিত সাধিত হইত; আদীষ্ট কার্য্যটি না করাতে তাহার কিরূপ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা; আদেশ পালন না করাতে গুরুজন অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার কর্ত্তব্যকর্ম্মগুলি তাহাকে বলিয়া না দিলে, তাহাকে কিরূপে বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে; ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিতরূপে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। একবার কোন ছাত্রের দোষ লইয়া এইরূপ আলোচনা করিলে, প্রায়শঃ তাহার সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে হয় না।

কোন ছাত্র আদিষ্ট কার্য্য অসম্পন্ন রাখিলে, উচিত সময়েই হউক, বা পরেই হউক, তাহাকে দিয়া সেই কার্য্য করান আবশ্যক। উচিত সময় অতীত হইয়া যাওয়ার পর কার্য্যটি অনাবশ্যক বা নিরর্থক হইলেও ছাত্রকে দিয়া ঐ কার্য্য সম্পাদন করান কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে ছাত্রের মনে এরূপ বিশ্বাস জন্মে না, যে যখন তাহার প্রতি কোন কার্য্য করিবার আদেশ হয়, তখন ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, তাহাকে ঐ কার্য্য করিতেই হইবে। এইরূপ বিশ্বাস জন্মিলে আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে তাহাদিগের আগ্রহ জন্মে, এবং যতক্ষণ সেই কার্য্য অসম্পন্ন থাকে ততক্ষণ বিশেষ উদ্বেগ উপস্থিত হইয়া থাকে। মনের এই ভাব বশতঃই লোকে কর্ত্তব্যসাধনে তৎপর হয়।

প্রথমে শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনের আদেশসম্পর্কে এই প্রকার শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে সর্ব্ববিষয়ে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম প্রতিপালন পক্ষেও তদ্রূপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তৎপর কার্য্যের ফলাফল বিবেচনা করিবার অভ্যাসের বৃদ্ধি সহকারে, যে সকল বিষয়ের কর্ত্তব্যতা ছাত্রগণের নিজ বিবেচনা দ্বারাই বুঝিয়া লওয়া উচিত, তৎসম্পর্কে তাহাদিগের ত্রুটী হইলে, তাহা লইয়াও আলোচনা করা কর্ত্তব্য। যে যে ছাত্র বলিবার পূর্ব্বেই স্বস্ব কর্ত্তব্যসাধন বিষয়ে পটুতা দেখাইতে সমর্থ হয়, তাহাদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অন্যান্য ছাত্রকেও তদ্রূপ কার্য্য করিতে উৎসাহ প্রদান করা উচিত। কিন্তু শিক্ষক যদি বারংবার নিরর্থক বা ছাত্রগণের অসাধ্য কার্য্য করিতে আদেশ করেন; অথবা কাহাকে কোন কার্য্যের আদেশ করিয়া, সে তাহা প্রতিপালন করিল কি না, তাহা অনুসন্ধান করিতে ভুলিয়া যান; তাহা হইলে ছাত্রগণকে আদেশ প্রতিপালন করিতে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত

জন্মে; এবং উপরিউক্ত প্রণালীক্রমে কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিকাশসাধন করিতে পারা যায় না।

(ন্যায়ানুসরণ)—শিশুকাল অবধিই ছাত্রগণের মনে ন্যায় ও অন্যায়ের ভাব জন্মাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। নিজের স্বত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে অন্যব্যক্তি হস্তক্ষেপণ করিলে যেমন কষ্ট বোধ হয়, এবং সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাকে নিবারণ করিবার চেষ্টা হয়; সেইরূপ নিজের তৃপ্তিসাধন উদ্দেশ্যে অন্যের স্বত্ব ও অধিকারের প্রতি হস্তক্ষেপণ করিলে সেইব্যক্তির কষ্ট উৎপাদন করা হয়, এবং তাহার শত্রুতার ভাজন হইতে হয়। এই হেতু, সমাজশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া অনেক লোকের সহিত একত্র বাস করিতে হইলে, নিজনিজ প্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধন চেষ্টাতে, সর্ব্বদা অন্যের স্বত্ব ও অধিকার অনাহত রাখিয়া,কার্য্য করিতে হয়। অন্যে আমার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করিবে বলিয়া ইচ্ছা করি, আমারও অন্যের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; অথবা সকলকেই আপনার ন্যায় জ্ঞান করিয়া কার্য্য করা উচিত। এই ন্যায়ের ভাবটী সাংসারিক কার্য্য সম্বন্ধে অতীব প্রয়োজনীয়; কারণ, যাহার কার্য্যকলাপ ন্যায়ানুগত নহে, সেই ব্যক্তি সংসারে সকল লোক কর্তৃক আততায়িরূপে পরিগণিত এবং নিগৃহীত হইয়া থাকে।

এইজন্য শিশুকাল অবধিই ছাত্রগণের যে কোন কার্য্যে ন্যায়ের বিরুদ্ধ লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাই সর্ব্ব প্রযত্নে নিবারণ করা কর্ত্তব্য; এবং অন্যায়-কারীর প্রতি অন্যে তদনুরূপ ব্যবহার করিলে তাহার মনের ভাব কিরূপ হইবে তাহা, যতদূর হইতে পারে, তাহারদ্বারা ভোগ করাইয়া ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি কোন বালক অন্যের ব্যবহার্য্য সামগ্রী অনুচিতরূপে আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহার নিজ ব্যবহারের কোন সামগ্রী হইতে তাহাকে কিছুকালের জন্য বঞ্চিত রাখা কর্ত্তব্য। পড়িবার, খেলিবার বা তামাসা দেখিবার সময় কোন ছাত্র নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থানে সন্তুষ্ট না হইয়া, কিম্বা গৌণে আইসাতে বা অন্য কারণে অপকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হইয়া, বলপূর্ব্বক অন্যের অধিক সুবিধাজনক স্থান অধিকার করিতে যত্ন করিলে, তাহাকে অধিকতর অপকৃষ্ট স্থানে দেওয়া উচিত।

ছাত্রগণের পরস্পর বিবাদের মীমাংসা উপলক্ষে শিক্ষক সর্ব্বদা ন্যায়ানুগত আদেশ বা মত প্রকাশ করিলে তাহাদের মনে ন্যায়ের ভাব দৃঢ়ীভূত হয়। বিবাদ উপলক্ষে যে ছাত্র প্রথমে অন্যায়াচরণ করে তাহারই অপরাধ গণ্য হওয়া উচিত। যথা—ক কোন নিভৃতস্থানে বসিয়া পড়িতেছে বা খেলিতেছে, খ তথাতে যাইয়া তাহার উদ্বেগ জন্মাইলে, ক যদি খ কে আঘাত করে, তাহা-হইলেও খকেই অপরাধী বলিয়া স্থির করা কর্ত্তব্য। কিন্তু খ য়ের বা সাধারণতঃ সকল ছাত্রের খেলিবার স্থানে ক পড়িতে বসিলে খয়ের উদ্বেগে ত্যক্ত

হইয়া ক তাহাকে কিছু বলিলে, ক কে অপরাধী জ্ঞান করা কর্ত্তব্য; কেননা খয়ের ঐ স্থানে খেলিবার অধিকার ছিল। নির্জ্জনে বসিয়া পড়িতে হইলে ক য়ের অন্যত্র যাওয়া উচিত ছিল। কোন ছাত্র অন্যের আক্রমণ হইতে নিজ স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করিতে পারিলে তাহাকে প্রশংসার্হ জ্ঞান করা উচিত।

(সত্য কথন)—পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস অধিকাংশ কার্য্যের ভিত্তি স্বরূপ। কোন ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলিলে কেহই তাহাকে বিশ্বাস করে না, তজ্জন্য তাহাকে নানারূপ ক্ষতি ও কষ্ট সহ্য করিতে হয়। এই হেতু সত্য পরায়ণতা অতি প্রধান গুণ। শিশুকাল অবধি এই ধর্ম্ম শিক্ষা না দিলে সর্ব্বদা সত্যকথা বলিবার বা সত্য ব্যবহার করিবার অভ্যাস জন্মিতে পারে না। অতএব শিক্ষকের উচিত যে শিক্ষা. ক্রীড়া, বা অন্যান্য কার্য্য উপলক্ষে যখনই ছাত্রগণের কোনরূপ মিথ্যা কথা বা মিথ্যা ব্যবহার দেখিতে পান, তখনই সেই কথা লইয়া আলোচনাপূর্ব্বক মিথ্যা কথার দোষগুলি উত্তম রূপে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেন; এবং ছাত্রগণ ভবিষ্যতে ঐরূপ কার্য্য আর না করে, তৎপক্ষে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দেন।

কোন ছাত্র মিথ্যা কথা বলিলে কতক সময় পর্য্যন্ত তাহার সকল কথাতেই যে অবিশ্বাস প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কোন ছাত্র মিথ্যা কথা বলিয়া স্বকীয় দোষ গোপন বা অন্যের উপর আরোপ করিতে চেষ্টা করিলে, তাহার সেই দোষটি লইয়া অন্যান্য ছাত্রের নিকট এরূপ ভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য, যেন তাহাকে সকলের নিকট বিশেষরূপ ঘৃণিত ও উপহাসাস্পদ হইতে হয়। অপরাধ করিয়া স্বীকার করিলে যে পরিমাণ শাস্তি পাইতে হইত, তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করিলে তদপেক্ষা অধিকতর লজ্জা পাইতে হয়; অপরাধী ছাত্রের প্রতি ব্যবহার দ্বারা এই সংস্কারটি তাহার মনে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। একবার কোন ছাত্রের মিথ্যা ব্যবহার প্রকাশ পাইলে অনেক দিন পর্য্যন্ত সেই কথা লইয়া মধ্যে মধ্যে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ ব্যবহার করিলে মিথ্যাবাদী ছাত্রের মনে সুগভীর আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হয়; এবং পাছে মিথ্যা কথা প্রকাশ হওয়াতে নিতান্ত ঘৃণিত ও অবিশ্বাসী হইতে হয়, এই ভয় জন্মে। এইরূপ ভাবই ক্রমে উন্নত হইয়া মিথ্যার প্রতি ঘৃণা এবং সত্যের প্রতি অনুরাগ রূপে পরিণত হয়।

(পরোপকার)—সংসারে অসংখ্য বিষয়ে পরের উপর নির্ভর করিতে হয়; অন্যের অনুগ্রহ বা সহায়তা ব্যতিরেকে অনেক স্থলে নিজের কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। কিন্তু আবশ্যকতানুসারে স্বয়ং যথাসাধ্য অন্যের সাহায্য না করিলে অন্যদ্বারা পরিত্যক্ত, ও অন্যের সাহায্য প্রাপ্তির আশা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। অতএব শিশুকাল অবধিই উপচিকীর্ষা বৃত্তির

উত্তেজনা ও তদনুযায়ী কার্য্যের অভ্যাস হওয়া আবশ্যক। এই নিমিত্ত যখনই কোন বালকের দ্বারা কাহারও উপকার হইবার স্থল উপস্থিত হয়, তখনই তাহার দ্বারা সেই কার্য্য সম্পাদন করান উচিত; এবং তাদৃশ স্থলে কোন ছাত্র অন্যের সাহায্য বা উপকার করিতে পরাঙ্মুখ হইলে তাহাকে অপরাধী গণ্য করিয়া যথোচিত উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য।

যে কয়েকটী সাধারণ নীতির বিষয় উল্লেখ করা হইল, তদ্ভিন্ন অন্যান্য নীতিগুলিও ঐরূপেই শিক্ষা দেওয়া উচিত। নীতিশিক্ষা দান সম্বন্ধে শিক্ষকের সাধারণ কর্ত্তব্য এই যে, ছাত্রগণের কার্য্য উপলক্ষে যখন যে সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই সেই সুযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক ছাত্রগণকে সর্ব্বদাব্যবহার্য্য নীতির অনুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য করেন; এবং কার্য্যের ফলাফল প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগের কর্ত্তব্যতা ভালরূপে বুঝাইয়া দেন।

(গুণের বিকৃতি)—অনেক সময় গুণের বিকৃতিবশতঃ দোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই হেতু কোন প্রকার নীতি শিক্ষা সম্বন্ধে ঐরূপ দোষ না ঘটে শিক্ষকের তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যথা;—ছাত্রগণকে যেন এরূপ ভাবে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি শিক্ষা দেওয়া না হয়, যে তাহারা বাধ্য হইয়া অক্ষমতা সত্ত্বেও গুরুজনের সম্মুখে সর্ব্বদা লিখা পড়া করিবার ভান করিয়া বসিয়া থাকাই কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করে;—"অনুচিত সময়ে খেলা করা নিষিদ্ধ" এই কথাটী শিক্ষা দিলে যেন এরূপ না ঘটে যে, ছাত্রগণ উচিত সময়েও খেলা করিতে কুণ্ঠিত হয়; সুশীলতা ও নম্রতা শিক্ষা দিতে দিতে যেন তাহাদিগকে একেকালে নিস্তেজ, হীনবীর্য্য, ও নির্জ্জীব করিয়া ফেলা না হয়;—আর সন্তোষ শিক্ষা দিয়া যেন তাহাদিগের উন্নতি লালসা ও নিবার্য্য কষ্ট দূর করিবার প্রবৃত্তি এককালে বিনষ্ট করা না হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। বিশ্রাম ও ক্রীড়া।

ছাত্রগণের অনিয়মিত মানসিক পরিশ্রম, এবং তৎসহ যথোচিত শরীর সঞ্চালনের অভাবনিবন্ধন এত অধিক পরিমাণ অনিষ্ট উৎপন্ন হইয়া থাকে যে, ছাত্রগণদ্বারা তৎসম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে শিক্ষকগণের বিশেষ দৃষ্টি রাখা নিতান্তই কর্ত্তব্য।

(শারীরিক নিয়ম)—শরীরের পুষ্টিসাধন, নিয়মিতরূপ শোণিতসঞ্চালনের উপর নির্ভর করে; এবং সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথোচিত পরিচালনা ব্যতীত, শরীরের সর্ব্বস্থানে আবশ্যক পরিমাণ শোণিত সঞ্চালিত হইতে পারেনা। যথোচিত পরিচালনা দ্বারা যে অঙ্গে নিয়মিতরূপে শোণিত সঞ্চালিত হয়, তাহা বর্দ্ধিত, পরিপুষ্ট ও অধিকতর কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে। কিন্তু সমুচিত

পরিচালনার অভাব বশতঃ যে অঙ্গে আবশ্যকরূপে শোণিত সঞ্চালিত না হয়, তাহা শীর্ণ, দুর্ব্বল ও কর্ম্মাক্ষম হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, যদি পরিমাণের অতিরিক্ত পরিচালনাদ্বারা কোন অঙ্গে অনুচিতরূপে শোণিত সঞ্চালিত হয়, তাহা হইলে সেই অঙ্গ পীড়া-গ্রস্ত ও দুর্ব্বল হইয়া যায়। এই হেতু শরীরের সমুদয় অংশেরই যথোচিতরূপ পরিচালনা আবশ্যক।

লিখন, পঠন ও চিন্তা ইত্যাদি মানসিক কার্য্য করিবার সময়ে মস্তিষ্কে অধিক পরিমাণ শোণিত চালিত হয়। ঐ সমস্ত কার্য্য দ্বারা উচিত পরিমাণে মস্তিষ্কের পরিচালনা হইলে ঐ অঙ্গের পুষ্টিসাধন ও শক্তিবৃদ্ধি, অর্থাৎ চিন্তা প্রভৃতি মানসিক কার্য্যের ক্ষমতার বিকাশ হয়। যদি শৈশবকাল অবধি উচিতরূপে মস্তিষ্কের পরিচালনা না হয়, তাহা হইলে মানসিক শক্তিগুলি নিতান্ত নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য অবস্থায় থাকে। পক্ষান্তরে, যদি মস্তিষ্কের অতিরিক্ত চালনা দ্বারা ঐ অঙ্গে অনুচিত পরিমাণে শোণিত সঞ্চালিত হয়, তাহা হইলে মানসিক শক্তি গুলির বৃদ্ধি হইতে পারেনা; বরং মস্তিষ্কের পীড়া নিবন্ধন মানসিক জড়তা বা ক্ষিপ্ততা জন্মে।

কতকসময় পড়া বা অন্যরূপ চিন্তাতে নিবিষ্ট থাকিলে, মস্তিষ্কে অধিক পরিমাণ রক্ত সঞ্চালিত হওয়াতে চক্ষুজ্বালা, মাথাধরা, মনোনিবেশের অক্ষমতা, প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়। আর অধিককাল মস্তক অবনত রাখিয়া অথবা অন্য কোনরূপে শরীর সঙ্কুচিত করিয়া, বদ্ধভাবে বসিয়া থাকিলে, শরীরের সর্ব্বাংশে শোণিত সঞ্চালনের ব্যাঘাত জন্মে, এবং তন্নিবন্ধন গ্লানি, শরীরবেদনা প্রভৃতি উদ্বেগ আরম্ভ হয়। এই অবস্থাতে যদি চিন্তা পরিত্যাগ, ও শরীরচালনা দ্বারা শোণিতসঞ্চালন ক্রিয়া প্রকৃতিস্থ করা যায় তাহা হইলে মানসিকশ্রমজনিত শ্রান্তি বিদূরিত হয়, এবং কিছুকাল পরে পুনরায় ঐরূপ মানসিক পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু যদি মানসিকশ্রমজনিত ক্লান্তির লক্ষণগুলি উপেক্ষা করিয়া ক্রমান্বয়ে অধিকসময় পর্য্যন্ত তাহাতে লিপ্ত থাকা যায়; যদি সেই ক্লান্তি দূর করিবার নিমিত্ত উচিত পরিমাণ বিশ্রাম ও শরীরসঞ্চালন না করা যায়; অথবা অল্পক্ষণমাত্র বিশ্রামের পরই উপর্য্যুপরি তাদৃশ মানসিক পরিশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া যায়; তাহাহইলে উল্লিখিত উদ্বেগগুলি বৃদ্ধি পাইয়া উৎকট মস্তিষ্করোগ উৎপাদন করে, এবং সর্ব্বাঙ্গে নিয়মিতরূপে শোণিতসঞ্চালনের বারংবার ব্যাঘাত হওয়াতে, শরীর শীর্ণ ও অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়ে। এইহেতু শরীরের সমুদয় অংশেরই যথোচিত পরিচালনা আবশ্যক; এবং যথোচিত পরিমাণে মানসিক পরিশ্রম ও শারীরিক পরিশ্রম মিশ্রিত করিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

(বিশ্রাম)—সাধারণতঃ এরূপ বলা যাইতে পারে যে, আট কি দশ বৎসরের শিশুগণ ক্রমান্বয়ে দুই ঘণ্টার-অধিককাল মানসিকশ্রমজনক কার্য্যে লিপ্ত

থাকিলে তাহাদিগের অনিষ্ট হয়। মধ্যে মধ্যে খেলা বা বিশ্রাম করিবার অবকাশ দিলেও সমস্ত দিনে সমষ্টিতে চারি কি পাঁচ ঘণ্টার অধিককাল লেখা পড়াসংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে তাহাদিগের অপকার ঘটে। তাদৃশ শিশুকে অধিককাল বসাইয়া রাখিলে, অথবা বারংবার বিশ্রাম বা অঙ্গচালনা করিবার অবকাশ না দিলে, তাহাদের স্বাস্থ্য এবং মনোবৃত্তির বিকাশ এই উভয় বিষয়সম্বন্ধেই বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হয়।

এদেশের বিদ্যালয়সমূহে এইক্ষণ প্রায়শঃ চারি কি পাঁচ ঘণ্টাকাল কার্য্য হইয়া থাকে। এত অধিক সময় শিশুগণকে লেখা পড়ার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে চেষ্টা করা অনুচিত। আর তদ্দ্বারা বাঞ্ছিত ফললাভও হয় না। সুতরাং উল্লিখিত সময়মধ্যে অধিক বয়স্ক ছাত্রগণকে অন্ততঃ একবার এবং অল্প বয়স্ক ছাত্রদিগকে দুইবার, বিশ্রাম ও খেলা করিবার অবকাশ দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি ছয় ঘণ্টাকাল বিদ্যালয়ের কার্য্য হয়, তাহাহইলে সমুদয় ছাত্রকে ক্রমান্বয়ে দুই ঘণ্টা পড়াইয়া, নিম্নশ্রেণীর অল্পবয়স্ক বালকদিগকে দুই ঘণ্টার নিমিত্ত খেলিবার অবকাশ দেওয়া যাইতে পারে; এবং উচ্চশ্রেণীর অধিক বয়স্ক ছাত্রগণকে তিন ঘণ্টা পড়াইবার পর, এক ঘণ্টার জন্য ছুটী দেওয়া যাইতে পারে। ছুটির পর পুনরায় সমুদয় ছাত্রকে দুই ঘণ্টা পড়ান যাইতে পারে; অথবা অল্প বয়স্ক ছাত্রদিগকে কেবল এক ঘণ্টা পড়াইয়া, এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই বিদায় দেওয়া যাইতে পারে।

এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিলে শিক্ষকগণকে কিছু অধিককাল বিদ্যালয়ে থাকিতে হয়। অবকাশের সময় ছাত্রেরা কোন অহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইতে পারে, তজ্জন্য শিক্ষকের দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। আর ছাত্রগণের ক্রীড়াসম্বন্ধে নিয়ম ও শৃঙ্খলা করিয়া দেওয়া শিক্ষকের কর্ত্তব্য। এইরূপ নিয়মে কার্য্য করিলে ছাত্রবর্গের যে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা তৎপ্রতি দৃষ্টি করিয়া শিক্ষকের এই অতিরিক্ত পরিশ্রম স্বীকার করা কর্ত্তব্য। ছাত্রগণকে বিশ্রামের অবকাশ দেওয়াসম্বন্ধে শিক্ষকগণহইতে প্রায়শই যে আপত্তি শুনা যায়, তাঁহাদিগের তাদৃশ আপত্তি করা অনুচিত। দিবসের মধ্যভাগে বিদ্যালয়ের কার্য্য করিয়া অবকাশ দিবার সুযোগ না হইলে, অন্ততঃ দেশীয় প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে সকালে ও বিকালে বিদ্যালয়ের কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা কম থাকিলে, শিক্ষক কর্ত্তৃক ছাত্রকে পড়াইবার সময়, অবশিষ্ট ছাত্রগণ বসিয়া বসিয়া গোলযোগ করে। তাহাদিগকে লিখিতে বা অঙ্ক কষিতে বলিয়া দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তাহারা প্রায়ই ঐসমস্ত কার্য্য করে না, অথবা শ্রান্তিবশতঃ উহা করিতে অসমর্থ হয়। এইরূপে বাধ্য হইয়া বসিয়া থাকানিবন্ধন তাহাদিগের শরীর ও মনসম্বন্ধে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ইহার পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে বাহিরের পরিষ্কৃত বায়ুতে

যাইয়া বৃক্ষচ্ছায়ায় বা অন্য উপযুক্ত স্থানে খেলা করিতে অথবা বেড়াইতে দিলে যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। এইরূপে ছাত্রগণের শ্রান্তিদূর করিবার অবসর দিলে, এক সম্প্রদায়ের অধ্যাপনা, অন্য সম্প্রদায়ের লিখন অভ্যাস, ইত্যাদি শৃঙ্খলা অনায়াসেই সম্পাদিত হইতে পারে।

(ক্রীড়া)—বালকগণের পক্ষে খেলা করা অপকর্ম্ম নহে; বরং লিখা পড়ার সমান প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। ক্রীড়াজনিত আমোদ, শরীর ও মনের স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তি উৎপাদনপক্ষে অতি প্রধান উপায়। এইজন্য লেখা পড়া সম্বন্ধে শিক্ষক যেমন ছাত্রগণের সাহায্য ও উৎসাহ বর্দ্ধন করেন, খেলাসম্বন্ধেও তাঁহার তদ্রূপ করা কর্ত্তব্য। শিক্ষকের সম্মুখে খেলা করিলে অশিষ্টতা প্রকাশ পায়, ছাত্রগণের মনে যাহাতে এইরূপ অনুচিত সংস্কার জন্মিতে না পারে, শিক্ষকের তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ স্বভাবতঃ নানাপ্রকার দেশীয় ক্রীড়াতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তৎসম্পর্কে শিক্ষকের শৃঙ্খলাসম্পাদন, উৎসাহপ্রদান, এবং সুযোগ হইলে পুরস্কারদান করা কর্ত্তব্য। ছাত্রগণের ব্যবহার জন্য দেশীয় সাধারণ ক্রীড়ার উপকরণগুলি শিক্ষকের সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

বিশ্রাম ও ক্রীড়ার সহিত মিশ্রিতভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানকার্য্য নির্ব্বাহিত হইলে, ছাত্রগণের মনে শিক্ষাকার্য্যের প্রতি ক্লান্তিজনিত বিরাগ উপস্থিত হইতে পারে না; বরং শিক্ষক ছাত্রগণের ক্রীড়াতে যোগ দিলে, তাঁহার প্রতি এবং তৎপ্রদত্ত শিক্ষা ও বিদ্যালয়সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের প্রতি, তাহাদিগের অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়। আর সর্ব্বদা বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকা বিষয়ে অনিচ্ছা না হইয়া বরং তজ্জন্য ব্যগ্রতাই উপস্থিত হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ। শাস্তি ও পুরস্কার বিধান।

(কর্ত্তব্য প্রবর্ত্তক মনোবৃত্তি)—শিক্ষক যদি ছাত্রগণের মনে নিম্নলিখিত প্রবৃত্তি গুলি উচিতরূপে উদ্রিক্ত ও বর্দ্ধিত করিতে পারেন, এবং তৎসমুদয়ের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অনুযায়ী উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক শিক্ষাদান করিতে সমর্থ হন, তাহাহইলে ঐ প্রবৃত্তিগুলিই তাহাদিগকে অনেক অংশে সচ্চরিত্র, পরিশ্রমী ও শিক্ষাপরায়ণ করিতে পারে। প্রবৃত্তিগুলি এই—(১) শাস্তির ভয়, (২) সমপাঠিগণের প্রতিযোগিতাজনিত উৎসাহ, (৩) পুরস্কার পাইবার আশা. (৪) শিক্ষাদ্বারা ভবিষ্যৎ উন্নতি লাভের আকাঙ্ক্ষা।

ছাত্রগণের মনের বিকাশ সহকারে এই সমস্ত প্রবৃত্তি উপরিউক্ত পর্য্যায়ক্রমে একটীর পর একটী সমধিক কার্য্যকারী হইয়া থাকে। কিন্তু স্থায়ী ফলোৎপাদন পক্ষে প্রথমোক্ত প্রবৃত্তিগুলি অপেক্ষা শেষোক্ত প্রবৃত্তিগুলিই

সমধিক ফলদায়ক। সুতরাং শিক্ষকের কর্ত্তব্য যে, ক্রমেই প্রথমোক্ত প্রবৃত্তির সাহায্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শেষোক্ত প্রবৃত্তিনিচয়ের উত্তেজনাদ্বারা ছাত্রগণকে কর্ত্তব্য পরায়ণ করিতে চেষ্টা করেন।

নিতান্ত শৈশব সময়ে ছাত্রগণের স্বাভাবিক জিজ্ঞাসাবৃত্তি মাত্র অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দেওয়াই সম্ভবপর। তখন মনের এরূপ অবস্থা হয় না যে, শাস্তির ভয় প্রভৃতি ছাত্রগণকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিতে পারে। সুতরাং ঐ সময়ে সম্পূর্ণরূপে ছাত্রগণের মনের স্বাভাবিক গতি অনুসরণ করিয়াই শিক্ষককে কার্য্য করিতে হয়। বাধ্য করিয়া কিছুই করান যাইতে পারে না। শাসন করিলে তদ্দ্বারা ঈপ্সিত ফল উৎপাদিত না হইয়া বরং বিপরীত ফল জন্মে। পুরস্কার পাইলে শিশুছাত্রগণ সুখী হয় বটে, কিন্তু বিদ্যাভ্যাস করিলে আরও পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে, চিন্তাশক্তির অভাব বশতঃ তাহাদিগের মনে এরূপ ভাব জন্মে না। সুতরাং তদ্দ্বারা শিক্ষা কার্য্যের প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ বৃদ্ধি হয় না।

বয়োবৃদ্ধি সহকারে মনের অবস্থা কতকদূর উন্নত হইলে, বিদ্যাভ্যাস না করিলে যে শাস্তি পাইতে হইবে, ছাত্রগণের মনে এই ভয় জন্মিতে থাকে। তৎপর ক্রমে ক্রমে সমপাঠীদিগের সহিত প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার পাইবার আশাদ্বারা শিক্ষাকার্য্যের প্রতি তাহাদিগের উৎসাহ বৰ্দ্ধিত হয়। অনন্তর ভবিষ্যৎ উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, জ্ঞানতৃষ্ণা, এবং শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি অনুরাগ, ছাত্রগণের মন অধিকার করে; এবং তাহাদিগকে কর্ত্তব্যকর্ম্মে প্রণোদিত করিতে থাকে। অপিচ বয়োবৃদ্ধি সহকারে প্রথমে শাস্তির ভয়, তৎপর প্রতিযোগিতার ভাব, এবং পরিশেষে বিদ্যালয়ের পুরস্কার লাভের ইচ্ছা, ছাত্রগণের মনে বাঞ্ছিত ফলোৎপাদন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। তখন কেবল উন্নতীচ্ছা ও জ্ঞানতৃষ্ণা প্রভৃতিদ্বারাই তাহাদিগের মন শিক্ষাকার্য্যে পরিচালিত হয়।

ছাত্রগণের প্রতি শিক্ষকের ব্যবহার এই স্বাভাবিক নিয়মের অনুবর্ত্তী না হইলে, তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার সংসাধিত হইতে পারে না। বরং অনুচিত স্থলে শাস্তিদান, অনাবশ্যকরূপে পুরস্কার বিতরণ, ইত্যাদি কার্য্যদ্বারা অশুভ ফল উৎপাদিত হয়। এই সম্বন্ধে প্রত্যেক শিক্ষকেরই মানব-প্রকৃতি-জ্ঞান ও বহুদর্শন-সম্ভূত এই সংস্কৃত শ্লোকটি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি, দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ। প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ।"

(শাস্তিদানের উদ্দেশ্য)—শাস্তিদান সম্বন্ধে শিক্ষকের এই মূল নিয়ম স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তাঁহার নিজের মনে বিরক্তি উপস্থিত হইলে ক্রোধান্ধ হইয়া কখনই শাস্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। শাস্তিপ্রদানের ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য থাকা কর্ত্তব্য যে, তদ্দ্বারা যেন অপরাধী ছাত্রের মনে তৎকৃত অপরাধ সম্বন্ধে

প্রগাঢ় সংস্কার জন্মে, এবং পুনরায় ঐরূপ অপরাধ করিলে শাস্তি পাইতে হইবে বলিয়া ভয় উৎপাদিত হয় ; আর অপরাধের ছাত্রের মনে যেন তাদৃশ অপরাধ সম্বন্ধে আশঙ্কা ও নিবৃত্তি জন্মে।

(শাস্তিদানের নিয়ম)—সাধারণতঃ এরূপ প্রণালী অনুসারে শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য যে, তদ্দ্বারা যেন অপরাধী ছাত্র স্বকৃত অপরাধের স্বাভাবিক ফলগুলি প্রগাঢ়রূপে অনুভব করিতে পারে। যথা—কোন ছাত্র কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম অসম্পন্ন রাখিলে, তাহাকেদিয়া তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্য সম্পাদন করান কর্ত্তব্য।

কোন ছাত্র মিথ্যা কথা বলিলে শিক্ষকের কর্ত্তব্য যে কতকদিন পর্য্যন্ত তদুক্ত সমুদয় কথার প্রতিই অনাস্থা প্রদর্শন করেন।

কোন ছাত্র বারংবার ভুলক্রমে পুস্তকাদি বাড়ীতে ফেলিয়া আসিলে, অথবা যথা তথা নিক্ষেপ নিবন্ধন হারাইয়া ফেলিলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে দিয়া তাহা আনয়ন অথবা পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করাইয়া তাহাকে পরিশ্রান্ত করা, এবং তাহার ব্যবহার জন্য অন্য পুস্তকাদি না দেওয়া, কর্ত্তব্য। কোন ছাত্র নিজের পুস্তক, বস্ত্র, বা বিদ্যালয়ের কোন সামগ্রী মলাযুক্ত বা নষ্ট করিলে, যতদূর হইতে পারে, তাহারদ্বারা সেই অপরাধের চিহ্ন অপনোদন করাইবার চেষ্টা করা উচিত ; অথবা তদ্রূপ চিহ্নের দূরীকরণ অসম্ভব হইলে, কতকদিন পর্য্যন্ত তাহাকে পুনঃ পুনঃ সেই বিষয় বলা. এবং বিদ্যালয়ের কোন সামগ্রীতে অন্যান্য ছাত্রের ন্যায় হাত দিতে না দেওয়া. কর্ত্তব্য। অন্য ছাত্রের পুস্তক, শ্লেট ইত্যাদি নষ্ট করিলে অপরাধী ছাত্রের দ্বারা তাহার ক্ষতিপূরণ করান আবশ্যক।

শাস্তিপ্রদান বিষয়ে আর একটি সাধারণ নিয়ম এই যে, প্রথম অপরাধের সময় শাস্তি প্রদান না করিয়া ছাত্রকে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে সাবহিত হইবার পর, এবং পুনরায় অপরাধ করিলে কিরূপ শাস্তি পাইতে হইবে তাহা জানিয়া শুনিয়াও, যদি ছাত্র পুনর্ব্বার ঐ অপরাধ করে, তাহাহইলেই শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি কোন ছাত্র বারংবার শাস্তি পাইয়াও অপরাধের কার্য্য হইতে ক্ষান্ত না হয়, এবং তাহাকে সংশোধন করিবার যদি অন্য উপায় না থাকে, তাহাহইলে সেই ছাত্রকে আর বিদ্যালয়ে রাখা কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ ছাত্র বিদ্যালয়ে থাকিলে, পুনঃপুনঃ বিরক্তি সহ্য করিতে করিতে শিক্ষকের নিজ মন বিকৃত হইয়া যায় ; এবং ঐ ছাত্রের দৃষ্টান্ত ও সংসর্গ অন্যান্য ছাত্র সম্পর্কে অনিষ্ট উৎপাদন করে।

শাস্তিপ্রয়োগ সময়ে সম্পূর্ণরূপে ন্যায়পথ অবলম্বনপূর্ব্বক অপরাধের পরিমাণানুসারে প্রকৃত অপরাধীকে দণ্ড করা কর্ত্তব্য। আর প্রত্যেক স্থলেই অপরাধের গুরুত্ব, শাস্তিদানের আবশ্যকতা, এবং অপরাধী ছাত্র নিবৃত্ত না

হইলে তাহার ও অন্যের কিরূপ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, ইত্যাদি বিষয়, সমুদয় ছাত্রকেই বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। শিক্ষক বিরক্তি বা ক্রোধপরবশ হইয়া অনুচিতরূপে বা নিরর্থক শাস্তিপ্রদান করিলে, তাঁহার প্রতি ছাত্রগণের ভক্তি ও সদ্ভাবের লাঘব হয়। ক্রোধী শিক্ষকের প্রকৃতি ও আচরণ উপলক্ষ করিয়া অনেক সময়ে ছাত্রগণ অবজ্ঞা প্রকাশ করে। ক্রোধবশতঃ তাঁহার মুখভঙ্গী কিরূপ হয়, শব্দগুলি কি প্রকার জড়িতভাবে উচ্চারিত হয় ইত্যাদি কথা লইয়া, পরস্পর কথোপকথন সময়ে, ছাত্রগণ নানারূপ উপহাস ও ব্যঙ্গোক্তি করিয়া থাকে। ছাত্রগণের মনের ভাব এই প্রকার হইলে, শাস্তিপ্রয়োগদ্বারা কিছুমাত্র ফলোৎপাদিত হয় না। সুতরাং ক্রোধপরবশ হইয়া দণ্ডবিধান করা শিক্ষকের পক্ষে নিতান্তই গর্হিত কার্য্য।

যে স্থানে বারংবার একই প্রকার অপরাধ করাতে কোন ছাত্রের দুরপনেয় অনুচিত অভ্যাস জন্মিবার আশঙ্কা হয়, কেবল সেই স্থানেই সংশোধন জন্য শাস্তি দেওয়া উচিত। নিতান্তপক্ষে যত কম শাস্তি না দিলে না হয়, কেবল সেই পরিমাণ শাস্তি দেওয়াই কর্ত্তব্য। কোন চিরস্থায়ী অশুভ ফলের আশঙ্কা না থাকিলে, যতদূর হইতে পারে, শাস্তি না দিয়া সদুপদেশ দ্বারাই সংশোধন করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। আর যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ ছাত্রগণ নিজে নিজেই সংশোধন করিবার সম্ভাবনা থাকে তৎসমুদয় ক্ষমা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ ব্যবহারই উত্তম শিক্ষকের লক্ষণ। কিন্তু ছাত্রগণের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে শিক্ষকের অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। তাহাহইলে তাহাদিগের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, কোন রূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়াই শিক্ষকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা নাই। ছাত্রগণের অসঙ্গত ব্যবহার নিবারণ পক্ষে এইরূপ বিশ্বাস নিতান্ত উপকারী।

ছাত্রগণ শিক্ষণীয় বিষয় না বুঝিলে শাস্তি দিয়া তাহা বুঝান যায় না। আর বারংবার শাস্তি দিলে শাস্তির ভয় বিদূরিত হয়, এবং শাস্তি নিত্যক্রিয়া স্বরূপ অভ্যস্ত হইয়া গেলে, তদ্দ্বারা ছাত্রগণ অপরাধ হইতে নিবারিত না হইয়া, তাহা এক প্রকার ক্রীড়া স্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকে। তখন ছাত্রগণ অপরাধের কার্য্যকে দোষ বলিয়া বিবেচনা না করিয়া, শিক্ষকের নিকট ধরা পড়াই দুর্ভাগ্যের বিষয় মনে করে; এবং মিথ্যা ব্যবহার দ্বারা তাঁহার নিকট হইতে দোষ গোপন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পায়। কখনও বা ছাত্রগণের মনে এরূপ জেদ বাঁধিয়া যায় যে, "দেখি শিক্ষক কত শাস্তি দিতে পারেন, আমরা তাঁহার কথা কখনই শুনিব না।"

(দোষ সংশোধনের উচ্চতর উপায়)—কর্ত্তব্য জ্ঞান, ও আত্ম সম্মান, অর্থাৎ "আমার দ্বারা কোন অসঙ্গত কার্য্য সম্পাদিত হওয়া নিতান্তই লজ্জার বিষয়" এইরূপ উচ্চ অভিমান, এবং প্রশংসা পাইবার অভিলাষ ও অপ্রশংসার

ভয়ই, সর্ব্বপ্রকার অসদাচরণ নিবারণের প্রধান উপায়। অতএব ছাত্রগণের মনে এই সকলভাব উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা করাই শিক্ষকের প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম। শিক্ষক যত অধিক পরিমাণে ছাত্রগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিবেন, যতই তাহাদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সদ্ব্যবহার, এবং পরস্পরের মতামতের প্রতি নির্ভর, সংস্থাপন করিয়া দিতে পারিবেন, ততই তাহাদিগের মনে এই সকল ভাব উদ্দীপিত হইবে। ছাত্রগণের সহিত নিয়ত কর্কশ ব্যবহার করিলে, অথবা পুনঃ পুনঃ শাস্তি দান করিলে, উল্লিখিত মনোবৃত্তিগুলি নিস্তেজ হইয়া যায়। এই সকল কারণে, যতই শাস্তির পরিমাণ অল্প করা যাইতে পারে ততই সুফল উৎপাদিত হয়। ছাত্রগণের মন কতকদূর উন্নত হইলেই শাস্তি দেওয়া একেবারে রহিত করা কর্ত্তব্য। তখন ছাত্রগণের মনের ভাব এরূপ হওয়া উচিত যে, শাস্তি পাইলে অপরাপর ছাত্রবর্গের নিকট লজ্জা পাইতে হইবে বলিয়া ভয়, এবং শিক্ষকের উপদেশই, যেন তাহাদিগকে অসঙ্গত কার্য্য হইতে নিবারণ করিতে সক্ষম হয়।

শিশুকালে শাস্তিজনিত শারীরিক ক্লেশ বা অন্যরূপ কষ্টের ভয়ই ছাত্রদিগকে নিষিদ্ধ কার্য্য হইতে নিবারণ করিয়া থাকে। কিন্তু শিক্ষক ক্রমে ক্রমে শাস্তি দানের পরিমাণ সঙ্কুচিত করিয়া সদুপদেশ দ্বারা দোষ সংশোধনের চেষ্টা পাইলে, উল্লিখিত ভয় পরিমার্জ্জিত হইয়া শিক্ষককে অসন্তুষ্ট করিবার ভয়রূপে পরিণত হয়। তৎপর সেই ভাব আরও উন্নত হইলে, শিক্ষকের মনে কষ্ট দিতে হইবে বলিয়া লজ্জাবোধবশতঃই ছাত্রগণ শাসিত হইয়া থাকে। তখন শাস্তি, তিরস্কার, বা ভয়প্রদর্শন আবশ্যক হয় না। শিক্ষক কেবল অনুষ্ঠিত দোষের উল্লেখ করিয়া তাহার মন্দ ফলগুলির বিষয় বলিলেই যথেষ্ট হয়। কোন্ ছাত্র অপরাধ করিয়াছে তাহা বলাও আবশ্যক হয় না। অবশেষে শিক্ষকের নিকট অপরাধী বলিয়া বিবেচিত হইবার আশঙ্কাই ছাত্রগণকে সর্ব্বপ্রকার অসঙ্গত কার্য্য হইতে বিরত রাখিতে সমর্থ হয়।

ছাত্রগণের দোষ সংশোধনের প্রণালী এই রূপে ক্রমশঃ উন্নত ও মার্জ্জিত হওয়ার জন্য শিক্ষক ও ছাত্রগণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিশেষ সদ্ভাব থাকা আবশ্যক। সেইসদ্ভাব হইতেই ছাত্রগণের মনে যথোচিত কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং আত্মসম্মানেরভাব উত্তেজিত হইয়া থাকে। এই সকল উন্নত ভাব উদ্ভূত হইলে ছাত্রগণ শিক্ষকের অব্যক্ত মনোগত ইচ্ছা বুঝিয়াই তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়; এবং ঐ রূপে কার্য্য করা নিজের সম্মান ও গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করে।

(প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার)—বয়োবৃদ্ধি সহকারে ছাত্রগণের মনে যশোলিপ্সার উদয় হয়। তখন প্রশংসা বা পুরস্কার পাইবার জন্য আগ্রহ জন্মে, এবং তাহা নাপাইলে কষ্ট বোধ হয়। অন্য ছাত্রকে পুরস্কার বা প্রশংসা পাইতে

দেখিলে, সেই কষ্ট আরও তীব্র ভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। এই ভাব হইতেই ছাত্রগণের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা, অর্থাৎ প্রত্যেকের মনে অন্যান্য ছাত্র হইতে অধিকতর উন্নতি বা প্রশংসা লাভ করিবার ইচ্ছা, উৎপন্ন হয়। ছাত্রগণের মনের এই প্রকার অবস্থা হইলে সময়ে সময়ে পরীক্ষাদ্বারা তাহাদিগের কৃতকার্য্যতার তুলনা করিয়া, কে উত্তম কে অধম ইত্যাদি চিহ্নিত করিবার নিমিত্ত, এবং সকলের নিকট তাহা প্রকাশ করিবার জন্য, উচিত উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক।

শ্রেণীর মধ্যে ছাত্রগণের স্থান পরিবর্ত্তন করা, তাহাদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা উৎপাদন করিবার একটি উৎকৃষ্ট উপায়। তৎসম্পর্কে নিয়ম এই যে, শ্রেণীর শিরোভাগ হইতে এক একটি ছাত্রকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হয়। যাহার প্রতি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, সে সদুত্তর করিতে না পারিলে, ক্রমান্বয়ে অবশিষ্ট ছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া, যে ছাত্র উত্তরদান করিতে সমর্থ হয়, তাহাকে প্রথমোক্ত ছাত্রের স্থান অধিকার করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত সেই ছাত্র কোন প্রশ্নের সদুত্তর করিতে না পারে, অথবা শ্রেণীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত নামিয়া না যায়, তাবৎ তাহাকেই প্রশ্ন করিতে হয়। সে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইলে, তৎপর তাহার পরবর্ত্তী ছাত্রকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হয়, অথবা প্রথমোক্ত ছাত্র শ্রেণীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত নামিয়া গেলে পুনরায় শ্রেণীর প্রথম বালক হইতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিতে হয়। এইরূপ স্থানপরিবর্ত্তনের পর, কোন্ ছাত্র কোন্ স্থান প্রাপ্ত হইল, তাহা প্রত্যহ এক খানা বহিতে লিখিয়া রাখা কর্ত্তব্য। উল্লিখিত রূপ প্রাত্যহিক পরীক্ষার ন্যায়, সপ্তাহান্তে বা মাসান্তে কাগজে, শ্লেটে বা মুখেমুখে অধীত বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করা এবং তাহার ফলগুলি লিখিয়া রাখা উচিত। এইরূপ পরীক্ষাদ্বারা ছাত্রগণের মধ্যে প্রতিযোগিতার বৃদ্ধি হয়, অধীত বিষয়গুলির পুনরালোচনা হয়, এবং পরীক্ষাদান বিষয়ে ছাত্রগণের অভ্যাস জন্মে।

পুরস্কার বিতরণ দ্বারাও ছাত্রগণের মনে প্রতিযোগিতা উদ্ভূত হয়। পুরস্কারের পদার্থ গুলি যতই চাক্‌চক্যশালী হয়, এবং বিতরণকার্য্য যতই আড়ম্বরের সহিত সম্পাদিত হয়, ততই শিশু-ছাত্রগণের মন তদ্দ্বারা অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয়; এবং তাহা পাইবার জন্য তাহারা বিশেষ লালায়িত ও যত্নবান হইয়া থাকে। কিন্তু যদিও পুরস্কার পাইবার বাসনা, শাস্তির ভয় অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বৃত্তি, তথাপি সেই আশা বিশেষ স্থায়ী ফল উৎপাদন করিতে পারেনা; এবং ছাত্রগণের মন কতকদূর উন্নত হইয়া উঠিলে তাহার আর কিছুই ফলোপধায়কতা থাকে না। তখন শিক্ষক অথবা ভক্তিভাজন অন্য কোন ব্যক্তির প্রশংসা, উৎসাহবাক্য, বা কেবল সন্তোষ প্রকাশ সূচক দৃষ্টিতেই ক্রমে ছাত্রগণ উৎসাহিত হইয়া কর্ত্তব্যসাধনে যত্নবান হয়। যেমন শাস্তির ভয় উন্নত ও মার্জ্জিত

হইয়া শিক্ষকের অসন্তুষ্টির আশঙ্কা রূপে পরিণত হয়, সেইরূপ পুরস্কার প্রাপ্তির বাসনাও ক্রমে উন্নত ও মার্জ্জিত হইয়া শিক্ষক বা গুরুজনের নিকট প্রতিপত্তি লাভের বাসনারূপে পরিণত হইয়া থাকে।

শিশুগণের মন শিক্ষা বিষয়ে লিপ্ত করিবার জন্য, শাস্তির ভয়, সমপাঠিগণের পরস্পর প্রতিযোগিতা, এবং পুরস্কার লাভের বাসনা, উত্তম উপায় হইলেও, তৎপ্রতি শিক্ষকের অধিক নির্ভর থাকা উচিত নহে; কারণ সেই সকল প্রবৃত্তি ছাত্রগণকে কর্ত্তব্যকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার কৃত্রিম উপায় মাত্র। সংসারের গুরুতর কার্য্যের নিমিত্ত ছাত্রগণকে প্রস্তুত করাই বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কেবল শাস্তির ভয়ে অথবা পুরস্কারের লোভে কার্য্য করিবার অভ্যাস হইয়া উঠিলে, ছাত্রগণ যখন সংসারের তীব্র সংগ্রাম মধ্যে পতিত হইবে, তখন কর্ত্তব্যপ্রবর্ত্তক নৈসর্গিক প্রবৃত্তির অভাবে তাহাদিগকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতে হইবে। অতএব যতই ছাত্রগণের বয়ঃক্রম বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই শিক্ষক এক একটি করিয়া উপরিউক্ত কৃত্রিম ও সাময়িক-ফল-প্রদ উপায়গুলি পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবেন; এবং তাহাদিগের মনে শিক্ষা সম্বন্ধে কৃতকার্য্যতা লাভের জন্য উচ্চ অভিলাষ উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা পাইবেন। শিক্ষাজনিত মানসিক উন্নতি দ্বারা, সংসারযাত্রানির্ব্বাহোপলক্ষে, যে সমস্ত মূল্যবান সুফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, তৎসমুদয় বিশদরূপে প্রদর্শনপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। এই উচ্চাভিলাষই মনুষ্যমাত্রকে যাবজ্জীবন কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন বিষয়ে প্রোৎসাহিত করিয়া থাকে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ। উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ছাত্রগণ সম্বন্ধে শিক্ষকের কর্ত্তব্য।

(সাধারণ প্রণালী)—প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়াযায় যে, শ্রেণীর ছাত্রগণ মধ্যে চতুর্থাংশ, পড়া বুঝিবার ও শিক্ষা করিবার ক্ষমতা বিষয়ে উত্তম, অর্দ্ধাংশছাত্র মধ্যম, এবং অপর চতুর্থাংশ অধম। এইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির ছাত্রগণের শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষকগণ প্রায়শঃ দুই প্রকার পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন। কোন কোন শিক্ষক কেবল উৎকৃষ্ট ছাত্রগণের উপযোগী শিক্ষাদানেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন; অধম ছাত্রগণের শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করেন না, এবং অল্প কয়েকটি উৎকৃষ্ট ছাত্র পরীক্ষাতে বিশেষ উন্নত ফল লাভ করিবে, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াই কার্য্য করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, কোন কোন শিক্ষক অধম ছাত্রগণের শিক্ষার প্রতিই বিশেষ মনোযোগ করেন,

উৎকৃষ্ট ছাত্রগণ দ্বারা যে বিশেষরূপ উন্নতি লাভ করান যাইতে পারে, তৎপক্ষে অধিক যত্ন করেন না ; এবং যাহাতে অধিক সংখ্যক ছাত্র কোন প্রকারে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষকই চিন্তাপূর্ব্বক ইহার কোন প্রণালী নির্দ্দিষ্টরূপে অবলম্বন না করিয়া, ঘটনার বশবর্ত্তী হইয়া কখনও এক প্রণালী, কখনও বা অন্য প্রণালী, অনুসরণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্ম উচিতরূপে সম্পাদন করিতে হইলে শিক্ষকের সর্ব্বদা উপরিউক্ত উভয়বিধ প্রণালীই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষা মধ্যবিধ ছাত্রগণের ক্ষমতার অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। অপিচ, শিক্ষকের কর্ত্তব্য যে একদিকে উৎকৃষ্ট ছাত্রবর্গকে শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষার অতিরিক্ত পড়া দিয়া, এবং অতিরিক্ত অনুশীলনীর অভ্যাস করাইয়া তাহাদিগকে বিশেষরূপ উন্নত করেন ; অপরদিকে অপকৃষ্ট ছাত্রগণ যে যে বিষয়ে দুর্ব্বল থাকে, তাহাদিগকে সেই সেই বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দিয়া, মধ্যবিধ ছাত্রগণের সমকক্ষ করিয়া লইতে চেষ্টা করেন।

(অতিরিক্ত শিক্ষা)—শ্রেণীতে যে বিষয় যতদূর পড়া হইতেছে, উৎকৃষ্ট ছাত্রগণের বিশেষ শিক্ষা উপলক্ষে তাহা অতিক্রম করিয়া নূতন বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে, কেননা তাহা হইলে শ্রেণীস্থ সমুদয় ছাত্রের একই পড়া অধ্যয়ন করার সুফল লব্ধ হইতে পারে না। কিন্তু যখন যে বিষয় শ্রেণীতে পঠিত হয়, উৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে সেই বিষয় সম্পর্কে অন্য পুস্তক পড়ান, অথবা শ্রেণীতে যে প্রকার অনুশীলনী অভ্যাস করান হয়, সেই প্রকার অথচ কঠিনতর অতিরিক্ত অনুশীলনী অভ্যাস করান, কর্ত্তব্য। এই প্রণালী অবলম্বন করিলে তাহারা মধ্যবিধ ও অপকৃষ্ট ছাত্রগণের সঙ্গেসঙ্গে চলিয়াও প্রত্যেক শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে তাহাদিগহইতে অধিকতর জ্ঞান ও অভ্যাস লাভ করিতে পারে, এবং পরীক্ষাতে বিশেষরূপ উন্নতফল প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়। উৎকৃষ্ট ছাত্রগণের এইরূপ অতিরিক্ত শিক্ষার জন্য শিক্ষকের অধিক পরিশ্রম করা আবশ্যক হয় না। তাহাদিগকে উচিত পথ প্রদর্শন ও অতিরিক্ত পাঠ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আবশ্যকতানুসারে কোন কোন স্থলে মাত্র বুঝাইয়া দিলে, তাহারা নিজে নিজেই শিক্ষা করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু দিন দিন তাহারা কি পরিমাণে অতিরিক্ত শিক্ষা লাভ করিতেছে, তাহা সর্ব্বদা নিয়মিতরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

মধ্যবিধ ছাত্রগণের সহিত সমান রূপে চলিবার জন্য নিকৃষ্ট ছাত্রগণকেও অতিরিক্ত পাঠ দেওয়া, ও অনুশীলনী অভ্যাস করান, কর্ত্তব্য। কোন্ কোন্ পূর্ব্বপঠিত বিষয় উত্তমরূপে অভ্যস্ত না হওয়াতে নিকৃষ্ট ছাত্রগণ মধ্যবিধ ছাত্রবর্গের সহিত শ্রেণীতে এক পড়া বুঝিতে অথবা শিক্ষা করিতে অক্ষম,

প্রত্যেক ছাত্র সম্বন্ধে তাহার অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহাকে সেই সমস্ত পূর্ব্বপঠিত বিষয়ে অতিরিক্ত পড়া দিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত। এইরূপ অতিরিক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, নিকৃষ্ট ছাত্রগণ মধ্যবিধ ছাত্রগণের সহিত সমান ভাবে শ্রেণীর পড়া শিক্ষা করিতে সক্ষম হইতে পারে। নিকৃষ্ট ছাত্রবর্গের অতিরিক্ত শিক্ষা, যতদূর হইতে পারে উৎকৃষ্ট ছাত্রবর্গের সাহায্যে সম্পাদিত করা কর্ত্তব্য। ইহাতে নিকৃষ্ট ছাত্রগণের শিক্ষার সঙ্গেসঙ্গে উৎকৃষ্ট ছাত্রগণেরও পুনরালোচনা, এবং শিক্ষাদান উপলক্ষে চিন্তা, দ্বারা বিশেষ উপকার সংসাধিত হয়। শিক্ষক স্বয়ং অধিক পরিমাণ পরিশ্রম করিয়াও নিকৃষ্ট ছাত্রগণের অতিরিক্ত শিক্ষাদান সম্বন্ধে যতদূর কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, উত্তম শৃঙ্খলা অবলম্বনপূর্ব্বক পরস্পরের সাহায্যে ছাত্রগণের শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিলে, তদপেক্ষা অধিকতর ফলোৎপত্তি হইতে পারে।

(ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নিকৃষ্ট ছাত্র)—নিকৃষ্ট ছাত্রবর্গকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, যে সকল ছাত্র মধ্যবিধ পরিমাণে বুদ্ধিসম্পন্ন ও পরিশ্রমশীল, অথচ পূর্ব্বপঠিত কোন কোন বিষয়ে উত্তম্‌-রূপ শিক্ষার অভাব বশতঃ শ্রেণীর অপরাপর ছাত্রবর্গের সহিত চলিতে অক্ষম। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল ছাত্র উচিতরূপ পরিশ্রমী ও মনোযোগী, অথচ বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির অল্পতা নিবন্ধন শ্রেণীর পাঠ উত্তমরূপে বুঝিতে ও শিক্ষা করিতে অক্ষম। তৃতীয়তঃ, যে সকল ছাত্রের বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির প্রখরতা আছে, অথচ শিশুকালের অভ্যাস দোষ বশতঃ অভিনিবেশক্ষমতা ও শ্রমশীলতা নাই। চতুর্থতঃ, যে সকল ছাত্র পারিবারিক কার্য্য বা অন্যবিধ অসুবিধা বশতঃ শিক্ষা কার্য্যের প্রতি যথোচিত মনোযোগ করিতে অক্ষম। পঞ্চমতঃ, যে সকল ছাত্র পুরাতন শারীরিক পীড়া বা দুর্ব্বলতা হেতু শিক্ষা বিষয়ে সর্ব্বদা যথোচিত মনোযোগ ও পরিশ্রম করিতে অক্ষম। ষষ্ঠতঃ, যে সকল ছাত্র স্বভাবতঃই অল্পবুদ্ধি এবং অমনোযোগী, অর্থাৎ সাধারণতঃ নিকৃষ্ট প্রকৃতিবিশিষ্ট।

প্রত্যেক নিকৃষ্ট ছাত্র সম্পর্কে শিক্ষকের সর্ব্বোপরি কর্ত্তব্য এই যে, উপরি-উক্ত কোন্ কারণে তাহার নিকৃষ্টতা ঘটিয়াছে, তাহা বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক অবগত হইতে চেষ্টা করেন। কোন উৎকৃষ্ট ছাত্রকে ক্রমে নিকৃষ্ট হইয়া যাইতে দেখিলে তাহার সম্বন্ধেও এইরূপ অনুসন্ধান আবশ্যক। এইরূপ অনুসন্ধানের পর বিবেচনা করিয়া দেখাউচিত,ছাত্রের সেই নিকৃষ্টতা কোন নিবার্য্য কি অনিবার্য্য কারণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। যদি কোন নিবার্য্য কারণ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই কারণটি দূরীভূত করিতে বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য। কোন নিবার্য্য কারণ হইতে যে ছাত্রের নিকৃষ্টতা উৎপন্ন হয়, তাহাকে সংশোধনের বহির্ভূত জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি উপেক্ষা ও অমনোযোগ করিলে চিরজীবনের নিমিত্ত তাহার অপরিসীম অনিষ্ট সাধন করা হয়। শিক্ষক যত্ন করিলে উপরিউক্ত

প্রথম তিন প্রকার অপকৃষ্টছাত্রগণকে উত্তমরূপ শিক্ষা দিতে পারেন। এরূপ স্থলে তাহারা শিক্ষার বহির্ভূত হইলে তন্নিমিত্ত শিক্ষককেই অপরাধী বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে।

(শিক্ষকের কর্ত্তব্য)—সকল প্রকার ছাত্র সম্পর্কেই শিক্ষকের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য যে, তাহারা যেন নিয়মিত রূপে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়, এবং কেহ যেন কোন দিনের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত না হয়। সময়ে সময়ে অনুপস্থিত থাকা নিবন্ধন অনেক উৎকৃষ্ট ছাত্র অপকৃষ্ট হইয়া যায়। কোন পূর্ব্ব বিষয়ে অসম্পূর্ণ শিক্ষা হইলে শেষের বিষয় গুলি উত্তম রূপে শিক্ষা করিতে পারা যায়না। এই নিমিত্ত যখন কোন ছাত্র শ্রেণীতে অনুপস্থিত থাকে তখনই তাহার বিষয়ে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। ঐ ছাত্র প্রত্যাগত হইলে তাহাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া শিক্ষকের অবগত হওয়া উচিত যে, সে কোন অনিবার্য্য কি নিবার্য্য কারণ বশতঃ অনুপস্থিত হইয়াছে। কোন ছাত্র ইচ্ছা পূর্ব্বক অকারণে অনুপস্থিত হইলে তাহাকে বিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়মানুসারে শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য; এবং তাহার অভিভাবকের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক, যাহাতে সে সর্ব্বদা নিয়মিতরূপে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়, তৎপক্ষে উপায় বিধান করা উচিত। যদি ছাত্রগণ দেখিতে পায় যে একদিন অনুপস্থিত হইলেই তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান হইয়া থাকে, তাহা হইলে সহসা অনুপস্থিত হইতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি জন্মেনা।

উল্লিখিত প্রথমপ্রকার নিকৃষ্ট ছাত্রগণকে আবশ্যকতানুসারে অতিরিক্ত পড়া দিয়া বা অনুশীলনী অভ্যাস করাইয়া, অপরিজ্ঞাত বা অনভ্যস্ত বিষয় গুলি উত্তম রূপে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় প্রকার ছাত্রগণকে বিশেষ উৎসাহ ও সাহস দেওয়া উচিত। সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি ছাত্রগণকে যেমন নিজের চেষ্টাতেই শিক্ষণীয় বিষয় বুঝিয়া লইতে অভ্যাস করান কর্ত্তব্য, সেইরূপ এই দ্বিতীয় প্রকার ছাত্রগণকে অনেক বিষয় শিক্ষকের স্বয়ং বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে তাহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছাত্রগণের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে অক্ষম হয়। এই প্রকৃতির ছাত্রগণকে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট ছাত্রের শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত করিলে, তাহারা সেই শিক্ষাদান উপযোগী চিন্তা ও আলোচনা দ্বারা বিশেষ পরিপকতা ও উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

তৃতীয় প্রকার ছাত্রগণকে সুদৃঢ় নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বদা অতিরিক্ত শিক্ষার ভার দেওয়া কর্ত্তব্য। মনের অস্থিরতা বা বিশৃঙ্খলতা কার্য্যভারদ্বারা যেমন দূরীভূত হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। কিন্তু যে কার্য্যের ভার অর্পিত হয় তাহা অপরিমিত হওয়া উচিত নহে, কারণ তাহা হইলে মনের স্থিরতা না হইয়া, বরং অস্থিরতা ও কার্য্যের প্রতি বিরক্তি বৃদ্ধি হওয়ারই সম্ভাবনা। সেই কার্য্য এরূপ হওয়া আবশ্যক, যেন ছাত্রগণ উচিত রূপে মনোযোগ

করিলে তাহা সহজে সম্পাদন করিতে পারে, অথচ নিয়ত নিয়মিত রূপে তজ্জন্য যত্ন ও মনোনিবেশ করা আবশ্যক হয়।

চতুর্থ প্রকার নিকৃষ্ট ছাত্রগণ সম্বন্ধে তাহাদিগের ও তদীয় অভিভাবক গণের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক অধ্যয়নের প্রতিবন্ধকতা গুলি দূরীভূত করিবার উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। পঞ্চম প্রকার ছাত্রগণ সম্বন্ধে শিক্ষকের কর্ত্তব্য এইযে, যে সময়ে পীড়ার আধিক্য, অথবা দুর্ব্বলতার পরিবর্দ্ধক কোন কারণের বিদ্যমানতা নির্ব্বন্ধন তাহারা পরিশ্রম ও মনোযোগ করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে, তখন তাহাদিগের উপর অধিক পাঠের ভার নাদিয়া, যে সময়ে অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও সবল থাকে তখন অতিরিক্ত শিক্ষাদানদ্বারা তাহাদিগের শিক্ষার অসম্পূর্ণতা দূর করিয়া লন। শরীর অসুস্থ ও দুর্ব্বল থাকা সময়ে পড়ার অধিক ভার পড়িলে শরীর সম্বন্ধে অনিষ্ট সংঘটিত হয়, এবং শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ জন্মে। ষষ্ঠ প্রকার ছাত্রগণকে অন্যান্য ছাত্রের সঙ্গে বিদ্যালয়ে পড়াইতে চেষ্টা করা বিফল; কেননা অধিক ছাত্র সমন্বিত বিদ্যালয়ে, তাহাদিগের অক্ষমতা নিবারণার্থে বিশেষ উপায় অবলম্বন করা সহজ নহে। ঐরূপ ছাত্রের নিমিত্ত স্বতন্ত্র শিক্ষক নিযুক্ত হইলে ফললাভ হইতে পারে।

(উৎকৃষ্ট ছাত্রের অবনতি)—উৎকৃষ্ট ছাত্রগণও নানা কারণে অপকৃষ্ট হইয়া পড়ে। উৎকৃষ্ট ছাত্রগণের গুণের অনুচিতরূপ প্রশংসা হইলে, তন্মধ্যে অনেকে এরূপ মনে করে যে তাহারা অসাধারণ ক্ষমতাশালী, তাহারা যাহা বোঝে তাহাতে ভুল হইতে পারে না, এবং যে সকল বিষয় সম্পর্কে অন্য ছাত্রের সমধিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহারা ক্ষণমাত্রেই তাহা আয়ত্ত করিতে সক্ষম। এইরূপ ভাব মনে হইলে তাহারা অলস ও অমনোযোগী হইয়া পড়ে; যে সকল বিষয়ের সহিত তাহাদিগের সংস্রব নাই তাহা লইয়াই ব্যস্ত থাকে; এবং স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি অবহেলা করে। অথবা শিক্ষা বিষয়ে একেবারে উদাসীন না হইয়া নিতান্ত বিশৃঙ্খল ভাবে কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। তাহারা এরূপ মনে করে যে তাহাদিগের কার্য্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ থাকিলেও সেই দোষ তাহাদিগের অসাধারণ প্রখরতা হেতু মার্জ্জনীয় হইবে।

শিক্ষক যদি দুর্ব্বলপ্রকৃতি হন; তিনি যদি তাঁহার উত্তম ছাত্রগণের গুণের বিষয় সকল স্থানে বলিয়া বেড়ান, অথবা তাহাদিগকে অনুচিত প্রশ্রয় প্রদান করেন; যদি শিক্ষাভিন্ন বিদ্যালয় সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্যগুলিও তাহাদিগের দ্বারা করাইয়া লন; তাহা হইলে কথিত ছাত্রগণের আস্পর্দ্ধা বৃদ্ধি হয়। শিক্ষক যদি বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর দুই একটি ছাত্রকে বিদ্যালয়ের আধিপত্য প্রদান করেন; অথবা যদি নিকটে অন্য বিদ্যালয় বা উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র না থাকে; তাহা হইলে প্রথমোক্ত ছাত্রগণের মনে এরূপ বিশ্বাস জন্মে যে তাহারা শিক্ষার চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বিশ্বাস হেতু তাহাদিগের

সম্পর্কে উল্লিখিত দোষ গুলি সমধিক পরিমাণে ঘটিয়া থাকে।

এরূপ স্থলে শিক্ষকের উচিত যে, যাহাতে উপরিউক্ত কারণ গুলি সংঘটিত না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। উৎকৃষ্ট ছাত্রগণের উপর সর্ব্বদাই শ্রেণীর অতিরিক্ত শিক্ষার এরূপ ভার দেওয়া কর্ত্তব্য যে, তাহারা যেন তাহাদিগের ক্ষমতা নিজ নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্ম অপেক্ষা উচ্চতর বলিয়া মনে করিতে না পারে। বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয় গুলি আয়ত্ত করিতে পারিলেই উত্তম ছাত্রগণ প্রায়শঃ মনে করে যে, তাহাদিগের শিক্ষার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। অনেক স্থলেই এই গুরুতর দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা নিবারণের নিমিত্ত প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষাদান সময়ে কথোপকথনচ্ছলে ছাত্রগণকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, তাহাদিগের আরও অনেক বিষয় শিক্ষার বাকি আছে। উচ্চতম বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিলেও যে কেবল নিতান্ত আবশ্যক বিষয় গুলি মাত্র আয়ত্ত করা হয়, এবং তাহাতে যে কেবল বিদ্যা ও সাংসারিক উন্নতির দ্বারে মাত্র প্রবেশ করা হয়, প্রথম অবধিই এই বিষয়টি উত্তমরূপে সমুদয় ছাত্রকে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

নিকৃষ্ট ছাত্রগণের উন্নতির নিমিত্ত, এবং উৎকৃষ্ট ছাত্রগণের অবনতি নিবারণার্থ, শিক্ষককে যে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয় তাহাতে তাঁহার ক্লেশ বোধ করা উচিত নহে, কেননা ঐ প্রকার চেষ্টা না করিয়া, ভিন্নভিন্নরূপ ছাত্রগণ সম্বন্ধে একই প্রণালী মাত্র অবলম্বন করিলে, অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রসম্বন্ধেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

উদ্যানে রোপণ করিয়া উত্তম ফলপুষ্পময় বৃক্ষ উৎপাদন করিবার জন্য যেমন মালীর হস্তে বীজ বা চারা অর্পণ করা যায়, সেইরূপ সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র মনুষ্যরূপে পরিণত করিবার জন্যই শিক্ষকদিগের হস্তে শিশুগণ প্রদত্ত হইয়া থাকে। যদি মালীর নিকট সমর্পিত বীজ বা চারাগুলির অধিকাংশই মরিয়া যায় অথবা উৎকৃষ্ট বৃক্ষরূপে পরিণত না হয়, তাহা হইলে উদ্যানস্বামী মালীকে কি বলিয়া থাকেন? সেইরূপ শিক্ষকের হস্তে সমর্পিত শিশুগণের অধিকাংশই যদি অকর্ম্মণ্য হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে শিক্ষকের কার্য্য সম্পর্কেইবা কিরূপ ব্যাখ্যাকরা সঙ্গত হয়?

দ্বিতীয় অধ্যায়। পঠন ও লিখন।

প্রথম পরিচ্ছেদ। পঠন ও লিখন সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য।

পঠন ও লিখন কার্য্যে দক্ষতা লাভের জন্য চক্ষু, কর্ণ, বাগ্‌যন্ত্র ও হস্তের বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক। পঠন ও লিখন কার্য্য চারি প্রকার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। (১) বর্ণ বা শব্দের ধ্বনি শুনিয়া তাহা মুখে ব্যক্ত করা, অর্থাৎ উচ্চারণ। (২) লিখিত বর্ণ বা শব্দ দেখিয়া তাহা উচ্চারণ, অর্থাৎ পঠন। (৩) লেখা দেখিয়া তাহার প্রতিলিপি (নকল) করা, অর্থাৎ আদর্শলিপি। (৪) অন্যোচ্চারিত বর্ণ, শব্দ বা বাক্য শুনিয়া তাহা লেখা, অর্থাৎ শ্রুতলিপি।

কথিত চারিটি ইন্দ্রিয়েরা শিক্ষা এবং তাহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইলে এই চারিটি ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে। যত দিন ইন্দ্রিয়গণের সেই শিক্ষা জনিত সংস্কার ও পরস্পর সম্বন্ধ অব্যাহত থাকে, তত দিন পঠন ও লিখন সম্বন্ধীয় কোন কার্য্যই বিস্মৃত হওয়া যায় না। সুতরাং পঠন ও লিখন, কথিত চারিটি ইন্দ্রিয়ের অভ্যাস ও পরস্পর সম্বন্ধসংস্থাপনের উপর সম্যক্‌রূপে নির্ভর করে। এই হেতু কথিত চারিটি ইন্দ্রিয়ের সংস্কার উৎপাদন ও তাহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ সংস্থাপন করিবার চেষ্টাই পঠন ও লিখন শিক্ষা দেওয়ার এক মাত্র উপায়। কথিত ইন্দ্রিয়চতুষ্টয়ের শিক্ষা এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ সংস্থাপন অর্থাৎ পঠন ও লিখন সম্বন্ধীয় যাবতীয় ক্ষমতার উৎপত্তি, নিম্নলিখিত প্রণালীতে হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ, বারংবার কোন বর্ণের ধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে সেই ধ্বনির সহিত এরূপ পরিচয় জন্মিয়া যায় যে, পুনরায় তদনুরূপ ধ্বনি শুনিবামাত্র আমরা তাহা চিনিয়া লইতে পারি। ইহাই শ্রবণেন্দ্রিয়ের শিক্ষা; এবং ইহাকেই ধ্বনির সহিত কর্ণের সম্বন্ধ সংস্থাপন বলা যাইতে পারে। এইরূপ শিক্ষা লাভ করিলে আমরা কোন শব্দ বা অন্যরূপ ধ্বনি অথবা কবিতা ইত্যাদি শুনিয়া, তাহা পূর্ব্বে আর কখনও শুনিয়াছি কিনা তাহা বুঝিতে পারি, এবং কেবল স্বর শুনিয়া পূর্ব্বপরিচিত লোকদিগকে চিনিয়া লইতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ, সেই পরিচিত ধ্বনি বারংবার উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে তাহা উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা জন্মে। ইহাই বাগ্‌যন্ত্রের শিক্ষা; এবং এই শিক্ষা হইলেই ধ্বনির সহিত উচ্চারণক্ষমতার, অথবা শ্রবণশক্তির

সহিত বাক্‌শক্তির সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল এরূপ বলা যাইতে পারে। এই শিক্ষা লাভ করিলে আমরা বর্ণের ধ্বনি শ্রবণ বা স্মরণ করিয়া তাহা উচ্চারণ করিতে সমর্থ হই। শিশুরা এইরূপে ক্রমে ক্রমে কথা কহিতে শিক্ষা করে।

তৃতীয়তঃ, বারংবার একযোগে বর্ণের আকৃতিদর্শন ও তৎসূচক ধ্বনি-শ্রবণ করিতে করিতে দর্শনেন্দ্রিয়ের শিক্ষা হয়, অর্থাৎ আকৃতির সহিত দর্শন-শক্তির পরিচয় জন্মে; এবং শ্রবণ ও দর্শনশক্তির, অর্থাৎ ধ্বনি ও আকৃতির পরস্পর সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়। এইরূপ শিক্ষা হইলে, বর্ণের ধ্বনি শ্রবণ বা স্মরণ করিলে তাহার আকৃতি স্মরণ হয়, এবং আকৃতি দর্শন বা স্মরণ করিলে তাহার ধ্বনি স্মরণ হয়। ইহা হইলেই ধ্বনির সহিত আকৃতির, অথবা শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত দর্শনেন্দ্রিয়ের, সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল এরূপ বলা যাইতে পারে। এইরূপে বর্ণ পরিচয় হয়।

চতুর্থতঃ, এইরূপে বর্ণের আকৃতির সহিত পরিচয় হইলে, পূর্ব্বকথিত উচ্চারণ ক্ষমতার সাহায্যে, বর্ণের আকৃতি দেখিয়া তাহা উচ্চারণ করিতে পারা যায়। কোন বর্ণের আকৃতি-দেখিলেই তাহার ধ্বনি স্মরণ হয়, এবং সেই ধ্বনি উচ্চারণ করা যায়। ইহাতে আকৃতির সহিত, বা দর্শনশক্তির সহিত, বাক্‌শক্তির সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়; অর্থাৎ বর্ণের আকৃতি দর্শন বা স্মরণ করিয়া বাগ্‌যন্ত্র আপনা হইতে তাহা উচ্চারণ করিতে পারে। এইরূপে পঠন অভ্যস্ত হইয়া থাকে।

পঞ্চমতঃ, লিখিত বর্ণের উপর হাত ঘুরাইতে ঘুরাইতে, অথবা বর্ণের আকৃতি দেখিয়া তাহার প্রতিরূপ লিখিবার চেষ্টা করিতে করিতে, তাহা লিখিবার ক্ষমতা জন্মে। ইহাই হস্তের শিক্ষা। এই শিক্ষা হইলেই আকৃতির বা দর্শনশক্তির সহিত অঙ্গুলীচালনাশক্তির সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল এরূপ বলা যাইতে পারে। এইরূপ শিক্ষা হইলে বর্ণের আকৃতি দর্শন বা স্মরণ করিয়া তাহার প্রতিরূপ লিখিতে পারা যায়। এইরূপে আদর্শলিপি শিক্ষা হয়।

ষষ্ঠতঃ, উপরিউক্ত তৃতীয় ও পঞ্চম প্রক্রিয়াদ্বারা, বর্ণের ধ্বনি শুনিয়া আকৃতি অনুভব করিবার ক্ষমতা, এবং আকৃতি দেখিয়া বা স্মরণ করিয়া তাহার প্রতিরূপ লিখিবার ক্ষমতা জন্মিলে, বর্ণের ধ্বনি শুনিয়া তাহা লিখিতে পারা যায়। ইহাতে ধ্বনির সহিত অঙ্গুলীচালনাশক্তির সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়; অর্থাৎ বর্ণের ধ্বনি শ্রবণ বা স্মরণ করিলে, হস্ত আপনা হইতে বর্ণের আকৃতি লিখিতে সমর্থ হয়। এইরূপে শ্রুতলিপির অভ্যাস হইয়া থাকে।

এই কয়েক প্রকার শিক্ষাদ্বারা পঠন ও লিখন সম্বন্ধে এরূপ অভ্যাস জন্মে যে, কোন বর্ণের বা শব্দের ধ্বনি শ্রবণ, অথবা তৎসূচক আকৃতি দর্শন ক-

রিলে, কিংবা আপনা হইতে কোন বর্ণের বা শব্দের বিষয় মনে হইলে, আয়াস বা চিন্তা ব্যতিরেকে তাহার ধ্বনি উচ্চারণ করিতে অথবা আকৃতি লিখিতে পারা যায়। যাহার এই শিক্ষা যত পরিপক্করূপে সম্পন্ন হয়, সে ব্যক্তি পড়িতে ও লিখিতে ততদূর নিপুণতা লাভ করিয়া থাকে।

অনেক স্থলে শিক্ষা প্রণালীর দোষে বালকগণ বারংবার আবৃত্তিদ্বারা শিক্ষণীয় বর্ণ বা শব্দগুলি মুখস্থ করিয়া ফেলে, ইহাতে কেবল শাব্দিক স্মৃতির কার্য্য হয়, অর্থাৎ বাগ্‌যন্ত্রের এরূপ অভ্যাস জন্মিয়া যায় যে, প্রথম বর্ণ বা শব্দটি উচ্চারিত হইলে অপরাপর বর্ণ বা শব্দগুলি কেবল বাগ্‌যন্ত্রের কার্য্যদ্বারাই যথাক্রমে তাহার অনুসরণ করে। এইরূপ শিক্ষা হইলে ধ্বনির সহিত আকৃতির সম্বন্ধজ্ঞান জন্মে না, অর্থাৎ চক্ষুর সহিত কর্ণের বা বাগ্‌যন্ত্রের সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় না। বালকগণ কেবল মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের অক্ষরপরিচয় হয় না; অর্থাৎ কোন্ বর্ণ বা শব্দের কি উচ্চারণ করিল তাহা বলিতে পারে না, পংক্তির মধ্য হইতে কোন বর্ণ বা শব্দ জিজ্ঞাসা করিলে, ছাত্রগণ প্রথম হইতে পাঠ করিয়া না আসিলে তাহা উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয় না। লেখা সম্বন্ধেও অনেক সময়ে এরূপ হইয়া থাকে যে, বালকগণ আদর্শ দেখিয়া বারংবার লিখিতে লিখিতে আদর্শ লিপির ক্ষমতা লাভ করে। ইহাতে কেবল হস্তচালনা শক্তির অভ্যাস হয়; এবং চক্ষুর বা বর্ণের আকৃতির সহিত হস্তের সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়; অর্থাৎ ছাত্রগণ কেবল অভ্যস্ত কয়েকটি বর্ণ বা শব্দ মাত্র লিখিতে পারে, অথবা আদর্শ দেখিয়া অন্য বর্ণ বা শব্দ নকল করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু এইরূপ শিক্ষাতে, কর্ণের সহিত চক্ষুর, বা বর্ণের ধ্বনির সহিত আকৃতির, সম্বন্ধ জন্মে না, অর্থাৎ ছাত্রগণ যাহা লিখিতে পারে তাহা সম্যক্‌রূপে পাঠ করিতে পারে না। আর এইরূপ শিক্ষাতে শব্দের ধ্বনির সহিত আকৃতিজ্ঞানের, বা হস্তচালনা শক্তির, সম্বন্ধ জন্মে না, অর্থাৎ শব্দ শুনিলে তাহার প্রতিরূপ মনে উদিত হয় না, অথবা ধ্বনিবোধ না থাকা হেতু কোন্ শব্দ লিখিতে কোন্ কোন্ বর্ণের প্রয়োজন ছাত্রগণ তাহা বুঝিতে পারে না; সুতরাং তাহারা শ্রুতলিপি লিখিতে, অথবা মনে কোন কথা উদিত হইলে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে, অসমর্থ হয়। এইরূপ দূষিত প্রণালীতে একবার আংশিক অভ্যাস হইলে, পরে উচিত মত পঠন ও লিখন শিক্ষা করিতে, অনেক সময় ও পরিশ্রম বৃথা ব্যয়িত হয়।

——:——

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। অসংযুক্তবর্ণ শিক্ষা দিবার প্রণালী।

১। বর্ণ উচ্চারণ ও পঠন।

প্রথম প্রক্রিয়া।—শিক্ষক বোর্ডে বা মাটীতে ক অবধি ঙ পর্য্যন্ত বর্ণগুলি বড় বড় করিয়া লিখিয়া একএকটি বর্ণে অঙ্গুলীনির্দ্দেশপূর্ব্বক, তাহার নাম স্পষ্টরূপে উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিবেন। সমুদয় ছাত্র এক যোগে শিক্ষকের পশ্চাৎপশ্চাৎ প্রত্যেক বর্ণ ঐরূপে উচ্চারণ করিবে। প্রত্যেক ছাত্র বর্ণগুলি উচ্চারণ করে কিনা, আর কে কিরূপে উচ্চারণ করে, শিক্ষক তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ; এবং আবশ্যক স্থলে সংশোধন করিবেন। বর্ণগুলি প্রথমে যথাক্রমে, তৎপর বিপর্য্যস্তভাবে ও পর্য্যায়ভঙ্গ রূপে নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়প্রক্রিয়া।—উপরিউক্ত রূপে কয়েকবার অভ্যাসের পর, শিক্ষক বর্ণগুলি উচ্চারণ না করিয়া কেবল অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিবেন। ছাত্রেরা এক এক জন করিয়া নির্দ্দিষ্ট বর্ণগুলি উচ্চারণ করিবে। কোন ছাত্র কোন বর্ণ শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে না পারিলে, শিক্ষক অপর ছাত্রদ্বারা সেই বর্ণ উচ্চারণ করাইয়া, তৎপর ঐ ছাত্রদ্বারা উচ্চারণ করাইতে চেষ্টা করিবেন। প্রত্যেক ছাত্রের উচ্চারণ করিবার সময়, শিক্ষক প্রথমে যথাক্রমে, তৎপর বিপর্য্যস্তভাবে ও পর্য্যায়ভঙ্গরূপে, বর্ণগুলি নির্দ্দেশ করিবেন। কোন বিশেষ বর্ণ উচ্চারণ করিতে কোন ছাত্র অনেকবার ভুল করিলে, তাহাকে দিয়া সেই বর্ণ বারংবার উচ্চারণ করাইয়া সংশোধন করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয়প্রক্রিয়া।—তৎপর একএকটি ছাত্র বোর্ডের নিকট আসিয়া, স্বয়ং অঙ্গুলীনির্দ্দেশপূর্ব্বক বর্ণগুলি উচ্চারণ করিবে। অবশিষ্ট ছাত্রগণ একযোগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রত্যেক বর্ণ উচ্চারণ করিবে। শিক্ষক সম্মুখে থাকিয়া শৃঙ্খলাসম্পাদন ও ছাত্রগণের উচ্চারণ সংশোধন করিবেন।

এইরূপে ক-বর্গ অভ্যস্ত হইলে চ-বর্গ, তৎপরে ট-বর্গ, ইত্যাদি সমুদয় ব্যঞ্জন বর্ণ, অবশেষে স্বরবর্ণ, অভ্যাস করাণ কর্ত্তব্য। ক্ষ পর্য্যন্ত শিক্ষার পর য় ড় ঢ় প্রভৃতি ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণও শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

চতুর্থ প্রক্রিয়া।—সমুদয় বর্ণ অভ্যস্ত হইলে পর, লেখা দেখিতে না দিয়া, শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রদ্বারা যথাক্রমে সমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণ ও স্বরবর্ণ উচ্চারণ করাইবেন। যখন একটি ছাত্রের উচ্চারণে কোন ভুল হয়, তখন অবশিষ্ট ছাত্রগণ ও শিক্ষক তাহার সেই ভুল সংশোধন করিবেন এবং ঠেকিলে বলিয়া দিবেন।

পঞ্চম প্রক্রিয়া।—অতঃপর শিক্ষক মুদ্রিত বর্ণমালাতে, অথবা অন্য পুস্তকে, অভ্যস্ত বর্ণগুলির এক একটি নির্দ্দেশপূর্ব্বক প্রত্যেক ছাত্রদ্বারা তাহা উচ্চারণ করাইবেন।

মন্তব্য।—এইরূপ অভ্যাসের সময় শিক্ষক বোর্ডে বা মাটিতে যে অক্ষর লিখিবেন, তাহা ছাপার অক্ষরের অনুরূপ হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক ছাত্রকে বর্ণগুলি উচ্চৈঃস্বরে ও স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। কোন কোন স্থানের লোক সর্ব্বদাই কোন কোন বর্ণের বিকৃত উচ্চারণ করিয়া থাকে। ছাত্রগণের সেই সমুদয় বর্ণ উচ্চারণ শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষকের বিশেষ মনোযোগ রাখা কর্ত্তব্য।

অক্ষরের আকৃতি প্রদর্শন সহকারে তাহার উচ্চারণ শিক্ষা না দিয়া যদি কেবল মুখে মুখে যথাক্রমে বর্ণগুলির নাম শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে অনেক বৃথা পরিশ্রম হয়; এবং ছাত্রগণের পদার্থ-জ্ঞান-বিযুক্ত নাম মাত্র মুখস্থ করিবার অহিতকর অভ্যাস জন্মে।—ছাত্রগণকে কোন বিষয় বলিয়া দিবার প্রণালী এই যে, একটি ছাত্র ঠেকিলে বা ভুল করিলে শিক্ষক পরবর্ত্তী ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিবেন, সেও না পারিলে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিবেন। যে বলিতে পারে সে প্রথমোক্ত ছাত্রের স্থান অধিকার করিবে।—একখণ্ড কাগজের মধ্যস্থলে, কেবল একটি মাত্র বর্ণ দেখা যাইতে পারে এরূপ একটি ছিদ্র করিয়া সেই কাগজ ধরিয়া, ছিদ্রের মধ্য দিয়া একএকটি করিয়া বর্ণ দেখাইলে, অক্ষরপরিচয় পরীক্ষার সুবিধা হয়।—পৃথক্ পৃথক্ বর্ণযুক্ত তাস ব্যবহার, এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিলে ক্রীড়াচ্ছলে অতি সহজে বর্ণপরিচয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অধিক ছাত্রসমন্বিত বিদ্যালয়ে সেই সমস্ত উপায় অবলম্বন করা সহজ নহে।

২। শব্দপাঠ।

প্রথম প্রক্রিয়া।—শিক্ষক প্রথমতঃ বোর্ডে অভ্যস্ত বর্ণগুলির কোন একটি বর্ণ লিখিয়া একটি ছাত্রকে পাঠ করিতে বলিবেন, তৎপর সেই বর্ণের পৃষ্ঠে আর একটি বর্ণ লিখিয়া তাহাও পাঠ করিতে বলিবেন; অবশেষে উভয়বর্ণ একত্র উচ্চারণ করিতে বলিবেন। প্রথমে শিক্ষক ছাত্রদ্বারাই শব্দটি প্রশুদ্ধরূপে উচ্চারণ করাইতে চেষ্টা করিবেন, পরে তিনি স্বয়ং ঐ শব্দটি কয়েকবার উচ্চারণ করিবেন, এবং সমুদয় ছাত্র তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উচ্চারণ করিবে। এইরূপে এক একটি করিয়া দ্বিবর্ণশব্দ বোর্ডে লিখিয়া, শিক্ষক ক্রমান্বয়ে এক একটি ছাত্রদ্বারা তাহা উচ্চারণ করাইবেন।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া।—উল্লিখিতরূপে কয়েকটি শব্দ অভ্যস্ত হইলে, শিক্ষক তাহার এক একটিতে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিবেন। ছাত্রেরা এক এক জন

করিয়া নির্দ্দিষ্ট শব্দ পাঠ করিবে। কোন ছাত্র কোন শব্দ পাঠ করিতে না পারিলে, শিক্ষক তদন্তর্গত বর্ণ দুইটি প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ তৎপর একত্রে, উচ্চারণ করাইয়া, এবং আবশ্যক হইলে অপর ছাত্রদ্বারা সেই শব্দ পাঠ করাইয়া, প্রথমোক্ত ছাত্রকে সেই শব্দ পাঠ করিতে শিক্ষা দিবেন। প্রথমে শব্দগুলি যথাক্রমে, তৎপর বিপর্য্যস্তভাবে ও পর্য্যায়ভঙ্গরূপে নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। কোন বিশেষ শব্দ পাঠ করিতে কোন ছাত্র অনেকবার ভুল করিলে তাহাকে দিয়া সেই শব্দ বারংবার পাঠ করান উচিত।

এইরূপে কতকগুলি দ্বিবর্ণশব্দের শিক্ষা হইলে, কতকগুলি তিন এবং ততোধিক অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ পাঠ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। দুয়ের অধিক বর্ণবিশিষ্ট শব্দ পাঠ শিক্ষা দিবার সময় শিক্ষক প্রথম প্রক্রিয়াস্থলে, অগ্রে দুইটি বর্ণে যাহা হয় তাহা পাঠ করাইবেন, তৎপর তাহার সহিত তৃতীয়বর্ণ, ও তৎপর চতুর্থ প্রভৃতি বর্ণ, যোগ করিলে কি হয়, তাহা ছাত্রদিগের দ্বারা পাঠ করাইতে চেষ্টা করিবেন।

তৃতীয় প্রক্রিয়া।—এইরূপে বোর্ডের লিখিত শব্দ পাঠ করিতে অভ্যাস হইলে, শিক্ষক ছাত্রগণদ্বারা তাহাদিগের পাঠ্যপুস্তকের লিখিত দুই, তিন বা ততোধিক অসংযুক্তবর্ণ ঘটিত শব্দগুলি পাঠ করাইবেন। সমুদয় ছাত্র পুস্তক ধরিয়া বসিবে, এক একটি ছাত্র কয়েকটি করিয়া শব্দ পাঠ করিবে, তাহার ভুল হইলে, অবশিষ্ট ছাত্রগণ ও শিক্ষক সংশোধন করিবেন। এইরূপে প্রত্যেক ছাত্রদ্বারা কয়েকটি শব্দ পড়াইয়া, পুস্তকের অন্তর্গত সমুদয় শব্দ বারংবার শ্রেণীতে পড়াইতে হইবে। কোন ছাত্র কোন শব্দ পাঠ করিতে না পারিলে, শিক্ষকতাহার পরবর্ত্তী ছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করাইবেন।

চতুর্থ প্রক্রিয়া।—অতঃপর শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রকে সম্মুখে আনিয়া, পাঠ্য পুস্তকের শব্দগুলি একএকটি করিয়া পর্য্যায়ভঙ্গরূপে নির্দ্দেশ করিবেন, ও তাহাকে দিয়া পাঠ করাইবেন। যাবৎ ছাত্রগণ কোন শব্দ দেখিবামাত্র, তৎপূর্ব্বস্থিত শব্দগুলির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, অনায়াসে তাহা পাঠ করিতে না পারে, তাবৎ তাহাদিগের দ্বারা শব্দগুলি বারংবার পাঠ করান কর্ত্তব্য।

মন্তব্য।—এইরূপ শব্দ পাঠের সময় কোন ছাত্র কোন শব্দ পড়িতে অসমর্থ হইলে, শিক্ষক প্রথমেই স্বয়ং বলিয়া না দিয়া, যতদূর হইতে পারে, তাহার নিজচেষ্টাদ্বারাই পাঠ করান কর্ত্তব্য।—পুস্তকের লিখিত শব্দ পড়াইবার সময়, তৎসমুদয় মুখস্থ করান অনুচিত। ছাত্রগণ শব্দগুলি মুখস্থ করিয়া ফেলিলে, বর্ণজ্ঞান না জন্মিয়া, আনুমানিক শব্দ পাঠ করিবার কুৎসিত অভ্যাস জন্মে। এই জন্য যে সকল পুস্তকে বর্ণমালা শিক্ষা সম্বন্ধীয় শব্দগুলি নিত্রাক্ষরে লিখিত হইয়াছে তদ্রূপ পুস্তক ব্যবহার করা অকর্ত্তব্য। শব্দগুলি ক্রমান্বয়ে বারংবার পড়াইলে শীঘ্রই মুখস্থ হইয়া যায়, এই জন্য কখনও

উপর হইতে নীচের দিকে, বা নীচ হইতে উপর দিকে, অথবা পংক্তির বাম হইতে দক্ষিণ দিকে, বা দক্ষিণ হইতে বামদিকে, কখনওবা মধ্য মধ্য হইতে পড়ান আবশ্যক। আর পূর্ব্ব ও পরের শব্দগুলি ঢাকিয়া মধ্য হইতে পড়াইয়া পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

এইরূপ অভ্যাসের সময় যে সকল শব্দের অর্থ ছাত্রগণ সহজে বুঝিতে পারে, ও যাহার উচ্চারণ সম্বন্ধে কোন গোলযোগ নাই সেই প্রকার শব্দই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এই অবস্থাতে শব্দপাঠ শিক্ষা দেওয়ার সময় অর্থ শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা অনুচিত। এই সময়ে আবৃত্তি বা বারংবার পাঠদ্বারা বর্ণবিন্যাস মুখস্থ করাইয়া শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করাও অবিধেয়। বর্ণবিন্যাসশিক্ষা কেবল শব্দের আকৃতি সম্বন্ধীয় স্মৃতি,এবং চক্ষুর ও হস্তের অভ্যাসের উপর নির্ভর করে,সুতরাং কেবল লেখাদ্বারাই বর্ণবিন্যাসের প্রকৃত শিক্ষা হইয়া থাকে।

৩। বর্ণলিখন।

প্রথম প্রক্রিয়া।—শিক্ষক বোর্ডে বা মাটীতে ক অবধি ঙ পর্য্যন্ত বর্ণগুলি বড় বড় করিয়া লিখিয়া দিবেন। ছাত্রগণ এক এক জন করিয়া পেন্‌সিল বা কলম ধরিয়া ঐ লেখার উপর দিয়া বারংবার হাত ঘুরাইবে। কি প্রকারে কলম বা পেন্‌সিল ধরিতে হয়, এবং কোন্ অক্ষরের কোন্ স্থান হইতে আরম্ভ করিতে হয়, শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের হাত ধরিয়া তাহা বিশেষরূপে দেখাইয়া দিবেন। বোর্ডে হাত ঘুরান হইলে, শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের স্লেটে বা তালপাতে ঐরূপ অক্ষর লিখিয়া দিবেন। ছাত্রগণ আপন আপন স্থানে বসিয়া ঐ লেখার উপর দিয়া হাত ঘুরাইবে।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া।—শিক্ষক উপরিউক্তরূপে অক্ষরগুলি লিখিয়া দিলে, তাহা দেখিয়া ছাত্রগণ আপন আপন স্লেটে বা তালপাতে নকল করিবে। প্রত্যেক ছাত্র কিরূপে কলম বা পেন্‌সিল ধরিতেছে ; কোন্ অক্ষরের কোন্ স্থান হইতে আরম্ভ করিতেছে ; এবং কোন্ অক্ষরের কোন্ অংশ অতি দীর্ঘ, অতিখর্ব্ব, বক্র বা তির্য্যক্‌ভাবে লিখিতেছে ; শিক্ষক ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহা দেখিবেন ; এবং আবশ্যক হইলে ছাত্রগণের হাত ধরিয়া দেখাইয়া দিবেন। বারংবার এইরূপ অভ্যাস করান কর্ত্তব্য।

তৃতীয় প্রক্রিয়া।—ছাত্রগণ কোন লেখা না দেখিয়া নিজ নিজ স্লেটে বা তালপাতে ক অবধি ঙ পর্য্যন্ত বর্ণগুলি লিখিবে। শিক্ষক পূর্ব্বের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদিগের লেখা সংশোধন করিবেন। এবং যে ছাত্রের যে অক্ষর লেখা নিতান্ত বিকৃত হয়, তাহাকে দিয়া সেই অক্ষর বারংবার সংশোধিতরূপে লিখাইবেন। লেখা শেষ হইলে প্রত্যেক ছাত্রকে দিয়া তাহার লিখিত বর্ণগুলি পড়াইবেন।

এইরূপে কবর্গ অভ্যস্ত হইলে, চবর্গ, টবর্গ, ইত্যাদিক্রমে সমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণ, অবশেষে স্বরবর্ণ লিখন অভ্যাস করাইতে হইবে।

চতুর্থ প্রক্রিয়া।—সমুদয় বর্ণ লিখন অভ্যস্ত হইলে, ছাত্রগণ কোন লেখা না দেখিয়া সমুদয় বর্ণ একাদিক্রমে আপন আপন স্লেটে বা তালপাতে লিখিবে। লেখা শেষ হইলে শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রকে দিয়া তাহার লেখা পড়াইবেন ও তাহার ভুল দেখাইয়া দিয়া তাহার দ্বারা সংশোধন করাইবেন। বারংবার এইরূপ অভ্যাস করান আবশ্যক।

পঞ্চম প্রক্রিয়া।—শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রকে বোর্ডের নিকট আনিয়া যথেচ্ছাক্রমে একএকটি বর্ণ বলিবেন। ছাত্র তাহা বোর্ডে লিখিবে। অন্যান্য ছাত্র মনোযোগসহকারে দেখিবে। ভুল হইলে, শিক্ষক তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, এবং কিরূপ সংশোধন আবশ্যক তাহা তাহাদিগকে দিয়া বলাইতে চেষ্টা করিবেন।

ষষ্ঠ প্রক্রিয়া।—সমুদয় বর্ণ এইরূপে দুই তিনবার লিখান হইলে, শিক্ষক যথেচ্ছাক্রমে একএকটি বর্ণ বলিবেন, শ্রেণীর সমুদয় ছাত্র তাহা স্লেটে বা তালপাতে লিখিবে। তৎপর শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের স্লেট বা তালপাত পরীক্ষা করিয়া সংশোধন করিবেন। ছাত্রগণ সংশোধিত বর্ণগুলি পুনরায় লিখিবে। শিক্ষক পুনরায় তাহাদিগের স্লেট বা তালপাত দেখিবেন; এবং তৎসম্বন্ধে যথোচিত উপদেশ দিবেন।

মন্তব্য।—এইরূপ অভ্যাসের সময় শিক্ষক বোর্ডে বা স্লেটে যে সমস্ত বর্ণ লিখিয়া দিবেন তাহা ছাপার অক্ষরের অনুরূপ হওয়া আবশ্যক। শিক্ষক প্রথমতঃ ছাত্রগণের স্লেটে বা তালপাতে দীর্ঘ সরল রেখা টানিয়া দিবেন। তাহারা ঐ রেখার সহিত মাত্রা সংলগ্ন করিয়া বর্ণগুলি লিখিবে। কিন্তু সমুদয় বর্ণ লেখা অভ্যস্ত হইলে, একাদিক্রমে বর্ণগুলি লেখার সময়, দীর্ঘমাত্রায় লিখিবার অভ্যাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক খণ্ডমাত্রা ব্যবহার করিতে অভ্যাস করান আবশ্যক। প্রায়শঃ এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কোন ছাত্র বিশেষ বিশেষ বর্ণ লিখিবার সময় সর্ব্বদাই একরূপ ভুল করিয়া থাকে। যে ছাত্রের যে যে অক্ষর লিখিতে এইরূপ ভুল হয়, শিক্ষক তাহার বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, তাহাকে দিয়া ঐ সমুদয় অক্ষর বারংবার লিখাইয়া তাহার সেই দোষ দূর করিবেন।

লিখিত বর্ণ পড়িবার সময় প্রত্যেক বর্ণে অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক পাঠ করা ছাত্রগণের কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ একবর্ণে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া ভিন্নবর্ণ উচ্চারণ না করে, শিক্ষক তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। ছাত্রগণ ঐরূপে উচ্চারণ করিলে তাহাদিগের অনুমানে পাঠ করিবার কুৎসিত অভ্যাস জন্মে। ছাত্রগণের লেখাতে কি দোষ হইয়াছে, এবং কিরূপে সংশোধন

আবশ্যক, শিক্ষক তাহা সোজাসুজি বলিয়া না দিয়া, যাহাতে ছাত্রগণ বারংবার আদর্শ বর্ণগুলির সহিত নিজের লিখিত বর্ণ তুলনা করিয়া নিজে নিজেই বুঝিতে পারে, তদ্রূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উপদেশ প্রদান করিবেন।

বর্ণ লিখিতে শিক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বে ছাত্রগণদ্বারা সরল, বক্র, লম্ব, তির্য্যক্, স্থূল, সূক্ষ্ম ইত্যাদি রেখা টানিবার অভ্যাস করাইলে, এবং একাদিক্রমে অক্ষরগুলি না লিখাইয়া একএকবারে সদৃশ আকৃতির অক্ষরগুলি লিখিতে অভ্যাস করাইলে; যথা—প্রথমতঃ ব লিখিতে ভালরূপ অভ্যাস করাইয়া, তৎপরে ক, ধ, ফ, ইত্যাদি লিখিতে দিলে; সহজে শিক্ষা হইতে পারে। কিন্তু এইরূপে শিক্ষাদিতে হইলে শিক্ষকের বিশেষ পরিপক্কতা ও মনোযোগ আবশ্যক।

৪। শব্দলিখন।

প্রথম প্রক্রিয়া।—শিক্ষক ছাত্রগণের পূর্ব্বপঠিত শব্দের মধ্যে কয়েকটি শব্দ বড় বড় করিয়া বোর্ডে লিখিবেন। ছাত্রগণ এক এক জন করিয়া ঐ লেখার নীচে তাহার প্রতিরূপ লিখিবে। প্রত্যেক শব্দের অন্তর্গত অক্ষরগুলি কত নিকটে ও ভিন্ন ভিন্ন শব্দ কতদূর অন্তরে লিখিতে হয়, এবং মাত্রাগুলি কিরূপে টানিতে হয়, শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রকে বিশেষ করিয়া তাহা দেখাইয়া দিবেন। বোর্ডে লিখা শেষ হইলে শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের পুস্তকে ঐরূপ কয়েকটি শব্দ দেখাইয়া দিবেন। ছাত্রগণ আপন আপন স্থানে বসিয়া ঐ শব্দগুলি নকল করিবে। লেখা শেষ হইলে শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রকে দিয়া তাহার লিখিত শব্দগুলি পড়াইবেন, এবং ছাত্রগণের লেখা সংশোধন করিয়া দিবেন। তাহারা সেই সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পুনরায় ঐ সমুদয় শব্দ লিখিবে, এবং শিক্ষককে দেখাইবে, তিনি প্রত্যেকের লেখা সম্বন্ধে যথোচিত উপদেশ প্রদান করিবেন।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া।—শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রকে বোর্ডের নিকট আনিয়া একএকটি করিয়া উপরিউক্ত শব্দগুলি বলিবেন, ছাত্র তাহা বোর্ডে লিখিবে। অন্যান্য ছাত্র মনোযোগপূর্ব্বক দেখিবে। কোন ছাত্র উচ্চারিত শব্দ লিখিতে অসমর্থ হইলে, শিক্ষক উচ্চারণদ্বারা, সেই শব্দে কোন্ কোন্ বর্ণ আবশ্যক, তাহা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিবেন। আর ভুল হইলে কি ভুল হইয়াছে, ও কিরূপে সংশোধন করিতে হইবে, তাহা সেই ছাত্র অথবা অন্য ছাত্র দ্বারা বলাইয়া লইতে চেষ্টা করিবেন।

তৃতীয় প্রক্রিয়া।—শিক্ষক যথেচ্ছাক্রমে একএকটি করিয়া উপরিউক্ত শব্দগুলি বলিবেন, ছাত্রগণ তাহা নিজনিজ স্লেটে লিখিবে। শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের স্লেট পরীক্ষা করিয়া বর্ণবিন্যাসের ও বর্ণগঠনের ভুল সংশোধন

করিয়া দিবেন। ছাত্রগণ সংশোধিত অংশগুলি পুনরায় শুদ্ধরূপে লিখিয়া দেখাইবে। শিক্ষক তৎসম্বন্ধে আবশ্যকতানুসারে উপদেশ প্রদান করিবেন।

এইরূপে একএকবারে কতকগুলি শব্দ লিখাইয়া, পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত পূর্ব্বপঠিত সমুদয় শব্দ লিখিবার অভ্যাস করাইতে হইবে।

মন্তব্য।—কোন ছাত্র কোন শব্দ লিখিতে অসমর্থ হইলে, তাহাকে সোজাসুজি বলিয়া না দিয়া, শিক্ষক ঐ শব্দের অন্তর্গত বর্ণগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিবেন, যেন ছাত্রগণ শব্দ শুনিয়াই বুঝিতে পারে কোন্ কোন্ বর্ণ লেখা আবশ্যক।—ভুল সংশোধনের সময় শিক্ষক সহসা সংশোধন না করিয়া, ছাত্রকে এরূপ প্রশ্ন করিবেন, যেন সে আপনার ভুল আপনি বুঝিতে পারে, এবং কিরূপ সংশোধন আবশ্যক তাহা নিজেই বলিতে পারে। সংশোধনের মর্ম্ম, অর্থাৎ কি জন্য সংশোধন করা হইল, তাহা সর্ব্বদাই ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

এইরূপ শিক্ষার সময় লিখিত শব্দগুলির অর্থ শিক্ষা দিতে চেষ্টা করা উচিত নহে। কিন্তু এই সময় অবধিই লেখার অভ্যাসদ্বারা পরিশুদ্ধ বর্ণবিন্যাসের সংস্কার জন্মাইতে চেষ্টা করা আবশ্যক। শুদ্ধরূপে লিখিবার ক্ষমতা হস্তের অভ্যাস ও চক্ষুর সংস্কারের উপর নির্ভর করে। বারংবার শুদ্ধরূপে লিখিতে লিখিতে এরূপ অভ্যাস জন্মিয়া যায় যে, বিনা চিন্তাতে আপনা হইতেই হাতে শুদ্ধরূপ লেখা আইসে, এবং কোন শব্দে বর্ণাশুদ্ধি বা অন্যরূপ ভুল থাকিলে তাহা দেখিবামাত্র অশুদ্ধ অংশ লক্ষিত হয়। সুতরাং বারংবার লিখাইয়া ছাত্রগণের হাতের ও চক্ষুর অভ্যাস ও সংস্কার জন্মানই বর্ণবিন্যাস শিক্ষা দেওয়ার স্বাভাবিক উপায়। তাহা না করিয়া আবৃত্তি দ্বারা বর্ণবিন্যাস মুখস্থ করাইলে কেবল পণ্ডশ্রম হয় এমত নহে, তাহাতে শিশুছাত্রগণের মনোবৃত্তির বিকাশসম্বন্ধেও অনেক হানি জন্মে।

কোন কোন ছাত্র বিশেষ বিশেষ শব্দ লিখিতে সর্ব্বদাই ভুল করিয়া থাকে, এইরূপস্থলে শিক্ষক অনুসন্ধান করিয়া ছাত্রগণদ্বারা ঐ সকল শব্দ বারংবার লিখাইবেন।—শ্রুতলিপি লিখিবার সময় ছাত্রগণ পরস্পরের স্লেট দেখিয়া নকল না করে, অথবা পরস্পর বলাবলি না করে, প্রথম অবধিই তৎপ্রতি শিক্ষকের বিশেষ মনোযোগ রাখা আবশ্যক। ছাত্রগণের এরূপ কুৎসিত অভ্যাস জন্মিলে, নিজে চিন্তা করিয়া লিখিবার অভ্যাস হয় না, এবং শ্রুতলিপি অভ্যাসের কিছুই ফললাভ হয় না।

বর্ণলিখন ও শব্দলিখন শিক্ষার সময়াবধিই হস্তলিপির পারিপাট্যসম্বন্ধে ছাত্রগণকে বিশেষরূপে মনোযোগী করা কর্ত্তব্য। সাহিত্যশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যত দিন ছাত্রগণকে শ্রুতলিপি ও আদর্শলিপির অভ্যাস করান আবশ্যক হয়, ততদিনই হস্তলিপির পারিপাট্য বিষয়ে ছাত্রগণের মনোযোগ থাকা আব-

শ্যক। এই বিষয়ে ছাত্রগণের প্রবৃত্তি ও উৎসাহ, এবং তজ্জনিত মনোযোগ, উদ্রিক্ত করিতে না পারিলে বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা থাকে না। বর্ণের গঠন সুন্দর করিবার জন্য উৎকৃষ্ট আদর্শ দেখিয়া বারংবার নকল করানই একমাত্র উপায়। পংক্তি মধ্যে বর্ণগ্রন্থনসম্বন্ধে এই কয়েকটি নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যথা,—বর্ণগুলি সমান, এবং খাড়া রেখাগুলি সমান্তরাল থাকিবে; মাত্রাগুলি সমান এবং পংক্তি গুলি সরল ও সমদূরবর্ত্তী হইবে; শব্দের অন্তর্গত বর্ণগুলি ঘন অথচ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, এবং পৃথক্ পৃথক্ শব্দগুলি পরস্পর হইতে সমান দূরবর্ত্তী হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ। সংযুক্তবর্ণ শিক্ষা দিবার প্রণালী।

১। বানান।

প্রথম প্রক্রিয়া।—শিক্ষক বোর্ডে আ এবং া লিখিয়া ছাত্রগণকে বলিবেন যে আ ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হইলে া এইরূপ আকৃতি ধারণ করে। তৎপর কা খা গা ঘা ইত্যাদি কয়েকটি বর্ণ লিখিয়া এক একটি বর্ণে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক "ক আকার কা", "খ আকার খা" ইত্যাদি স্পষ্ট করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিবেন। ছাত্রগণ একযোগে শিক্ষকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রত্যেক আর্য্যা ঐরূপে উচ্চারণ করিবে। তৎপর চা ছা ইত্যাদি ক্ষা পর্য্যন্ত আকারযুক্ত সমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণ লিখিয়া প্রথমে কয়েকটি সম্বন্ধে শিক্ষক "চ আকার ?" "ছ আকার ?" ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, ছাত্রগণ সমবেত হইয়া চা, ছা ইত্যাদি বলিয়া আর্য্যা পূরণ করিবে। অবশেষে শিক্ষক কেবল বর্ণ গুলিতে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিবেন, ছাত্রগণ একযোগে "ট আকার টা" "ঠ আকার ঠা" ইত্যাদি আর্য্যা বলিবে। শিক্ষক প্রথমে পর্য্যায়ক্রমে, তৎপর পর্য্যায়ভঙ্গরূপে, বর্ণগুলি নির্দ্দেশ করিবেন। আর ছাত্রগণ প্রথমে একযোগে, তৎপর এক এক জন করিয়া পৃথক্ পৃথক্‌রূপে, শিক্ষকের নির্দ্দিষ্ট বর্ণ উচ্চারণ করিবে ও আর্য্যা বলিবে। যাবৎ প্রত্যেক ছাত্র কা খা ইত্যাদি সমুদয় বর্ণ আর্য্যাসহ পরিশুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে না পারে, তাবৎ এই প্রকার অভ্যাস করান আবশ্যক।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া।—শিক্ষক এক একটি ছাত্রকে বোর্ডের নিকট আনিয়া, যথেচ্ছাক্রমে কয়েকটি আকারযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বলিবেন, ছাত্র প্রত্যেকটির উচ্চারণ শুনিয়া তাহা বোর্ডে লিখিবে। সে না পারিলে শিক্ষক অন্যান্য ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিবেন। শিক্ষক এইরূপে সমুদয় ছাত্রদ্বারা বোর্ডে আকার যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গুলি লিখাইবেন।

তৃতীয় প্রক্রিয়া।—ছাত্রগণ আপন আপন স্থানে বসিয়া একাদিক্রমে আকারযুক্ত ঙ ঞ ভিন্ন সমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণ লিখিবে, শিক্ষক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিবেন, এবং আবশ্যক স্থলে সংশোধন করিবেন, অথবা বলিয়া দিবেন। লেখা শেষ হইলে প্রত্যেক ছাত্র শিক্ষকের নিকট আসিয়া স্বস্ব লিখিত বর্ণ গুলিতে অঙ্গুলীনির্দ্দেশপূর্ব্বক তৎসমুদয় "ক আকার কা", "খ আকার খা" ইত্যাদি আর্য্যাসহ পাঠ করিবে।

চতুর্থ প্রক্রিয়া।—শিক্ষক বোর্ডে আকারযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বিশিষ্ট কয়েকটি দ্ব্যক্ষর শব্দ, যথা— কথা মাতা পাতা ইত্যাদি লিখিয়া এক এক জন করিয়া সমুদয় ছাত্রদ্বারা তাহা পড়াইবেন। কোন ছাত্র কোন শব্দ পাঠ করিতে না পারিলে, শিক্ষক তাহার দ্বারা বর্ণ দুইটি, প্রথমে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে তৎপরে একত্র, উচ্চারণ করাইয়া, অথবা আবশ্যক হইলে অন্য ছাত্রদ্বারা সেই শব্দ পাঠ করাইয়া, প্রথমোক্ত ছাত্রকে তাহা পাঠ করিতে শিক্ষা দিবেন।

পঞ্চম প্রক্রিয়া।—তৎপর প্রত্যেক ছাত্র আপন আপন পুস্তক হইতে পুস্তকের লিখিত আকারযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বিশিষ্ট শব্দ গুলি পাঠ করিবে। একটি ছাত্র পাঠ করিবার সময়, অন্যান্য ছাত্রও আপন আপন পুস্তক দেখিয়া মনে মনে তাহার অনুগমন করিবে। সে ভুল করিলে শিক্ষক তাহার পরবর্ত্তী অন্যান্য ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিবেন, ও স্থানপরিবর্ত্তন করাইবেন।

ষষ্ঠ প্রক্রিয়া।—শিক্ষক এক একটি ছাত্রকে বোর্ডের নিকট আনিয়া উক্তরূপ কয়েকটি শব্দ বলিবেন; এবং তাহাকে দিয়া লিখাইবেন। অন্যান্য ছাত্র মনোযোগপূর্ব্বক দেখিবে। ছাত্র কোন শব্দ লিখিতে না পারিলে, শিক্ষক উচ্চারণদ্বারা, কোন্ কোন্ বর্ণ আবশ্যক তাহা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিবেন, এবং ভুল হইলে, কি ভুল হইয়াছে ও কিরূপে সংশোধন করিতে হইবে, তাহা সেই ছাত্র অথবা অন্যান্য ছাত্রদ্বারা বলাইয়া লইতে চেষ্টা করিবেন।

সপ্তম প্রক্রিয়া।—শিক্ষক যথেচ্ছাক্রমে ঐরূপ কতকগুলি শব্দ বলিবেন, ছাত্রগণ আপন আপন স্লেটে তৎসমুদয় লিখিবে। তৎপর শিক্ষক সমুদয় ছাত্রের স্লেট সংশোধন করিয়া দিবেন। ছাত্রগণ সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অশুদ্ধ শব্দগুলি পুনরায় লিখিবে, এবং শিক্ষককে স্লেট দেখাইবে। তিনি তৎসম্বন্ধে যথোচিত উপদেশ প্রদান করিবেন।

এই প্রণালীতে আকার শিক্ষা হইলে, অবশিষ্ট স্বরবর্ণ যোগে ব্যঞ্জনবর্ণগুলি উচ্চারণ করিতে ও ঐরূপ বর্ণবিশিষ্ট শব্দ পাঠ করিতে ও লিখিতে, উপরিউক্ত সাতটি প্রক্রিয়া অনুসারে শিক্ষা দিতে হইবে। কোন কোন ব্যঞ্জনবর্ণে উকার যোগ করিলে সংযুক্ত বর্ণটি যে কখন কখন রূপান্তরিত করিয়া লেখা হয়, যথা, হু রু ইত্যাদি, তাহা বলিয়া দিয়া ছাত্রগণ দ্বারা ঐ রূপা-

স্বরিত বর্ণগুলি লেখাইয়া অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। কোন কোন শব্দে একারের বিকৃত উচ্চারণ হইয়া থাকে যথা, এক, কেন, গেল ইত্যাদি। একারযুক্ত শব্দ পড়াইবার সময় প্রথমে এই প্রকার শব্দগুলি ব্যবহার করা অকর্ত্তব্য। বানান শিক্ষার পর, স্বর বা ব্যঞ্জনবর্ণে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হইলে কিরূপ উচ্চারণ হয়, তাহা কতকগুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা ছাত্রদিগকে দেখাইয়া দেওয়া, এবং তাহাদিগের দ্বারা উচ্চারণ করাইয়া ও লেখাইয়া অভ্যাস করান কর্ত্তব্য।

মন্তব্য।—অসংযুক্ত বর্ণ শিক্ষা সম্বন্ধে, বর্ণউচ্চারণ, শব্দপাঠ, বর্ণলিখন ও শব্দলিখন প্রসঙ্গে যে সকল নিয়ম উল্লিখিত হইয়াছে, সংযুক্তবর্ণ শিক্ষার সময়ও সেই সকল নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।—বানান শিক্ষা উপলক্ষে ছাত্রগণের লেখা সংশোধন করিবার সময় তাহাদিগের লিখিত অক্ষরের গঠন ও মাত্রা ইত্যাদি সংশোধন করা আবশ্যক।—সমুদয় বানান শিক্ষা হইলে, বিশেষ রূপ অভ্যাসের জন্য, ছাত্রদিগকে দিয়া উপরের লিখিত তৃতীয় প্রক্রিয়া অনুসারে একাদিক্রমে সমুদয় স্বরযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গুলি বারংবার লিখান ও পড়ান, এবং সংশোধন করিয়া দেওয়া, কর্ত্তব্য।—কয়েকবার লিখিবার পর, পড়িবার সময় "ক আকার কা" ইত্যাদি আর্য্যা পরিত্যাগ করিয়া কেবল কা, খা, ইত্যাদি উচ্চারণপূর্ব্বক পাঠ করান উচিত।

ছাত্রদিগকে ভালরূপ বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, ক খ ইত্যাদি বর্ণ সাধারণতঃ যেরূপে উচ্চারণ করা গিয়া থাকে, তাহাতে তৎসমুদয় অকার-সংযুক্ত হইয়া উচ্চারিত হয়। স্বরসংযোগ বিনা ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করা কঠিন বলিয়া, সর্ব্বদা এইরূপে অকারসংযুক্ত করিয়া ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করা হইয়া থাকে। কোন স্থানে শব্দের মধ্য বা শেষভাগে স্বরের সহিত সংযুক্ত না হইয়া ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তখন ব্যঞ্জনবর্ণে হসন্তচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা, "বালক" শব্দে ব্, আ, ল্, অ, ক্, অ, এই কয়েকটি বর্ণ আছে। "উলটা" এই শব্দে উ, ল্, ট্, আ, এই কয়েকটি বর্ণ আছে। "সনৎ-কুমারী" এই শব্দে স্, অ, ন্, অ, ত্, ক্, উ, ম্, আ, র, ঈ, এই কয়েকটি বর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছে। ত হসন্ত হইলে, ৎ এই আকার ধারণ করে। কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, এবং ছাত্রগণদ্বারা সেই সকল শব্দ উচ্চারণ করাইয়া, ও বর্ণগুলি পৃথক্ পৃথক্ রূপে লিখাইয়া, এই বিষয় শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

এক সঙ্গে আকার, ইকার, উকার, প্রভৃতি বানানগুলি শিক্ষা দিলে ছাত্রগণের শিক্ষার পক্ষে গোলযোগ উপস্থিত হয়, তাহাতে অনেক সময় নষ্ট হইয়া থাকে; এইজন্য উপরিউক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে, এক একটি বানান শিক্ষা শেষ হইলে আর একটি আরম্ভ করা উচিত।—বানান শিক্ষা উপলক্ষে ছাত্রগণ যে সকল শব্দ পাঠ করে বা লিখে, তাহার বর্ণ বিন্যাস আবৃত্তিদ্বারা মুখস্থ না

করাইয়া বারংবার লিখাইয়া শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।—বাঙ্গলা ভাষাতে ব্যঞ্জন-বর্ণের মধ্যে জ, য; ও ন, ণ; এবং শ, ষ, স; এই তিন স্থানে, আর স্বরবর্ণ মধ্যে ইকার ও ঈকার, এবং উকার ও ঊকার, এই দুই স্থলে, কোন্ বর্ণের ব্যবহার হইয়াছে তাহা উচ্চারণদ্বারা বুঝা যায় না। এই কয়েকটি স্থলেই বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। তৎপ্রতি ছাত্রগণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য। অবশিষ্ট সকল স্থলে উচ্চারণদ্বারাই বর্ণ-বিন্যাস অনুভূত হইয়া থাকে।

আ-কার শিক্ষা সম্বন্ধে যে সাতটী প্রক্রিয়া বিবৃত হইয়াছে, অবশিষ্ট স্বর-গুলি সম্বন্ধেও ঐ সমস্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে যে অধিক সময় ব্যয় ও বৃথা পরিশ্রম হইবে এমত নহে। ঐ সমস্ত প্রক্রিয়া অনুসারে দুই তিনটি স্বরবর্ণ উত্তমরূপে শিক্ষা দিলে, অবশিষ্ট বানান সম্বন্ধে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রক্রিয়া গুলি সমাধা হইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার জন্য প্রত্যেক স্বরবর্ণ সম্বন্ধেই সমস্ত প্রক্রিয়ার অনুযায়ী অভ্যাস করান কর্ত্তব্য।

২। য, র ইত্যাদি ফলা।

বানান শিক্ষা সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রক্রিয়ার উল্লেখ হইয়াছে, য, র, ল ইত্যাদি ফলাও সেই সমস্ত প্রক্রিয়া অনুসারেই শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। যে সকল বর্ণে ফলা যোগ করিলে সহজে উচ্চারণ হইতে না পারে, অথবা যাহা ভাষাতে সচরাচর ব্যবহৃত না হয়, তৎসমুদয় পরিত্যাগ করা উচিত। ছাত্রগণ আপন আপন লেখা পাঠ করিবার সময় প্রথমে "কয় য-ফলা ক্য" "খয় য ফলা খ্য" ইত্যাদি আর্য্যাসহকারে পাঠ করিবে, পরে আর্য্যা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ক্য, খ্য ইত্যাদি উচ্চারণ করিবে।

প্রত্যেক ফলা শিক্ষা হইলে, শিক্ষক সেই ফলা-যুক্ত কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণে আকার ইকার উকার প্রভৃতি স্বর সংযোগ করিয়া, প্রথমতঃ ছাত্রগণদ্বারা উচ্চা-রণ করাইবেন,কোন ছাত্র না পারিলে, স্বয়ং উচ্চারণ পূর্ব্বক, তাহাকে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উচ্চারণ করাইয়া, শিক্ষা দিবেন। তৎপর ঐরূপ বর্ণযুক্ত কতকগুলি শব্দ পাঠ করাইবেন। অবশেষে সেইরূপ কতকটি শব্দ বলিয়া দিয়া ছাত্রদিগকে নিজ নিজ স্লেটে লিখাইবেন। যথা ক্য,খ্য বা ক্র, খ্র ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার পর, ক্যা, ক্রা, প্রি, প্রু ইত্যাদি কতকগুলি বর্ণ উচ্চারণ, এবং তৎসমন্বিত শব্দ পঠন ও লিখন, অভ্যাস করান কর্ত্তব্য।

কোন কোন বর্ণে ফলা যোগ করিলে, অথবা ফলাযুক্ত বর্ণে উকার যোগ করিলে, যে সংযুক্ত বর্ণগুলি রূপান্তরিত করিয়া লেখা হয়, তাহা বলিয়া দিয়া সেই রূপান্তরিত বর্ণ লিখিবার অভ্যাস করান উচিত।

য, র প্রভৃতি ফলা উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়ার সময় ছাত্রগণ ক্য স্থলে কিয়,

অথবা কু, ক্র স্থলে কর, কন ইত্যাদি উচ্চারণ না করে শিক্ষকের তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। উত্তমরূপ শিক্ষা না হইলে ছাত্রগণ আপনা হইতে ঐরূপ উচ্চারণ শিক্ষা করিয়া থাকে।

যেমন ক ও আ এই দুই বর্ণের সংযোগ দ্বারা কা হয়, সেইরূপ ক্যা এই বর্ণে ক্ য্ আ; এবং ক্রা এই বর্ণে ক্ র্ আ আছে। এই বিষয়টি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়া, এবং ছাত্রদিগের দ্বারা বারংবার কতকগুলি সংযুক্তবর্ণ বিযুক্ত করাইয়া, শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

৩। অন্য সংযুক্ত বর্ণ।

যাহাকে সচরাচর "আঙ্ক" ফলা ও "আঙ্ক" ফলা কহে, অর্থাৎ ঙ ঞ প্রভৃতি অনুনাসিক বর্ণের পর স্বস্ব বর্গীয় বর্ণ যোগ করিলে, এবং স, দ প্রভৃতির পর অন্যান্য বর্ণ যোগ করিলে, যে সমুদয় সংযুক্ত বর্ণ উৎপন্ন হয়, তৎসমুদয়, এবং তৎপর দ্বিত্বভাবাপন্ন বর্ণ ও অন্য সংযুক্ত বর্ণ, যথা—ক্ষ ক্ত চ্ছ জ্ঞ ইত্যাদি, উপরের লিখিত প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু পূর্ব্বের অভ্যাসহেতু ছাত্রগণ অতি শীঘ্রই এই সমস্ত বর্ণ শিক্ষা করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং এই সময়ে উপরের লিখিত সাতটী প্রক্রিয়া কতক অংশে বর্জ্জ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক সংযুক্ত বর্ণ বারংবার উচ্চারণ ও তৎসমন্বিত শব্দ পঠন ও লিখন বিশেষরূপে অভ্যাস করান আবশ্যক।

যে সকল সংযুক্ত বর্ণ সহজে উচ্চারিত হইতে না পারে, এবং সচরাচর ভাষাতে ব্যবহৃত না হয়, নিয়ম বা বর্ণের শৃঙ্খলার অনুরোধে তাহা শিক্ষা দেওয়া অকর্ত্তব্য। প্রথমে "ঙ ক আঙ্ক" "স, ক আঙ্ক" ইত্যাদি আর্য্যাসহ সংযুক্ত বর্ণগুলি পাঠ করান কর্ত্তব্য। পরে ছাত্রগণ আর্য্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ঙ্ক স্ক ইত্যাদি বর্ণমাত্র উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু অন্য বর্ণ হইতে বিযুক্ত অবস্থাতে এই সকল সংযুক্ত বর্ণ উচ্চারণ করা কঠিন বলিয়া, তৎসমন্বিত শব্দ পাঠের সময়ই উচ্চারণের শুদ্ধতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করা আবশ্যক।

এই সকল সংযুক্তবর্ণে বানান ও ফলা ইত্যাদি মিলিত হইলে যে রূপ হয় তাহা বারংবার উচ্চারণ, ও তৎসমন্বিত শব্দ পঠন ও লিখন দ্বারা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। আর যেসকল সংযুক্ত বর্ণ, বানান ও ফলা যোগে রূপান্তরিত হয়, তৎসমুদয় ছাত্রগণকে দেখাইয়া দিয়া, এবং বারংবার লিখাইয়া উত্তমরূপে অভ্যাস করান উচিত।

উল্লিখিতরূপ সংযুক্ত বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ করিবার সময় প্রথমে আ কার যোগ না করিলে সহজে উচ্চারণ করা যায়না। এইহেতু ছাত্রগণকে "আঙ্ক" "আঙ্ক" ইত্যাদি আকারেই উচ্চারণ করিতে দেওয়া আবশ্যক,

কিন্তু শব্দ মধ্যে সংযুক্তবর্ণগুলি পাঠ করিবার সময় যাহাতে ছাত্রগণ "আঙ্ক-" "আস্ক" ইত্যাদি না বলিয়া প্রকৃত উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়, তৎপ্রতি শিক্ষকের বিশেষ মনোযোগ রাখা কর্ত্তব্য।

প্রত্যেক সংযুক্তবর্ণ শিক্ষা দিবার সময়, তাহা ভাঙ্গিয়া বর্ণগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ; যথা স্ক এইবর্ণে স্ ক্ অ, এবং ক্তি এইবর্ণে ক্ ত্ ই, ইত্যাদি পৃথক্ করিয়া, দেখাইয়া দিয়া, এবং ছাত্রগণকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদিগেরদ্বারা বর্ণগুলি পৃথক্ করাইয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত।

প্রত্যেক বর্ণ স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিতে বিশেষ মনোযোগ সহকারে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেক সময় বালকগণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণ একত্র জড়িত করিয়া উচ্চারণ করে। এই দোষ না জন্মিতে পারে প্রথম অবধিই তৎপ্রতি শিক্ষকের মনোযোগ রাখা আবশ্যক। আর বর্ণগুলি সংযুক্ত হইলে যেরূপে তাহাদিগের পরিবর্ত্তন হয়, প্রত্যেকস্থলেই তাহা বলিয়া দিয়া, এবং ছাত্রগণ দ্বারা কতকবার লিখাইয়া, শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

মন্তব্য।—সংযুক্ত বর্ণ শিক্ষা সম্বন্ধে তদ্রূপ বর্ণবিশিষ্টশব্দ পঠন ও লিখনই বিশেষ প্রয়োজনীয় ; কারণ শব্দ মধ্যে বারংবার পাঠ না করিলে, পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণদ্বারা সংযুক্তবর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ শিক্ষা করা যায় না ; এবং সেই উচ্চারণ ভালরূপে সংস্কারবদ্ধ হয় না ; আর বিশুদ্ধরূপে শব্দ উচ্চারণের অভ্যাসও জন্মেনা। এই জন্য উপরিউক্ত সাতটী প্রক্রিয়ার মধ্যে চতুর্থ অবধি সপ্তম প্রক্রিয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়।—শব্দপঠন ও শব্দলিখন সম্বন্ধে, অসংযুক্ত বর্ণ শিক্ষা উপলক্ষে যে সকল মন্তব্য উক্ত হইয়াছে, সংযুক্ত বর্ণ বিশিষ্ট শব্দপাঠ ও শব্দলিখন সময়েও সেই সমুদয় নিয়ম প্রতিপালন করা আবশ্যক। —ইউরোপীয় বর্ণমালাতে অনেকস্থলে বর্ণেরনাম ও উচ্চারণ এত ভিন্ন যে সেই নাম শুনিয়া উচ্চারণের কিছুই আভাস পাওয়া যায় না। এই নিমিত্ত, ইউরোপীয় বর্ণমালা শিক্ষার জন্য "ধ্বনিধারা" নামক নিয়ম অবলম্বিত হইয়া থাকে। এদেশীয় বর্ণমালাতে প্রত্যেক বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণই বর্ণের নাম, কেবল প্রত্যেক ব্যঞ্জনবর্ণে অকার যোগ করিয়া তাহা উচ্চারণ করা হয়। এই বিষয়টিমাত্র বুঝাইয়া দিলে বর্ণের নাম দ্বারাই তাহার উচ্চারণের পরিচয় হইয়া থাকে। সুতরাং এদেশীয় বর্ণমালা শিক্ষা দিতে "ধ্বনিধারা" অবলম্বন করা আবশ্যক নহে।

তৃতীয় অধ্যায়। সাহিত্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ। সাহিত্য শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য।

সচরাচর যাহাকে সাহিত্য শিক্ষা বলা যায়, তদ্দ্বারা পাঁচটি ভিন্নভিন্ন উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়।—প্রথম, ভাষাবোধ অর্থাৎ লিখিত ভাষা পাঠ করিয়া লেখকের উদ্দিষ্ট ভাব বুঝিবার ক্ষমতা লাভ।—দ্বিতীয়, রচনাশক্তি, অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভাষাতে নিজ মনের ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা লাভ।—তৃতীয়, বিষয়জ্ঞান, অর্থাৎ নানা বিষয় সম্পর্কীয় বিবরণ পাঠ করিয়া ও সেই সমুদয় বিষয় প্রত্যক্ষ, পরীক্ষা, আলোচনা বা চিন্তা করিয়া তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।—চতুর্থ, মনোবৃত্তির বিকাশ, অর্থাৎ জ্ঞানলাভ কার্য্যের সঙ্গেসঙ্গে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, কার্য্যকারণাদি সম্বন্ধবোধ, যুক্তিপ্রয়োগশক্তি, প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কীয় যাবতীয় মানসিক ক্ষমতা বর্দ্ধন।—পঞ্চম, জ্ঞানতৃষ্ণার উদ্রেক অর্থাৎ শিক্ষণীয় বিষয় সমুদয়ের পাঠ ও আলোচনা দ্বারা তৎসম্বন্ধে কুতূহল বা অধিকতর জ্ঞান লাভ করিবার স্পৃহা বর্দ্ধন, এবং সেই জ্ঞানলাভ কার্য্যে- নিযুক্ত থাকিয়া অন্য কার্য্য অপেক্ষা অধিকতর সুখানুভব করিবার অভ্যাস।

উপরিউক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ভাষাবোধ ও রচনাশক্তিই, সাধারণতঃ সাহিত্যশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। বাস্তবিকও ভাষাজ্ঞান লাভ করাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাহিত্যশিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু সাহিত্যশিক্ষা উপলক্ষে যে সকল গদ্য ও পদ্যময় প্রবন্ধ পাঠ করিতে হয়, তাহাতে নানা-বিষয় সম্পর্কে ছাত্রগণের সাধারণ জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এইহেতু নানা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাও সাহিত্যশিক্ষার অন্যতর উদ্দেশ্য স্বরূপ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য; এবং যাহাতে ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে ঐরূপ বিষয়-জ্ঞান শিক্ষা হইতে পারে, সাহিত্য শিক্ষোপযোগী পুস্তক রচয়িতা এবং সাহিত্যের শিক্ষক মহাশয়দিগের তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি ও যত্ন থাকা আবশ্যক।

যেস্থলে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি অনুসারে প্রাথমিক বিজ্ঞান, অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞান, শিক্ষা না হয়, তথায় সাহিত্যশিক্ষা উপলক্ষেই ছাত্রগণের যাহা কিছু বিষয়জ্ঞান শিক্ষা হইয়া থাকে। আর উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সাহিত্য শিক্ষা হইলে তদ্দ্বারা যে বিষয়জ্ঞান জন্মে সেই জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই মনোবৃত্তির বিকাশ, এবং জ্ঞানোপার্জ্জনের স্পৃহা বৃদ্ধি, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চতুর্থ ও পঞ্চম উদ্দেশ্য সংসাধিত

হয়। এই হেতুই সাহিত্যশিক্ষা সহকারে বিষয়জ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয়তা এত অধিক।

সাহিত্যশিক্ষা কয়েকটি পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গে বিভক্ত। ভিন্নভিন্ন অঙ্গের শিক্ষা দ্বারা উপরিউক্ত ভিন্নভিন্ন উদ্দেশ্যগুলি সংসাধিত হইয়া থাকে। উপন্যাস, ইতিবৃত্ত, নীতি বা বিজ্ঞান ঘটিত অথবা কল্পনামূলক গদ্য বা পদ্যময় প্রবন্ধ অধ্যয়ন, সাহিত্যশিক্ষার প্রধান অঙ্গ। প্রবন্ধ অধ্যয়ন উপলক্ষে, প্রথমতঃ, বিশুদ্ধরূপ পঠন শিক্ষা হয়। তাহাতে বিশুদ্ধ প্রণালীতে বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক মনোগত ভাবপ্রকাশ করা সম্বন্ধে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, শব্দার্থ শিক্ষা ও বাক্যের তাৎপর্য্যবোধের অধিকার হয়। তাহাতে প্রথম উদ্দেশ্য এবং যথোপযুক্ত শব্দ ব্যবহার ও বাক্য রচনাদ্বারা ভাব প্রকাশ করা সম্বন্ধে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়। তৃতীয়তঃ, প্রবন্ধ অধ্যয়ন উপলক্ষে প্রবন্ধ বর্ণিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হয়। যদি বিজ্ঞান ঘটিত প্রবন্ধ, অর্থাৎ নানারূপ পদার্থ দৃশ্য বা প্রাকৃতিক ঘটনার বিবরণ, অধ্যয়ন করিবার সময়, ছাত্রগণ, যতদূর হইতে পারে, সেই সমুদয় বিষয় এবং তৎসংসৃষ্ট ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ পরীক্ষা বা অন্যরূপে আলোচনা করিতে পারে,—যদি ইতিবৃত্ত, নীতি, উপন্যাস প্রভৃতি ঘটিত প্রবন্ধ অধ্যয়ন সময়ে তদ্বর্ণিত বিবরণ, তৎসমুদয়ের কার্য্যকারণাদি সম্বন্ধ, এবং তদন্তর্গত কর্ত্তব্যোপদেশ বা মনোহর চিন্তা সমুদয় আয়ত্ত করিতে পারে,—তাহা হইলে বহুল পরিমাণে জ্ঞানলাভ হয়। উৎকৃষ্ট পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা হইলে, মনোবৃত্তির চালনা দ্বারা স্বকীয় চেষ্টায় জ্ঞানোপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা জন্মে। পরন্তু তদ্দ্বারা অধিকতর জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য স্পৃহা উত্তেজিত হইয়া থাকে। ইহাতে সাহিত্যশিক্ষার উপরিউক্ত তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়।

সাহিত্যশিক্ষার অন্য এক অঙ্গ ব্যাকরণ। যে যে রীতিতে বর্ণ গ্রথিত হইয়া শব্দ রচিত হয়, এবং শব্দযোজনাদ্বারা বাক্য রচিত হয়, সেই সমস্ত রীতিই ব্যাকরণের নিয়ম বলিয়া কথিত হয়। কবিতা রচনার নিয়ম অর্থাৎ অলঙ্কার শাস্ত্রও ব্যাকরণের শাখা স্বরূপ। ব্যাকরণ শিক্ষাদ্বারা ভাষা বোধ বিষয়ে সাহায্য হয়; আর ব্যাকরণের নিয়ম সম্বন্ধে সম্যক্ সংস্কার না থাকিলে প্রশুদ্ধ রচনার ক্ষমতা জন্মিতে পারে না। এই হেতু উপরিউক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের সম্যক্ সংসাধন জন্য ব্যাকরণ শিক্ষা আবশ্যক।

সাহিত্য শিক্ষার আর এক অঙ্গ রচনার অভ্যাস। শব্দার্থজ্ঞান ও বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিবার ক্ষমতা জন্মিলে, অথবা ব্যাকরণের নিয়ম অবগত থাকিলেই যে, প্রশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে ভাব ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা জন্মে এমত নহে। তজ্জন্য বহুল পরিমাণে অভ্যাস আবশ্যক। উৎকৃষ্ট রচনা দেখিয়া, তদনুরূপ ভাষাতে মনের ভাব ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে বারংবার রচনা করিলে,

এবং সেই রচনাতে যে সমস্ত ভুল হয়, তৎসমুদয় সংশোধনের পর, সংশোধিত অংশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পুনঃপুনঃ রচনার অভ্যাস করিলে, অবশেষে পরিশুদ্ধ রচনার ক্ষমতা জন্মে। ইহাতে সাহিত্য শিক্ষার উপরিউক্ত দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়।

সাহিত্য শিক্ষার অবশিষ্ট অঙ্গ শ্রুতলিপি ও আদর্শলিপির অভ্যাস। প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী শিক্ষাদ্বারা, যথোপযুক্ত বর্ণ প্রয়োগ পূর্ব্বক সমুদয় শব্দ লিখিবার শক্তি, অর্থাৎ প্রশুদ্ধ বর্ণবিন্যাসের ক্ষমতা, সম্যকৃরূপে জন্মে না। তজ্জন্য শব্দের ধ্বনি শুনিয়া তাহা শুদ্ধরূপে লিখিবার, অর্থাৎ শ্রুত লিপির, বহুপরিমাণ অভ্যাস করান আবশ্যক। আর কেবল বর্ণজ্ঞান জন্মিবার জন্য যে পরিমাণ লেখার অভ্যাস আবশ্যক, তাহাতে উৎকৃষ্ট হস্তলিপির ক্ষমতা জন্মে না, তদর্থ উৎকৃষ্ট আদর্শ দেখিয়া লিখিবার অভ্যাস ও পুনঃপুনঃ সংশোধন আবশ্যক। শ্রুতলিপি ও আদর্শলিপির অভ্যাসদ্বারা, শুদ্ধ ও সুন্দর রূপে লিখিয়া মনের ভাব প্রকাশ করা সম্বন্ধে সাহিত্য শিক্ষার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়।

সাহিত্য শিক্ষার যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের বিষয় উক্ত হইল, তাহা এই—প্রবন্ধ অধ্যয়ন উপলক্ষে, পঠন, শব্দার্থ শিক্ষা, ব্যাখ্যা অর্থাৎ বাক্যের তাৎপর্য্য শিক্ষা, এবং বিষয়জ্ঞান; ব্যাকরণ শিক্ষা; এবং রচনা, শ্রুতলিপি, ও আদর্শলিপির অভ্যাস। এই সমুদয় বিষয়ের শিক্ষা, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ও মানসিক শক্তির অভ্যাস ও কার্য্যের উপর নির্ভর করে।

সাহিত্য শিক্ষার উপরিউক্ত অঙ্গ সমুদয়ের মধ্যে পঠন, শ্রুতলিপি ও আদর্শলিপি, দর্শন ও শ্রবণ শক্তির সহিত বাগ্‌যন্ত্রের ও হস্তচালনা শক্তির সংযোগ স্থাপনের উপর নির্ভর করে। তজ্জন্য যে সমস্ত প্রক্রিয়া আবশ্যক তাহা প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। সাহিত্য শিক্ষার সঙ্গেসঙ্গে ছাত্রগণকে সেই সমস্ত প্রক্রিয়া অনুসারে অভ্যাস করান কর্ত্তব্য।

শব্দার্থ শিক্ষা ও বাক্যের তাৎপর্য্য বোধের ক্ষমতা লাভের জন্য মনোমধ্যে শব্দের ও বাক্যের সহিত তদ্বোধ্য বিষয়গুলির এরূপ সুদৃঢ় সংযোগ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক, যেন ভাষা পাঠ করিলে তদ্বোধ্য ভাব আপনা হইতে মনোমধ্যে উদিত হয়, অথবা কোন ভাব মনে উদিত হইলে তাহা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ভাষা বিনা চেষ্টাতেই স্মরণ হইতে পারে।

শব্দের সহিত অর্থের, বা পদার্থের সহিত নামের, কোন স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই; কেবল সকল লোকে সর্ব্বদা একপ্রকার ব্যবহার করে বলিয়াই ঐ সমস্ত সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বাবধি ব্যবহার হইয়া আসিলে মনুষ্য শব্দে গো বুঝাইবার, বা গো শব্দে মনুষ্য বুঝাইবার, কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না।

এ বিষয়ে মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব মনোমধ্যে বারংবার একযোগে উপস্থিত হইলে, তৎসমুদয়ের পরস্পর মধ্যে এরূপ সংযোগ সংস্থাপিত হয় যে, তাহার একটি ভাব মনে হইলে, অপর গুলিও আপনা হইতে মনোমধ্যে উপনীত হয়। ইহাকে ভাব-সংযোগমূলক স্মৃতি বলা যাইতে পারে। শব্দার্থ ও বাক্যার্থ শিক্ষা সম্যক্‌রূপে এই স্মৃতির উপর নির্ভর করে। এই শিক্ষার জন্য পুনঃ পুনঃ একযোগে আলোচনা দ্বারা শব্দ বা বাক্য, এবং তদ্বোধ্য বিষয়, মনোমধ্যে যুগপৎ উপস্থিত করা আবশ্যক।

যেমন পঠন ও লিখন শিক্ষা, বর্ণের বা শব্দের ধ্বনি ও আকৃতির সহিত বাগ্‌যন্ত্রের ও হস্ত চালনা শক্তির সংযোগ স্থাপনের উপর, অর্থাৎ উল্লিখিত ইন্দ্রিয়গণের অভ্যাসমূলক স্মৃতির উপর, নির্ভর করে; সেইরূপ শব্দার্থ ও বাক্যার্থ শিক্ষা, শব্দের বা বাক্যের ধ্বনি ও আকৃতির সহিত তদ্বোধ্য মনোগত ভাবের সম্বন্ধ স্থাপনের উপর, অর্থাৎ ভাব-সংযোগ-মূলক স্মৃতির উপর, নির্ভর করে।

এই হেতু কোন শব্দের বা বাক্যের অর্থ শিক্ষা দিবার সময় তদ্বোধ্য ভাব বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিয়া, বারংবার প্রশ্নজিজ্ঞাসাদ্বারা আলোচনা করা আবশ্যক। কোন শব্দের অর্থ স্বরূপ একটি প্রতিশব্দ, অথবা কোন বাক্যের তাৎপর্য্য স্বরূপ আর একটি বাক্য বলিয়া দিয়া, ছাত্রগণদ্বারা তাহা মুখস্থ করাইলে, উচিত রূপ শিক্ষা হইতে পারে না; কেননা তদ্দ্বারা ছাত্রগণের মনে শব্দ বা বাক্যের সহিত তদ্বোধ্য বিষয়ের সংযোগ স্থাপিত হয় না। বারংবার আবৃত্তি দ্বারা দুইটি শব্দের বা দুইটি বাক্যের ধ্বনির সংযোগ স্থাপিত হয় এই মাত্র। তাহাতে শাব্দিক স্মৃতির কার্য্য দ্বারা একটি শব্দ বা বাক্য মনে হইলে, অপর শব্দ বা বাক্যটি স্মরণ হয় বটে, কিন্তু তাহার বোধ্য বিষয় স্মরণ হয়না। এইরূপ শিক্ষাতে শব্দের ও বাক্যের বোধ্য বিষয়ের সহিত ছাত্রগণের পরিচয় না হওয়াতে তাহাদিগের কিছুমাত্র বিষয়জ্ঞান লাভ হয় না।

প্রবন্ধ অধ্যয়ন সহকারে যে বিষয়জ্ঞান জন্মে, তাহা তিন প্রকার। প্রথমতঃ, প্রবন্ধে উল্লিখিত পদার্থ সমুদায়ের রূপ, শব্দ, গন্ধ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণ, অথবা বর্ণিত দৃশ্য বা ঘটনা সমুদায়ের প্রকৃতি সম্পর্কীয় জ্ঞান, যাহা প্রত্যক্ষ ভিন্ন কেবল বর্ণনা দ্বারা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধ হইতে পারে না। এইরূপ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের অভ্যাস মূলক স্মৃতির উপর নির্ভর করে। এই জ্ঞান লাভ এবং মনোমধ্যে ইহার স্থায়ী স্মৃতি নিবদ্ধ করিবার জন্য, বারংবার বর্ণিত বিষয় সমূহের প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষা আবশ্যক। পদার্থ ও ঘটনা প্রভৃতির স্বরূপ শিক্ষা দিবার জন্য ছাত্রদিগকে দিয়া বর্ণনা মুখস্থ করাইলে কিছুই ফল হয় না, কারণ বর্ণনা মুখস্থ করিলে কেবল বাগ্‌যন্ত্রের অভ্যাস দ্বারা শব্দের সংযোগ মাত্র স্থাপন করা হয়। কিন্তু তাহাতে মনোমধ্যে বর্ণিত বিষয়ের ভাব নিবদ্ধ

মহামহিম শ্রীযুক্ত সবরেজিষ্টার বাহাদুর জিলা ঢাকা।
মহাশয় মহিমাবরেষু।

শ্রীদীননাথ সেন প্রণীত শিক্ষাদান প্রণালী

নামক পুস্তক ইং ১৮৮৩। ৩০ ডিসেম্বর

তারিখে প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে
ইহা আমি নিশ্চিতরূপে বিদিত করিতেছি। ইং ১৮৮৪।
২৩শে জানুয়ারি

ঢাকা-গিরিশযন্ত্র

[illegible]
প্রিণ্টার।

হয়না এবং তাহার সহিত পরিচয়ও জন্মে না। বিষয়ের সহিত পরিচয়ের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষা আবশ্যক। যেস্থলে প্রত্যক্ষ বা পরীক্ষা অসম্ভব, সেস্থলে প্রতিমূর্ত্তি ইত্যাদি প্রদর্শন করা এবং বহুবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা উল্লিখিত বিষয় বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ, কার্য্যকারণাদি সম্বন্ধ বিরহিত সংসৃষ্ট বিষয়ের জ্ঞান; অর্থাৎ কোন স্থানের বা সময়ের সহিত ঘটনার বা ব্যক্তির সম্বন্ধ, বা ঘটনার সহিত পদার্থের গুণের সম্বন্ধ, প্রভৃতি সম্পর্কীয় জ্ঞান। যেমন শব্দের সহিত অর্থের অথবা পদার্থের সহিত নামের সম্বন্ধ, কোন নৈসর্গিক কারণ বশতঃ সংস্থাপিত নহে, সেইরূপ কোন্ সময়ে কোন্ ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, বা কোন্ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, অথবা কোন্ অবস্থাতে কোন্ পদার্থের কি প্রকার গুণ প্রকাশিত হয়, কিংবা কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ পদার্থ দৃষ্ট হয়, ইত্যাদি বিষয়ের সংযোগ, অধিকাংশ স্থলেই, কোন কার্য্যকারণাদি সম্বন্ধমূলক নহে। কেবল ঘটনা বশতই এই সমস্ত বিষয়ের সংযোগ দৃষ্ট হয়। সুতরাং এই সমস্ত বিষয়ের শিক্ষাও শব্দার্থ শিক্ষার ন্যায়, ভাব-সংযোগ-গত স্মৃতির উপর নির্ভর করে।

সেই শিক্ষার জন্য পরস্পর সংযুক্ত বিষয়গুলি বারংবার একযোগে আলোচনা করিয়া, ছাত্রগণের মনে যুগপৎ উপস্থিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে ছাত্রগণের মনে ঐ সমস্ত বিষয়ের এরূপ সংযোগ সংস্থাপিত হয়, যে তাহার এক বিষয় স্মরণ হইলে, অপরাপর বিষয়গুলি আপনা হইতেই মনোমধ্যে উপনীত হয়। বর্ণনা মুখস্থ করিলে যেমন পঠিত বিষয়ের স্বরূপ জ্ঞান জন্মেনা, সেইরূপ পরস্পর সম্বদ্ধ বিষয় সমূহের জ্ঞানও শাব্দিক স্মৃতির সহযোগে লাভ হইতে পারেনা। তজ্জন্য মনোমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সংযোগ স্থাপন আবশ্যক। বারংবার আলোচনা ও প্রশ্নজিজ্ঞাসা ইত্যাদি প্রক্রিয়াই তাহার উপায়।

তৃতীয়তঃ, পঠিত বিষয়ের এবং তৎসম্পর্কিত বা আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের কার্য্যকারণ, সাদৃশ্য, প্রভৃতি নৈসর্গিক সম্বন্ধ ঘটিত জ্ঞান। কোন বিষয় সম্বন্ধে "কি জন্য এরূপ হয়", "ইহার কি ফল", "আর কোন্ স্থলে এরূপ দৃষ্ট হয়", "কি কি কারণে এই বিষয় অমুক বিষয়ের অনুরূপ বা বিপরীত", ইত্যাদি জিজ্ঞাসা সম্ভূত জ্ঞানই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যে মানসিক বৃত্তির কার্য্য দ্বারা এই সমস্ত জ্ঞান উদ্ভাবন করিতে পারা যায়, তাহাকে যুক্তিপ্রয়োগশক্তি, বিবেচনাশক্তি, অথবা সাধারণতঃ বুদ্ধিবৃত্তি বলা গিয়া থাকে।

বুদ্ধি বৃত্তির ধর্ম্ম এই যে, যত অধিক পরিমাণে তাহার কার্য্য হয়, অর্থাৎ যত অধিক পরিমাণে ভিন্নভিন্ন বিষয়ের সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিবার অভ্যাস হয়, ততই তাহার তীক্ষ্ণতা ও দূরদর্শনশক্তি ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। আর যে যে

বিষয় সম্বন্ধে অধিকতর পরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তির অভ্যাস হয়, সেই সেই বিষয় সম্বন্ধেই বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতা জন্মিয়া থাকে। বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ উপলক্ষে হউক, কিম্বা সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন উপলক্ষে হউক যে, ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি অধিক পরিমাণে পরিচালিত হয়, তাহারই যুক্তিপ্রয়োগ দ্বারা কার্য্যকারণাদি সম্বন্ধ উদ্ভাবন করিবার ক্ষমতা, ফলাফল জ্ঞান, বা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা, অধিক হইয়া থাকে। যে বিষয় সম্বন্ধে যে ব্যক্তির বুদ্ধি অধিক পরিমাণে চালিত হয়, সেই বিষয়ে তাহার অধিকতর বোধাধিকার জন্মিয়া থাকে। এই হেতু উল্লিখিত প্রকার জ্ঞান শিক্ষা দান সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই যে, বারংবার প্রশ্নজিজ্ঞাসা করিয়া ছাত্রদিগের নিজের চেষ্টাতেই তাহাদিগের দ্বারা জ্ঞাতব্য কার্য্যকারণ সম্বন্ধাদি উদ্ভাবন করাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

কোন বিষয়ের কার্য্যকারণাদি সম্বন্ধ একবার জানিতে পারিলে, তাহা যে শক্তিদ্বারা স্মরণ রাখিতে পারা যায়, তাহাকে ভাব-সম্বন্ধ-গত স্মৃতি বলা যাইতে পারে। বুদ্ধি বৃত্তির যথোচিত পরিচালনাদ্বারা যেসকল কার্য্যকারণাদি সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করা যায় তদ্বিষয়ক স্মৃতিই স্থায়ী হয়। যদি কোন বিষয়ের নৈসর্গিক সম্বন্ধসূচক জ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য দ্বারা স্বায়ত্ত না হয়, তবে ভাব-সম্বন্ধ-গত স্মৃতির কার্য্য হয় না। এই এই কারণ বশতঃ এই এই বিষয় সংঘটিত হইয়া থাকে, ঐতিহাসিক বিবরণের ন্যায় বারংবার আলোচনা দ্বারা এইরূপ কথাগুলি ভাব-সংযোগ-মূলক স্মৃতির বিষয়ীভূত করিয়া লওয়া যাইতে পারে; অথবা কার্য্যকারণাদি সম্বন্ধ প্রকাশক বাক্যগুলি মুখস্থ করিলে ঐ বিষয় সম্বন্ধে শব্দগত স্মৃতি স্থাপিত হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে কার্য্য ও কারণের স্বাভাবিক সম্বন্ধজ্ঞান জন্মে না, সুতরাং ঐ জ্ঞান সম্যক্‌রূপে আয়ত্তও হয় না।

অধিকাংশ বিষয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে তিন প্রকার স্মৃতিরই কার্য্য হইতে পারে। অর্থাৎ—শাব্দিক স্মৃতি যোগে কোন বিষয়জ্ঞাপক বাক্যগুলি মুখস্থ করা যায়, —সেই বিষয়ের অন্তর্গত কথাগুলি, ইতিহাস শিক্ষার ন্যায় বারংবার আলোচনা করিয়া তৎসমুদয়ের পরস্পর সংযোগ সংস্থাপন পূর্ব্বক, ভাব-সংযোগ-স্মৃতির বিষয়ীভূত করা যায়,—আর বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগদ্বারা ঐ বিষয় সম্পর্কিত কার্য্য-কারণাদি সমুদয় সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া, বিষয়টি ভাব-সম্বন্ধ-গত স্মৃতির বিষয়ীভূত করিয়া লওয়া যায়। এই তিন প্রকার শিক্ষার মধ্যে শব্দগত স্মৃতির কার্য্য নিতান্ত বাহ্য, তাহাতে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না, এবং যাহা শিক্ষা করা যায় তাহার কিছুই স্থায়ি বা কার্য্যকারি হয় না। ভাব-সংযোগ-গত স্মৃতির কার্য্য শব্দগত স্মৃতির কার্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, কারণ তাহাতে মনোগত ভাব গুলির সংযোগ স্থাপিত হয়। কিন্তু তাহাতেও বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য হয় না বলিয়া প্রগাঢ় জ্ঞান জন্মে না, যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। ভাব-সম্বন্ধ-গত স্মৃতির সহযোগে যে বিষয় শিক্ষা

করা যায় তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, তাহা মনোমধ্যে প্রোথিত হয়, এবং সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিগত হইয়া যায়। এই স্মৃতির বিষয়ীভূত জ্ঞান যে কেবল অন্য জ্ঞান অপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী ও কার্য্যকর এমত নহে, তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয়, এবং অধিকতর জ্ঞানলাভের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

উপরিউক্ত কয়েকটি কথা বিবেচনা করিলে ছাত্রগণের শিক্ষা দান বিষয়ে এই সাধারণ নিয়ম উপলব্ধ হইবে যে, প্রত্যেক শিক্ষণীয় বিষয়, যত অধিক পরিমাণে হইতে পারে, ছাত্রগণের বুদ্ধিগত করিয়া দেওয়া আবশ্যক; এবং যাহাতে তাহারা স্ব স্ব বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনাদ্বারা শিক্ষণীয় বিষয়গুলি স্বায়ত্ত করিতে পারে তদ্রূপ প্রণালী অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য।

এই প্রকার জ্ঞান শিক্ষা বুদ্ধিবৃত্তি বা বিবেচনাশক্তির পরিচালনার উপরই নির্ভর করে। নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের নৈসর্গিক সম্বন্ধ অনুভব করিতে না পারিলে, মনে তদ্বিষয়ক সংস্কার জন্মে না। এই হেতু ছাত্রদিগকে নিতান্ত আবশ্যক কথাগুলি মাত্র বলিয়া দিয়া, তাহাদিগেরদ্বারাই এরূপ ভাবে চিন্তা করান কর্ত্তব্য, যেন তাহারা নিজ চেষ্টাতেই সমুদয় জ্ঞাতব্য কথাগুলি উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয়। কোন বিষয় সম্বন্ধে ছাত্রগণ দ্বারা এইরূপ চিন্তা করাইতে হইলে, কৌশল ক্রমে বারংবার প্রশ্নজিজ্ঞাসা করিয়া উচিত পথে তাহাদিগের চিন্তা ধাবিত করিতে হয়। এই জন্য প্রবন্ধ অধ্যয়ন সময়ে যে স্থলেই চিন্তা শক্তির কার্য্য হইবার উপযুক্ত বিষয় পাওয়া যায় সেই স্থলেই ছাত্রগণকে নানারূপ প্রশ্নজিজ্ঞাসা করিয়া, এবং তদ্বিষয় সম্বন্ধে তাহাদিগের সহিত নানারূপ কথোপকথন করিয়া, তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালিত করা, এবং চিন্তা করিবার উপযুক্ত বিষয় পাইলেই চিন্তা করিবার অভ্যাস জন্মান, আবশ্যক।

উপরে যে তিন প্রকার বিষয়জ্ঞানের কথা উল্লেখ করা হইল, তন্মধ্যে এই শেষোক্ত নৈসর্গিক সম্বন্ধ-জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ও অধিকতর প্রয়োজনীয়। সংসারের সমুদয় কার্য্যের ফলাফলই প্রায় সম্পূর্ণরূপে এই জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। আর এই প্রকার জ্ঞানশিক্ষার সঙ্গেসঙ্গেই বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হইয়া থাকে।

ব্যাকরণ ও রচনা সাহিত্য শিক্ষার অবশিষ্ট অঙ্গ। ভাষার ব্যবহার সম্বন্ধীয় রীতিই ব্যাকরণ। ব্যাকরণের সংজ্ঞা ও নিয়ম শিক্ষার্থ, প্রবন্ধ অধ্যয়ন সময়ে পুনঃ পুনঃ ভাষার রীতিগুলি দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমে সেই সমস্ত রীতির সহিত পরিচয় জন্মিলে তৎপর তৎসম্পর্কীয় ব্যাকরণের সূত্র অধ্যয়ন করান কর্ত্তব্য। অবশেষে সেই সমস্ত নিয়ম অনুসারে প্রশুদ্ধরূপে শব্দ ও বাক্য রচনা করান আবশ্যক। যাবতীয় বিষয়েরই নিয়ম শিক্ষা সম্বন্ধে মনের ধর্ম্ম এই যে, বিশেষ বিশেষ স্থল দেখিবার পর মনোমধ্যে সাধারণ

নিয়মের ভাব উৎপন্ন হয়। এই জন্য প্রথমেই, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ স্থল দেখিবার পূর্ব্বেই, সাধারণ নিয়ম শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিলে ছাত্রগণ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। সূত্রের শব্দগুলি ছাত্রগণকে দিয়া মুখস্থ করান যায় বটে, কিন্তু নিয়মের কার্য্য অনুভব করিবার, অথবা তাহা প্রয়োগ করিবার, ক্ষমতা জন্মে না। সাধারণতঃ ব্যাকরণের নিয়ম শিক্ষা ভাব-সম্বন্ধগত স্মৃতির উপর নির্ভর করে; তজ্জন্য ভাষারীতির বিশেষ বিশেষ স্থল প্রদর্শন, এবং তৎসমুদয় সাদৃশ্য বা অসাদৃশ্য নিবন্ধন কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন নিয়মের অন্তর্গত হয় তৎসম্বন্ধে ছাত্রগণের চিন্তাশক্তির পরিচালনা, করা আবশ্যক।

ব্যাকরণের অন্তর্গত কতকগুলি বিষয়ের শিক্ষা ভাব-সংযোগ-মূলক স্মৃতির উপর নির্ভর করে। সংজ্ঞা, ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয়ের অর্থ ও কার্য্য প্রভৃতি যে সকল বিষয়ের নৈসর্গিক সম্বন্ধ নাই, কেবল শব্দের অর্থের ন্যায় ব্যবহার মূলক সম্বন্ধ মাত্র আছে, তৎসমুদয়ের শিক্ষাতে, বারংবার আলোচনাদ্বারা পরস্পর সংযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাব ছাত্রগণের মনে একযোগে উপস্থিত করিয়া, ভাব-সংযোগ-মূলক স্মৃতির কার্য্য দ্বারা তৎসমুদয়ের সম্বন্ধ নিবদ্ধ করা আবশ্যক। ব্যাকরণের অপর কতকগুলি বিষয় মুখস্থ করাইয়া শব্দগত স্মৃতির বিষয়ীভূত করা কর্ত্তব্য। বিশেষ বিশেষ স্থল প্রদর্শন সহকারে ছাত্রগণকে ব্যাকরণের নিয়ম ভালরূপে বুঝাইয়া দিবার পর তাহাদিগের দ্বারা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য সূত্রগুলি বারংবার আবৃত্তিদ্বারা মুখস্থ করান আবশ্যক। তাহা হইলে আবশ্যক স্থলে সূত্রগুলি চিন্তা ব্যতিরেকেও অনায়াসেই মনে উদিত হইতে পারে। আর যে সমস্ত বর্ণ বা শব্দের বিভাগ বা শৃঙ্খলা নৈসর্গিক সম্বন্ধ মূলক নহে, তৎসমুদয়ও মুখস্থ করাইয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত।

রচনার অভ্যাসে, ভাব-সম্বন্ধ-মূলক স্মৃতি, ভাব-সংযোগ-মূলক স্মৃতি, এবং শাব্দিক স্মৃতি, এই তিন প্রকার স্মৃতিরই কার্য্য হইয়া থাকে। ব্যাকরণের নিয়ম প্রয়োগ পূর্ব্বক বাক্যের শুদ্ধাশুদ্ধতা নিরূপণ করা; কোন্ ভাব কি প্রকারে প্রকাশ করিলে ভাল হয়, কোন্ ভাবের পর কোন ভাব ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য, ইত্যাদি বিষয় নিরূপণ করা; প্রথমোক্ত স্মৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য। কিরূপ শব্দসংহতি দ্বারা কোন্ ভাব ব্যক্ত করা আবশ্যক, তাহা ভাব-সংযোগ-মূলক স্মৃতির কার্য্যদ্বারা নিরূপণ করা যায়। আর পঠিত উত্তম উত্তম বাক্য স্মরণ রাখিয়া রচনার মধ্যে উহা উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করিবার শক্তি শব্দগত স্মৃতির উপর নির্ভর করে। এই হেতু রচনা শিক্ষার নিমিত্ত, বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষরূপ চালনা সহকারে প্রবন্ধ অধ্যয়ন, উৎকৃষ্ট বাক্যের আবৃত্তি, ও ব্যাকরণের নিয়ম শিক্ষা দ্বারা ভাষার রীতি সম্পর্কে সুদৃঢ় সংস্কার উৎপাদন, করা উচিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। প্রবন্ধ অধ্যয়ন।

পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ পঠন ও লিখন অভ্যাস করাইবার সময় যেমন সেই সমস্ত বর্ণঘটিত শব্দ পঠন ও লিখন শিক্ষা দিতে হয়, সেইরূপ শব্দপঠন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সমস্ত শব্দে রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পড়ান আবশ্যক। প্রথমে ছাত্রগণের বিশেষ পরিচিত অতি সহজ সহজ বিষয়সম্বন্ধীয় প্রবন্ধই পড়ান কর্ত্তব্য, তৎপর ছাত্রগণের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাশক্তির বৃদ্ধিসহকারে তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বাহ্যপদার্থ ও নৈসর্গিক ঘটনা বা সাংসারিক ব্যাপার সম্বন্ধীয় অধিকতর জটিল বিষয়ঘটিত প্রবন্ধ পড়াইতে হয়। আর এই প্রকার বিষয়জ্ঞান প্রদায়ক প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস, জীবনচরিত ও ইতিহাস ঘটিত দৃষ্টান্ত সহকৃত সহজ ও সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য সাংসারিক নীতিশিক্ষোপযোগী গদ্য বা পদ্যময় প্রবন্ধ, এবং মনোহর বর্ণনাত্মক ও সর্ব্বদা স্মর্ত্তব্য নীতিপূর্ণ কবিতা ইত্যাদি অধ্যয়ন করান কর্ত্তব্য।

প্রবন্ধ অধ্যাপন সম্বন্ধে শ্রেণীতে পাঠ দেওয়া ও পাঠ লওয়া এই দুইটি মূল প্রক্রিয়া হইয়া থাকে। পাঠ দেওয়ার সময়ই প্রকৃতরূপে শিক্ষাদান হওয়া উচিত। পাঠ লওয়ার সময় পরীক্ষা গৃহীত হয়। এই পরীক্ষা গ্রহণ সময়েও বহু পরিমাণ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। প্রতিদিন শ্রেণীতে কতক সময়ের মধ্যে পূর্ব্বদিনের পাঠ গ্রহণ করিয়া নূতন পাঠদানকার্য্যে তদপেক্ষা অধিকতর সময় ব্যয় করা কর্ত্তব্য। প্রথম শিক্ষার সময়ে ছাত্রগণকে অধিক পরিমাণে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক হয় বলিয়া প্রতিদিন এই উভয়বিধ কার্য্য সম্পাদন করিবার সময় থাকে না। সেই সময়ে একদিন কেবল পড়া দিয়া, তৎপর দিন পড়া লওয়া কর্ত্তব্য।

১। পাঠ দেওয়ার প্রণালী।

প্রথম প্রক্রিয়া।—যে প্রবন্ধটি পাঠ দিতে হইবে, শিক্ষক তাহার কিছু কিছু করিয়া প্রত্যেক ছাত্রকে দিয়া পড়াইবেন; এবং পঠন সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত মন্তব্যের বর্ণিত নিয়মানুসারে ছাত্রগণের উচ্চারণ, স্বরের বিরাম ও ভঙ্গি, সম্বন্ধে যাহা যাহা আবশ্যক, তৎসমুদায় সংশোধন করিবেন; আর আবশ্যকতানুসারে স্বয়ং বারংবার পাঠ করিয়া দেখাইয়া দিবেন। এইরূপে সমুদয় প্রবন্ধটি পড়াইয়া শেষ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া।—ছাত্রগণকর্ত্তৃক প্রবন্ধটি একবার উত্তমরূপে পঠিত হইলে শিক্ষক তাহার প্রথম বাক্যটি শ্রেণীর প্রথম বালকদ্বারা পুনরায় পাঠ করাইবেন, এবং ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য কি তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন। ঐ বাক্যমধ্যে যেসকল শব্দ বা বাক্যাংশ পূর্ব্বে পঠিত হইয়াছে, ছাত্রদ্বারা

তাহার অর্থ বলাইয়া লইয়া, নূতন শব্দ ও বাক্যাংশগুলির অর্থ শিক্ষক বলিয়া দিলে, ছাত্র বাক্যের তাৎপর্য্য বলিতে সমর্থ হইবে। যদি সমর্থ না হয়, তবে পৃথক্ পৃথক্ বাক্যাংশের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া, অথবা আবশ্যক হইলে বলিয়া দিয়া, এবং কৌশলক্রমে প্রশ্ন জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক, ভিন্ন ভিন্ন বাক্যাংশ একত্র করিলে সমুদয় বাক্যের তাৎপর্য্য কি হইল, তাহা ছাত্রদ্বারা বলাইয়া লইতে চেষ্টা করিবেন। যদি ঐ ছাত্র কোন পূর্ব্বপরিচিত শব্দের অর্থ অথবা কোন সহজবোধ্য তাৎপর্য্য বলিতে না পারে, তবে শিক্ষক ক্রমান্বয়ে অন্যান্য ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদিগেরদ্বারা বলাইয়া লইবেন। এইরূপে একটি বাক্যের ব্যাখ্যা শেষ হইলে শিক্ষক ক্রমে অন্যান্য ছাত্রদ্বারা পরবর্ত্তী বাক্যগুলির ব্যাখ্যা করাইবেন।

তৃতীয় প্রক্রিয়া।—তৎপর পাঠ্যমধ্যে যেসকল নূতন শব্দ থাকে শিক্ষক স্বয়ং তৎসমুদয়ের অর্থ পুনরায় ভালরূপে বুঝাইয়া দিবেন, এবং সেই সমস্ত শব্দ ও তাহার অর্থ ছাত্রগণের হস্তলিখিত অর্থবহিতে লিখাইয়া দিবেন। যেসমস্ত বাক্যাংশের অর্থ দুর্ব্বোধ্য, তাহাও ভালরূপে বুঝাইয়া দিয়া অর্থসহ উক্ত বহিতে লিখাইয়া দেওয়া আবশ্যক। অতি সহজবোধ্য ও ছাত্রগণের পূর্ব্বপরিচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দদ্বারা পরিষ্কাররূপে শব্দ ও বাক্যাংশগুলির ভাব ব্যক্ত করিয়া লিখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। মুদ্রিত অর্থের বহি ব্যবহার করিলে ছাত্রগণের লিখন ও অভিনিবেশশক্তির অভ্যাস হয় না। অতএব ঐরূপ মুদ্রিত অর্থপুস্তক ব্যবহার করিতে দেওয়া অনুচিত। ছাত্রগণ স্বয়ং অর্থ লিখিলে তদ্বিষয়ে তাহাদিগের যেমন সংস্কার জন্মে, অন্যের লিখিত অর্থ পাঠ করিলে তেমন শিক্ষা হয় না।

চতুর্থ প্রক্রিয়া।—তৎপর শিক্ষক স্বয়ং প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া, পাঠের অন্তর্গত বাক্য সমুদয়ের কতক অংশ সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, কতক বা স্বয়ং বলিয়া দিয়া, বাক্যগুলির তাৎপর্য্য ছাত্রগণকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিবেন। প্রত্যেক বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিবার পর, যেরূপে, অর্থাৎ যে যে কথাদ্বারা, সেই তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে হইবে, তাহাও বলিয়া দিবেন, এবং ছাত্রগণদ্বারা তাহার পুনরুক্তি করাইবেন।

পঞ্চম প্রক্রিয়া।—ব্যাখ্যা বলিয়া দিবার পর, শিক্ষক পাঠের অন্তর্গত বিষয়গুলি এবং তদানুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় লইয়া ছাত্রগণের সহিত এরূপভাবে বহু পরিমাণে আলোচনা করিবেন, যেন তদ্দ্বারা তাহাদিগের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাশক্তির বৃদ্ধি হইতে পারে। এইরূপে বিষয়জ্ঞান শিক্ষা দিবার সময় শিক্ষক কথা প্রসঙ্গে ছাত্রগণকে বারংবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন তাহারা তাঁহার বর্ণিত বিষয়গুলি ভালরূপে বুঝিতেছে কি না। ব্যাখ্যা ও বিষয়জ্ঞান শিক্ষাদান উপলক্ষে শিক্ষক পুস্তকের অতিরিক্ত যেসকল বিষয়

বলিয়া দেন,ছাত্রগণ সাহিত্য শিক্ষাতে কতকদূর অগ্রসর হইলে পর,অর্থ পুস্তক ভিন্ন পৃথক্ আর একখানা বহিতে, তাহার চুম্বক বা স্মরণার্থ টীকা লিখিয়া রাখা তাহাদিগের কর্ত্তব্য।

ষষ্ঠ প্রক্রিয়া।—পাঠ বুঝাইয়া দেওয়া শেষ হইলে পাঠের মধ্য হইতে, ছাত্রগণের শিক্ষিত ব্যাকরণের নিয়ম সমুদয়ের দৃষ্টান্তস্থলগুলি উল্লেখ পূর্ব্বক শিক্ষক তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং আলোচনা করিবেন।

মন্তব্য।—প্রথম শিক্ষার সময় পাঠ দেওয়া সম্পর্কীয় সমুদয় প্রক্রিয়ারই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। পরে,ছাত্রগণ ক্রমে অগ্রসর হইলে কোন কোন প্রক্রিয়া খর্ব্ব করা যাইতে পারে। পঠন একরূপ অভ্যস্ত হইলে, তৎসম্পর্কিত প্রক্রিয়া অনেক অংশে পরিত্যক্ত হইতে পারে। অর্থবহিতে অর্থ লিখাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে, শিক্ষক সমুদয় শব্দের অর্থ লিখাইয়া না দিয়া, ক্রমে ছাত্রগণদ্বারা অভিধান দেখিয়া অর্থ লিখিবার অভ্যাস করাইবেন। শব্দার্থ ও বাক্যার্থ বুঝাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে শিক্ষক ক্রমেই ছাত্রগণকে অল্প পরিমাণে বলিয়া দিয়া, অধিকপরিমাণে প্রশ্নজিজ্ঞাসাদ্বারা, তাহাদিগের নিজ চেষ্টাতেই বুঝিবার অভ্যাস করাইবেন। ব্যাকরণের শিক্ষা যতই অধিক হইতে থাকে, ততই ব্যাকরণের প্রশ্নদ্বারা বাক্যান্তর্গত শব্দগুলির পরস্পর সম্বন্ধ বুঝাইয়া দিয়া, সেই সম্বন্ধ হইতে বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিয়া লইবার অভ্যাস করান কর্ত্তব্য।

২। পাঠশিক্ষা সম্বন্ধে ছাত্রগণের কর্ত্তব্য।

প্রবন্ধ অধ্যয়ন সময়ে উপরিউক্ত প্রণালীতে পাঠ প্রদত্ত হইলে, ছাত্রগণ বিদ্যালয়েই সমুদয় বিষয়ের শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হয়। বিদ্যালয়ে সমুদয় বিষয় শিক্ষা না দিলে, ছাত্রগণের উত্তমরূপ শিক্ষা হইতে পারে না। যে শিক্ষক পাঠ্য প্রবন্ধের কতকদূর দেখাইয়া দিয়া, ছাত্রগণকে বাড়ী হইতে শিখিয়া আসিতে বলেন, তিনি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম অন্যের উপর নিক্ষেপ করেন। উপরিউক্ত প্রণালীতে পাঠ দেওয়া হইলে ছাত্রগণ বাটীতে নিম্নলিখিত রূপে শিক্ষিত বিষয়ের পুনরালোচনা করিবে। ছাত্রগণের বাড়ীতে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য এই যে, শিক্ষক পাঠ দিবার সময় যে সমুদয় শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা তাহারা বারংবার স্মরণ করিয়া মনোমধ্যে তদ্বিষয়ে দৃঢ় সংস্কার বদ্ধমূল করিতে চেষ্টা করিবে। আর যে সকল বিষয়ের শিক্ষা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে, তৎসমুদয় অভ্যাস করিবে।

প্রথমতঃ।—শিক্ষক যে প্রকারে পাঠ করিতে দেখাইয়া দিয়াছেন, ছাত্রগণ বাড়ীতে সেই প্রণালীতে বারংবার উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবে। উচ্চৈঃস্বরে পড়িবার আবশ্যকতা এই যে তাহাতে বাগ্‌যন্ত্রের জড়তা দূর হয়, এবং যথোচিত অভ্যাস হয়। পঠন শিক্ষা সময়ে পাঠ্য প্রবন্ধটি ছাত্রগণ যত

অধিকবার উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবে, ততই তাহাদিগের উত্তমরূপে পড়িবার অভ্যাস হইবে।

দ্বিতীয়তঃ।—হস্তলিখিত অর্থপুস্তকে যে সকল শব্দের ও বাক্যাংশের অর্থ শিক্ষক লিখাইয়া দিয়াছেন, তৎসমুদয় ছাত্রগণ দ্বিতীয় একখানা পরিষ্কৃত অর্থপুস্তকে পরিষ্কাররূপে লিখিবে। শিক্ষক অর্থ লিখাইয়া দিবার সময় ত্রস্ত লিখন নিবন্ধন অনেক স্থলে কাটা ও অপরিষ্কার লেখা হওয়া সম্ভব, এই হেতু পুনরায় সেই অর্থ বাড়ীতে পরিষ্কাররূপে অন্য বহিতে লেখা আবশ্যক। ইহাতে অর্থশিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ উপকার হয়, এবং প্রশুদ্ধ হস্তলিপিরও অভ্যাস জন্মে।

তৃতীয়তঃ।—ছাত্রগণ নির্দ্দিষ্ট পাঠের প্রথম অবধি আরম্ভ করিয়া এক একটি বাক্য পাঠ করিবে এবং তাহার অর্থ চিন্তা করিবে,অর্থাৎ শ্রেণীতে পাঠ দিবার সময় শিক্ষক কি প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিবে। এইরূপে চিন্তা করিলে বাক্যের অন্তর্গত কোন্ কোন্ শব্দের অর্থ ছাত্রগণের শিক্ষা হয় নাই তাহা প্রকাশ পাইবে। তখন তাহারা সেই সমুদয় শব্দের অর্থ, অর্থবহিতে দেখিয়া লইবে। এইরূপে একটি বাক্যের অর্থ স্মরণ করিবার এবং তদন্তর্গত নূতন শব্দ গুলির অর্থ শিক্ষা করিবার পর ছাত্রগণ ক্রমে অন্যান্য বাক্যের তাৎপর্য্যও ঐ প্রকারে শিক্ষা করিবে। এইরূপে নির্দ্দিষ্ট পাঠটি আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বারংবার অর্থচিন্তা সহকারে পড়া আবশ্যক। অবশেষে, সমুদয় অপরিচিত শব্দের অর্থ শিক্ষা হইয়া গেলে, অর্থপুস্তক না দেখিয়াই ছাত্রগন সমুদয় বাক্যের তাৎপর্য্য স্মরণ করিতে সমর্থ হইবে। কোন্ কোন্ শব্দের বা বাক্যাংশের অর্থ জানা নাই, বাক্যের তাৎপর্য্য চিন্তাদ্বারা তাহা নিরূপণ করিয়া লওয়াতে ছাত্রগণের মনোবৃত্তির বিকাশ হইয়া থাকে। অর্থপুস্তক আবৃত্তিদ্বারা শব্দার্থ মুখস্থ করিলে সেই প্রকার ফল লাভ হয় না।

চতুর্থতঃ।—উক্তরূপ অভ্যাসদ্বারা শব্দার্থ শিক্ষা হইলে, ছাত্রগণ পুনরায় পাঠ অধ্যয়ন করিবে,এবং পাঠ দেওয়ার সময় শিক্ষক যেরূপে প্রত্যেক বাক্যের ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, সেইরূপে নিজে নিজে উচ্চৈঃস্বরে ব্যাখ্যা করিবে। এইরূপে বারংবার অভ্যাস করিলে সহজে প্রত্যেক বাক্যের ব্যাখ্যা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা জন্মিবে।

পঞ্চমতঃ।—পাঠ দিবার সময় শিক্ষক প্রসঙ্গক্রমে, পাঠ্য বিষয়ের সম্পর্কিত অথচ পুস্তকের অতিরিক্ত, যে সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, ও যে যে কথা বলিয়া দিয়াছেন, ছাত্রগণ পাঠের অন্তর্গত প্রত্যেক বাক্য সম্বন্ধে সেই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া স্মরণ করিতে চেষ্টা করিবে। ছাত্রগণ শিক্ষকের উপদেশের চুম্বক লিখিয়া লইতে সমর্থ হইলে, সেই চুম্বক দেখিয়া

শিক্ষকের বর্ণিত সমুদয় বিষয় স্মরণ করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়।

ষষ্ঠতঃ।—পাঠের মধ্যে ব্যাকরণের নিয়ম সম্বন্ধে যে সকল স্থল শিক্ষক দেখাইয়া দিয়াছেন, ছাত্রগণ পাঠটি আদ্যোপান্ত পড়িয়া তৎসমুদয় স্মরণ করিতে চেষ্টা করিবে।

মন্তব্য।—বাড়ীতে ছাত্রগণের পাঠ শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইল, তাহাদিগের দ্বারা সেই সমুদয় নিয়ম প্রতিপালন করাইবার একমাত্র উপায় এই যে, শিক্ষক সর্ব্বদা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে পাঠ দিবেন; পাঠ লইবার সময় পঠন, শব্দার্থ, ব্যাখ্যা, বিষয়জ্ঞান ও ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয় সর্ব্বদা নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায়ক্রমে শিক্ষা দিবেন; এবং কখনও ইহার কোন একটি বিষয় ছাড়িয়া দিবেন না, অথবা কোন বিষয়ের প্রতি মনোযোগের অল্পতা প্রদর্শন করিবেন না। ছাত্রগণ কোন বিষয় মুখস্থ করিয়া বলিতে পারিলেই যদি শিক্ষক সন্তুষ্ট হন; এবং সমুদয় বিষয় তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে কিনা কৌশলক্রমে বারংবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহা বুঝিবার জন্য বিশেষ রূপে যত্ন না করেন; তাহা হইলে তিনি যথোচিতরূপে পাঠ শিক্ষা করা বিষয়ে ছাত্রগণকে মনোযোগী করিতে অসমর্থ হন।

পাঠ লইবার সময় উচিতরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা দ্বারা শিক্ষক অনায়াসেই বুঝিতে পারেন, কোন্ ছাত্র উপরিউক্ত নিয়মানুসারে পাঠ শিক্ষা করে, ও কোন্ ছাত্র তাহার অন্যথা করে, অথবা কোন্ অংশে কোন্ ছাত্রের ত্রুটি হয়। এইরূপে পাঠ শিক্ষা সম্বন্ধে ছাত্রগণের ত্রুটি বুঝিয়া তাহাদিগকে তদুপলক্ষে, এবং সাধারণতঃ সকল ছাত্রকে উপরিউক্ত সমুদয় প্রক্রিয়া সম্বন্ধে, বারংবার বিশেষরূপ উপদেশ দেওয়া শিক্ষকের কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ উপরিউক্ত প্রণালীতে পাঠ অভ্যাস করে কি না, তাহা শিক্ষকের পাঠ দেওয়া ও পাঠ লওয়ার প্রণালী এবং তাঁহার উপদেশের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। ছাত্রগণের পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি অভিভাবকগণ মধ্যে যাঁহারা বাটীতে তাহাদিগের পড়ার বিষয় মনোযোগপূর্ব্বক দেখিতে সমর্থ হন, তাঁহাদিগকে উপরিউক্ত প্রণালীগুলি ভালরূপে বুঝাইয়া দিলে, অনেক সময় শিক্ষকের সাহায্য হইতে পারে। শিক্ষকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে পাঠ দিবার সময়েই ছাত্রগণকে সমুদয় বিষয় এরূপ ভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং স্থলবিশেষে তাহাদিগকে এরূপভাবে অভ্যাস করাইতে হইবে, যেন বাড়ীতে তাহাদিগের পাঠশিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা না থাকে। বালকগণ বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে এইজন্যই তাহাদিগকে তথায় প্রেরণ করা হয়। যদি কেবল পরীক্ষা করাই শিক্ষক নিজ কর্ত্তব্য মনে করেন, আর ছাত্রগণ বাড়ী হইতেই সমুদয় বিষয় শিক্ষা করিয়া আসিবে এরূপ প্রত্যাশা করেন, তবে তাঁহার দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে না।

৩। পাঠ লওয়ার প্রণালী।

পাঠ দিবার সময় ছাত্রবর্গকে যে সমুদয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহা তাহাদিগের স্মরণ আছে কিনা, অথবা তৎসমুদয় বিশেষরূপে তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে কিনা, কিম্বা বিষয় বিশেষ সম্বন্ধে তাহাদিগের যথোচিত অভ্যাস হইয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষা করা; এবং যে যে ছাত্রের যে যে বিষয়ের শিক্ষাতে ত্রুটি লক্ষিত হয়, তাহা তাহাদিগকে পুনরায় বিশেষ করিয়া শিক্ষা দেওয়া ও অভ্যাস করানই পাঠ লওয়ার উদ্দেশ্য।

প্রথম প্রক্রিয়া।—শিক্ষক ছাত্রগণের পরিষ্কাররূপে লিখিত অর্থের বহিগুলি দেখিয়া আবশ্যকস্থলে সংশোধন করিয়া দিবেন। যদি কোন ছাত্র ঐ বহি লিখিয়া না থাকে, অথবা ভাল করিয়া না লিখিয়া থাকে, কিম্বা অধিক ভুল করিয়া থাকে, তবে তাহাকে পুনরায় সেই অংশ বাড়ী হইতে লিখিয়া আনিতে বলিবেন।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া।—শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রকে দিয়া পাঠের কতক অংশ উচ্চৈঃস্বরে পড়াইবেন, এবং পঠন সম্বন্ধে যে দোষ থাকে তাহা সংশোধন করিবেন। কোন ছাত্র পঠন বিষয়ে কোন ভুল করিলে শিক্ষক তাহার পরবর্ত্তী ছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহাদিগের দ্বারা সেই ভুল সংশোধন করিয়া লইবেন। তৎপর স্বয়ং পাঠ করিয়া দেখাইয়া দিবেন।

তৃতীয় প্রক্রিয়া।—যে সকল নূতন শব্দের ও বাক্যাংশের অর্থ লিখাইয়া দেওয়া হইয়াছে, শিক্ষক এক এক জন ছাত্রকে তাহার এক একটি করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন। কোন ছাত্র উত্তর করিতে অসমর্থ হইলে শিক্ষক পরবর্ত্তী ছাত্রগণকে ক্রমান্বয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করাইবেন।

চতুর্থ প্রক্রিয়া।—পাঠ দিবার সময় শিক্ষক যেরূপে বাক্যগুলির ব্যাখ্যা বলিয়া দিয়াছেন, প্রত্যেক ছাত্রদ্বারা সমুদয় পাঠের, অথবা সময় না থাকিলে কতক অংশের, সেইরূপে ব্যাখ্যা করাইবেন। কোন ছাত্র কোন ভুল করিলে অন্যান্য ছাত্রদ্বারা তাহা সংশোধন করাইয়া লইতে চেষ্টা করিবেন। ছাত্রগণ কোন অংশের ব্যাখ্যা বিস্মৃত হইয়া থাকিলে, তাহা পাঠ দিবার প্রক্রিয়া অনুসারে পুনরায় তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

পঞ্চম প্রক্রিয়া।—শিক্ষক পাঠের আনুষঙ্গিক যে সমুদয় অতিরিক্ত বিষয়ের শিক্ষা দিয়াছেন, তৎসমুদয় সম্পর্কে প্রত্যেক ছাত্রকে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পরীক্ষা করিবেন। আবশ্যক হইলে পাঠ দিবার প্রক্রিয়া অনুসারে কোন কোন বিষয় পুনরায় বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিবেন।

ষষ্ঠ প্রক্রিয়া।—শিক্ষক পাঠ দিবার সময় যে যে স্থলে ব্যাকরণঘটিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা অথবা নিয়মের স্থল প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎসমুদয় সম্পর্কে

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, সেই সমুদয় বিষয় তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে কিনা।

মন্তব্য।—পাঠ লইবার সময় ছাত্রগণকে পরীক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিয়া তাহাদিগের মনে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি বিশেষরূপে সংস্কারবদ্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ শব্দার্থ অথবা বাক্যের তাৎপর্য্য মুখস্থ করিয়া বলিতে পারিলেই সন্তুষ্ট না হইয়া, তাহাদিগের মনে তৎসমুদয় দৃঢ়রূপে সংস্কারবদ্ধ হইয়াছে কিনা তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা শিক্ষকের কর্ত্তব্য। পাঠ লইবার সময়েই প্রকাশ পায়, কোন্ ছাত্র বাড়ীতে উত্তমরূপে সমুদয় পাঠ অভ্যাস করিয়াছে, এবং কে কোন্ অংশ নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অভ্যাস করে নাই। এইরূপ স্থলে ছাত্রগণকে পাঠ শিক্ষা করিবার পদ্ধতি পুনরায় বুঝাইয়া দেওয়া এবং কোন্ কোন্ অংশে তাহাদিগের ত্রুটি হইয়াছে তাহা দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে বারংবার বলিয়া দিয়া, ছাত্রগণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে বাড়ীতে পাঠ শিক্ষা করিবার অভ্যাস জন্মাইতে পারিলে, ছাত্রগণের বিশেষ উপকার ও শিক্ষকের পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইয়া থাকে।

৪। পঠন, শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বিশেষ মন্তব্য।

পঠন—লিখিত বর্ণ বা শব্দ দেখিয়া তাহা উচ্চারণ করা সাহিত্য শিক্ষার পূর্ব্বেই অভ্যস্ত হইয়া থাকে, কিন্তু উত্তমরূপে পঠন নিমিত্ত কতকগুলি নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।—(১) বিশেষ বিশেষ শব্দমধ্যে কোন কোন বর্ণের স্বাভাবিক উচ্চারণ না হইয়া বিকৃত উচ্চারণ হয়। যথা, এক, কেন, গেল ইত্যাদি শব্দে একারের উচ্চারণ। বিশেষ বিশেষ স্থলে ব্যঞ্জনসংযুক্ত অকারের উচ্চারণ হয় না, যথা, গণ, রূপ, উত্তম প্রভৃতি শব্দে ণ, প, ম প্রভৃতি বর্ণের অকারের উচ্চারণ লুপ্ত হয়। স্থলবিশেষে অকার প্রায় ওকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়, যথা গেল, হইত, পদ্ধতি, প্রথম প্রভৃতি শব্দে ল, ত, প, প্র প্রভৃতির অকারের উচ্চারণ, ইত্যাদি।—(২) শব্দ মধ্যে দীর্ঘস্বরযুক্ত অথবা অন্য বিশেষবর্ণের সজোর উচ্চারণ, অর্থাৎ তদুপরি অভিঘাত, হইয়া থাকে।—(৩) পঠন সময়ে স্পষ্টরূপে ও উচ্চৈঃস্বরে প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ করা আবশ্যক। অনেক স্থলে ছাত্রগণ পুস্তক পড়িবার সময় শব্দগুলি কথিত ভাষার ন্যায় জড়িত করিয়া উচ্চারণ করে যথা "পুষ্করিণী" স্থলে "পুষ্কর্ণী" "চন্দ্রনাথ" স্থলে "চন্নাথ" ইত্যাদি। অনেক সময় ছাত্রগণ ভিন্নভিন্ন শব্দ একত্র জড়াইয়া ফেলে, অথবা বাক্যের শেষভাগস্থিত শব্দগুলি এত ত্রস্ত ও অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে যে তাহা বুঝা যায় না।—(৪) বিরাম, অর্থাৎ বাক্যের অন্তর্গত কোন্ শব্দের পর কতক্ষণ, অথবা একটি বাক্য শেষ হইলে

অন্যান্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কিরূপে, থামিতে হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি পূর্ব্বক পাঠ করা আবশ্যক। অনেক সময় বালকগণ ক্রমাগত শব্দ পড়িয়া যায়, অর্থের প্রতি দৃষ্টি করে না, কিম্বা বাক্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই এরূপ ভাবে থামিয়া যায় যে তাহাতে বাক্যের অর্থ কিছুই প্রকাশ পায় না। প্রথম অবধিই পঠন সম্বন্ধীয় এই সমুদয় দোষের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।—(৫) স্বরের ভঙ্গি, অর্থাৎ বাক্যের তাৎপর্য্যের অনুরোধে কিরূপ অভিঘাত সহকারে কোন্ শব্দ উচ্চারিত হওয়া আবশ্যক, অথবা ভিন্ন ভিন্ন স্থলে স্বরের কিরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য। প্রশ্নাত্মক বাক্য এবং করুণা বা ক্রোধ ভাবাত্মক বাক্য, একই স্বরে পাঠ করিলে পড়ার উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় না।

এই সমুদয় বিষয় সম্বন্ধে এইক্ষণ পর্য্যন্তও বাঙ্গলা ভাষার ব্যকরণ বা অভিধানে কোন সাধারণ নিয়ম লিপিবদ্ধ হয় নাই। সুশিক্ষিত লোকের ব্যবহারই আদর্শ স্বরূপ গণ্য করা কর্ত্তব্য। প্রথম অবধি ছাত্রগণ শিক্ষকের মুখে যে প্রকার পড়া শ্রবণ করে, তাহাদিগের তদ্রূপই অভ্যাস জন্মে। সুতরাং শিক্ষকের কর্ত্তব্য যে পাঠ দিবার ও পাঠ লইবার সময় বিশেষ মনোযোগ সহকারে বারংবার উৎকৃষ্ট পদ্ধতি অনুসারে পাঠ করিয়া ছাত্রদিগকে শুনান, এবং তাহাদিগের দ্বারা সেই প্রকারে পড়াইতে চেষ্টা করেন। কঠিন কঠিন স্থলে একবার শিক্ষক, তৎপর ছাত্র, পুনরায় শিক্ষক, তৎপর ছাত্র এইরূপে বারংবার বাক্যটি পঠিত হওয়া আবশ্যক।

শব্দার্থ—ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যকতানুসারে শব্দার্থ বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ব্যাখার সঙ্গে ভিন্ন পৃথকরূপে নূতন শব্দ গুলির অর্থ বলিয়া দিলে, তৎসমুদয়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধ হয় না, এবং মনোমধ্যে দৃঢ় সংস্কার জন্মে না। কোন কোন শব্দের একটি রূঢ় অর্থ, এবং স্থল বিশেষে অন্যরূপ অর্থ হইয়া থাকে। এইরূপ স্থলে উভয়বিধ অর্থ উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। প্রতিশব্দদ্বারা অর্থ শিক্ষা দিলে অনেক স্থলে তাৎপর্য্য বোধ হয় না। অধিকাংশ স্থলেই এক শব্দদ্বারা অন্য শব্দের অর্থ ব্যক্ত হইতে পারে না। কতকটি ভিন্নভিন্ন সহজ শব্দে বাক্য রচনা করিয়া প্রত্যেক শব্দের অর্থ বুঝাইয়া দেওয়াই অর্থ শিক্ষা দেওয়ার প্রকৃত উপায়।

পদার্থ, গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদিবোধক শব্দের অর্থ, যতদূর হইতে পারে, ছাত্রগণের প্রত্যক্ষগোচর করাইয়া, অথবা পরীক্ষাদ্বারা দেখাইয়া, শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। পাঠ দেওয়ার সময়ই যে নূতন শব্দগুলি প্রত্যক্ষ বা পরীক্ষা ইত্যাদি দ্বারা বুঝাইতে হইবে এমত নহে, তৎসম্পর্কে বিষয়জ্ঞান শিক্ষা উপলক্ষে নিম্নে যে সকল নিয়ম লিখিত হইল তৎসমুদয় অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। পাঠ দিবার সময় প্রত্যক্ষ ইত্যাদি দ্বারা সমুদয় নূতন শব্দের অর্থ

বুঝাইয়া দিতে না পারিলেও, বহুবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন, বিশেষ বর্ণনা ও আ-লোচনা দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

ব্যাখ্যা—বাক্যের ব্যাখ্যা উপলক্ষে দুইটি বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়, প্রথম, বাক্যের অর্থ বা তাৎপর্য্য ; দ্বিতীয়, বাক্যোল্লিখিত বিষয়ের বিবরণ। অনেক স্থলে সম্যক্ রূপে বিষয়জ্ঞান না জন্মিলেও বাক্যের অর্থ বুঝান যাইতে পারে। প্রথমতঃ অপরিজ্ঞাত শব্দগুলির অর্থ বলিয়া দিয়া কৌশল ক্রমে প্রশ্নজিজ্ঞাসাপূর্ব্বক বাক্যের অর্থবোধ জন্মান আবশ্যক। তৎপর ব্যাখ্যাত বিষয়গুলি নানা প্রকার আলোচনা ও কথোপকথন সহকারে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

বাক্যের অর্থ ছাত্রগণ বিশদ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এবং সেই সমুদয় ভাব অন্যান্য সহজ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই তাহাদিগকে ব্যাখ্যা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ কোন নূতন বাক্য পাঠ করিয়া তাহার অর্থ বলিতে চেষ্টা করিলেই, তদন্তর্গত কোন্ কোন্ শব্দের অর্থ তাহারা জ্ঞাত নহে, তাহা প্রকাশ পায়। সহসা নূতন শব্দ গুলির অর্থ বলিয়া না দিয়া, বালকগণকে এরূপ ভাবে বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের অর্থ জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য যে, তাহারা যেন আপনা হইতেই বুঝিতে পারে কোন্ কোন্ শব্দের অর্থ জানে না। তখন তাহাদিগকে সেই সমুদয় নূতন শব্দের অর্থ বলিয়া দিয়া তাহাদিগের দ্বারাই বাক্যের তাৎপর্য্য বলাইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কৌশলক্রমে ভিন্ন ভিন্ন বাক্যাংশের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া, এবং স্থলবিশেষে কিছু কিছু সাহায্য করিয়া, ছাত্রগণ দ্বারাই বাক্যের অর্থ বলাইয়া লওয়া যাইতে পারে। যেমন বর্ণ উচ্চারণ শিক্ষা দিয়া ছাত্রগণের নিজ নিজ চেষ্টাতে তাহাদিগের দ্বারা শব্দ পাঠ করাইতে হয়, সেইরূপ শব্দার্থ শিক্ষা দিবার পর, ছাত্রগণের নিজ চেষ্টা দ্বারা বাক্যার্থ উদ্ভাবন করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

৫। বিষয়জ্ঞান শিক্ষাসম্বন্ধে বিশেষ মন্তব্য।

বাক্যের তাৎপর্য্য মাত্র বুঝাইয়া দিলে অনেক স্থলে তদ্বর্ণিত বিষয়ের জ্ঞান সম্যক্‌রূপে লব্ধ হইতে পারে না। সেই বিষয়টি এবং তদানুষঙ্গিক আরও অনেক কথা ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। এই সমস্ত কথা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ছাত্রগণকে বলিয়া দিলে সম্যক্‌রূপে তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না ; তাহাদিগের পরিচিত ও সহজ বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া, কৌশল সহকারে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক, নিতান্ত আবশ্যক কথাগুলি মাত্র বলিয়া দিয়া, ক্রমে অপরিজ্ঞাত ও কঠিন বিষয় গুলি বুঝাইয়া দিতে হয়।

কোন বিষয় বুঝাইয়া দিবার সাধারণ নিয়ম এই যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে

কোন কথা বলিয়া না দিয়া, ছাত্রদিগকে এরূপে প্রশ্ন করা কর্ত্তব্য, যেন তদ্দ্বারা তাহাদিগের চিন্তাশক্তি উচিত পথে ধাবিত হওয়াতে, তাহারা আপনারাই বিষয়টি বুঝিতে ও বলিতে সমর্থ হয়। অপিচ, পঠিত বিষয় সম্বন্ধে ছাত্রগণের সহিত নানারূপ কথোপকথন করা আবশ্যক। এইরূপ কথোপকথনদ্বারা তাহারা পঠিত বিষয়ের আনুষঙ্গিক ও সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য বিষয়েও অভিজ্ঞতা লাভ করে; এবং কথোপকথন উপলক্ষে তাহাদিগের মনোবৃত্তি পরিচালিত ও বিকাশিত হয়।

প্রথম পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে যে, ছাত্রগণের শিক্ষণীয় বিষয়জ্ঞান তিন প্রকার। প্রথম, প্রত্যক্ষ-জাত-জ্ঞান। দ্বিতীয়, কার্য্যকারণাদি-সম্বন্ধবিরহিত সংসৃষ্ট বিষয়ের জ্ঞান। এবং তৃতীয়, কার্য্য-কারণাদি নৈসর্গিক সম্বন্ধ-জ্ঞান। এই তিন প্রকার জ্ঞান যে ভিন্ন ভিন্ন মানসিক শক্তির কার্য্য দ্বারা উপলব্ধ হইয়া থাকে, তাহাও উক্ত পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত জ্ঞান শিক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ—ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের বা দৃশ্যের অথবা ঘটনার স্বরূপ, যথা, স্বর্ণ রৌপ্য লৌহ ইত্যাদি ধাতু, ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিজ্জ, গো অশ্ব ব্যাঘ্র ইত্যাদি প্রাণী, অথবা নদী পর্ব্বত সমুদ্র, ইত্যাদির বর্ণনা; কিংবা ভিন্ন ভিন্ন শিল্প কার্য্য বা কৃষিকার্য্য, অথবা বিচার যুদ্ধ ইত্যাদি রাজ কার্য্যের বিবরণ; ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে ভিন্ন-ভিন্ন পদার্থের গুণ ও কার্য্যের পরিবর্ত্তন, ইত্যাদি। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ভিন্ন এই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান সম্যক্ রূপে জন্মিতে পারে না। এই জন্য এইরূপ বিষয় সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ অধ্যাপনার সময় শিক্ষকের কর্ত্তব্য যে, শ্রেণীতে পাঠ দিবার সময় বাক্যার্থ বুঝাইয়া দিয়া, এবং নানারূপ বর্ণনা, উপমা ও আলোচনাদ্বারা বিষয়গুলি বুঝাইয়া দিবার পর, সুযোগ অনুসারে, যতদূর হইতে পারে, ছাত্রগণকে দিয়া বিষয় গুলি প্রত্যক্ষ করান।

ছাত্রগণ পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, প্রবন্ধ অধ্যয়ন উপলক্ষে এরূপ কোন বিষয় উপস্থিত হইলে, শিক্ষক নানারূপ প্রশ্নজিজ্ঞাসা দ্বারা তাহাদিগের তদ্বিষয়ক স্মৃতি উদ্দীপিত করিয়া লইতে চেষ্টা করিবেন। যে সকল বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বা পরীক্ষা অসম্ভব, তৎসমুদয়, যতদূর হইতে পারে, প্রতিমূর্ত্তি বা ছবি দেখাইয়া শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। যে সমস্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষ অথবা প্রতিরূপ প্রদর্শন হইতে না পারে, তাহা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত বিস্তৃত বর্ণনা, সদৃশ বিষয়ের উপমা, প্রশ্নজিজ্ঞাসা, ও অন্যরূপ আলোচনা, আবশ্যক। বর্ণনা মুখস্থ করাইয়া এই প্রকার জ্ঞান শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিলে বাগ্যন্ত্রের অভ্যাস দ্বারা কেবল শব্দগুলির সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় বটে, কিন্তু বর্ণিত বিষয়গুলির সহিত ছাত্রগণের পরিচয় জন্মেনা এবং তাহাদিগের মনে তৎসমুদয়ের ভাব নিবদ্ধ হয় না, আর তৎসমুদয়ের স্মৃতিও স্থায়ী হয় না।

দৃষ্টান্ত—এই প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়ার দুইটি সহজ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। ঐ রূপ অন্যান্য বিষয়ও প্রদর্শিত প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। যথা—স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, ইত্যাদি কোন প্রকার ধাতু সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িবার সময়, অথবা কোন প্রবন্ধ মধ্যে এই সমস্ত পদার্থের প্রথম উল্লেখ স্থলে, শিক্ষক ছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিবেন তাহারা সেই ধাতু দেখিয়াছে কিনা। যদি দেখিয়া থাকে তবে কোথায় কি অবস্থাতে দেখিয়াছে তাহাও প্রশ্ন করিবেন। পক্ষান্তরে যদি না দেখিয়া থাকে তবে শিক্ষক তাহার এক খণ্ড দেখাইবেন, এবং তাহাদিগের দ্বারা পরীক্ষা করাইবেন। তৎপর তাহার বর্ণ প্রভৃতি সাধারণ আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্নজিজ্ঞাসা করিয়া, ও আবশ্যক স্থলে ছাত্রগণের উত্তর সংশোধন করিয়া, তৎসম্বন্ধে তাহাদিগের জ্ঞান জন্মাইবেন। অতঃপর ঐ ধাতু কি কি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়; তদ্দ্বারা কোন্ কোন্ পদার্থ প্রস্তুত হয়; কোন্ শ্রেণীর শিল্পকারগণ সেই সমস্ত পদার্থ প্রস্তুত করে; কোন্ শ্রেণীর লোকে তাহা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে; এবং ঐ সকল পদার্থ মধ্যে ছাত্রগণের নিজের কোন্ কোন্‌টি আছে; অথবা তাহাদিগের ব্যবহৃত বস্তু সমুদয়ের মধ্যে কোন্ কোন্ অংশ ঐ ধাতু দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে; ইত্যাদি সমুদয় আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক, আবশ্যক স্থলে তাহাদিগের উত্তর সংশোধন করিয়া, এবং তাহারা যে কথা বলিতে অসমর্থ হয় প্রসঙ্গক্রমে তাহা বলিয়া দিয়া, শিক্ষক তৎসম্বন্ধে ছাত্রগণের অভিজ্ঞতা জন্মাইতে চেষ্টা করিবেন।

পাঠ্য প্রবন্ধ মধ্যে গো বা অশ্ব সম্বন্ধে কোন কথা পাইলে, শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিবেন, কোন্ কোন্ ছাত্রের বাড়ীতে গরু কি অশ্ব আছে; কোথা কি ভাবে তাহাদিগকে রাখা হয়; তাহাদিগের দ্বারা কি কি কার্য্য করান হয়; কিরূপে গরুর দুগ্ধ দোহন করা হয়, তখন বাছুর কি করে; ঘোড়ায় চড়িবার সময় তাহার মুখে কি দেওয়া হয়, কেন দেওয়া হয়; কিরূপে ঘোড়াকে যে দিকে ইচ্ছা হয় সেই দিকে চালাইতে পারা যায়; ইত্যাদি। এই রূপে বিবিধ প্রশ্নজিজ্ঞাসা করিয়া, ছাত্রগণ গরু বা ঘোড়া সম্বন্ধে যে যে কথা জানে তাহা তাহাদিগের দ্বারা বলাইয়া লইয়া, এবং যে যে কথা না জানে তাহার কতক বলিয়া দিয়া, কতক তাহাদিগের দ্বারা চিন্তা করাইয়া, শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। গরু ও ঘোড়া শুইয়া কি দাঁড়াইয়া নিদ্রা যায়, তাহাদিগের আহারের জন্য কি কি সামগ্রী দেওয়া হয়, ইত্যাদি যে সকল বিষয় ছাত্রগণ কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলেই অনায়াসে জানিতে পারে, তৎসমুদয় তাহাদিগকে বলিয়া না দিয়া, বাটীতে অনুসন্ধানপূর্ব্বক পর দিবস শিক্ষককে জানাইতে বলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ—ঐতিহাসিক বিবরণ, অর্থাৎ কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ ব্যক্তির

আবির্ভাব হয়, তাঁহারা কি কি কার্য্য করেন, কোন্ স্থানে কি কি ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে বা কোন্ কোন্ পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, ইত্যাদি বিষয়। অধিকাংশ স্থলেই এই সমস্ত পরস্পরসম্বদ্ধ বিষয়ের কোন কার্য্য-কারণাদি নৈসর্গিক সম্বন্ধ নাই, কেবল ঘটনাবশতঃ তৎসমুদয় পরস্পরের সহিত সম্বন্ধান্বিত এই মাত্র। এই সমুদয় বিষয়ের শিক্ষার জন্য পরস্পর সম্বদ্ধ বিষয় গুলি একত্র আলোচনা করিয়া বারংবার ছাত্রগণের মনে যুগপৎ উপস্থিত করা আবশ্যক। পাঠ দেওয়ার সময় এবং পাঠ লওয়ার সময়, বারংবার বলিয়া দেওয়া ও প্রশ্নজিজ্ঞাসা করা ইত্যাদি প্রক্রিয়াদ্বারা এবংবিধ বিষয়গুলির সহিত ছাত্রগণের পরিচয় জন্মান, এবং তাহাদিগের মনে তৎসম্পর্কীয় স্মৃতি সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ বিষয়গুলি বারংবার আলোচনা করিলে ছাত্রগণের মনে তৎসমুদয় এরূপভাবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত বা সম্বদ্ধ হয়, যে তাহার একটি স্মরণ হইলে তদানুষঙ্গিক অপরাপর বিষয়গুলিও আপনা হইতে মনে উদিত হইয়া থাকে। যেমন বর্ণনা মুখস্থ করাইলে বর্ণিত বিষয়ের স্বরূপ জ্ঞান জন্মে না, সেইরূপ কেবল ঘটনার বা অবস্থার বিবরণ মুখস্থ করাইলেও তৎসমুদয়ের জ্ঞান মনোমধ্যে নিবদ্ধ হয় না।

দৃষ্টান্ত—কোন দেশ পর্ব্বতপ্রধান না নদীপ্রধান, কোন্ কোন্ সামগ্রী তথায় অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, সেই দেশবাসী লোকে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী, ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দিতে হইলে, প্রথমতঃ পর্ব্বতপ্রধান বা নদীপ্রধান দেশের সাধারণ প্রকৃতি বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তৎপর উল্লিখিত দেশ পর্ব্বতপ্রধান কি নদীপ্রধান, সেই কথাটি বলিয়া দিয়া, বারংবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক, ঐ দেশ সম্পর্কে, সাধারণ প্রকৃতির বর্ণনা সূচক কথাগুলি ছাত্রগণের দ্বারা বলাইয়া লইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তৎপর উৎপন্ন সামগ্রীগুলির সহিত পরিচয় জন্মাইয়া, এবং প্রচলিত ধর্ম্মের স্থূল স্থূল বিবরণ বলিয়া দিয়া, ঐ দেশ সম্পর্কীয় সামগ্রীর নাম ও ধর্ম্মবিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক, ছাত্রগণ দ্বারা উল্লেখ করান উচিত। এইরূপে আরও কয়েকটি দেশের বিবরণ শিক্ষা হইলে, বারংবার শ্রেণীমধ্যে দেশের নাম বলিয়া, তাহার প্রকৃতি, উৎপন্ন সামগ্রী ও প্রচলিত ধর্ম্ম কি, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। এক একটি প্রশ্ন যত অধিকবার জিজ্ঞাসিত হয়, ততই অধিক পরিমাণে সেই বিষয় সম্পর্কে ছাত্রগণের মনে সুদৃঢ় সংস্কার জন্মে।

তৃতীয়তঃ—পঠিত বিষয় ও তৎসংসৃষ্ট বা আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের কার্য্যকারণ সাদৃশ্য প্রভৃতি নৈসর্গিক সম্বন্ধ ঘটিত জ্ঞান। কোন বিষয় সম্বন্ধে "কি জন্য এরূপ হয়," "ইহার কারণ কি," "ইহার কি ফল," "আর কোন্ স্থলে এরূপ দৃষ্ট হয়," "কি কারণে এক বিষয় অন্য বিষয়ের অনুরূপ বা বিপরীত," ইত্যাদি জিজ্ঞাসা সম্ভূত জ্ঞানই এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

বুদ্ধিবৃত্তি, যুক্তিপ্রয়োগশক্তি বা বিবেচনাশক্তি দ্বারাই এই প্রকার জ্ঞান উ-দ্ভাবন ও আলোচনা করিতে এবং স্মরণ রাখিতে পারা যায়। অতএব পাঠ দেওয়া ও পাঠ লওয়ার সময় এইরূপ কোন কথা প্রাপ্ত হইলেই নানা প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা দ্বারা ছাত্রগণের চিন্তাশক্তি উদ্রিক্ত এবং উচিতপথে ধাবিত করা কর্ত্তব্য। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিষয়গুলি বলিয়া না দিয়া নানা প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ছাত্রগণের দ্বারাই তৎসমুদয় বুঝিয়া লইবার অভ্যাস করান আবশ্যক।

ছাত্রগণের বয়ঃক্রম, অভিজ্ঞতার পরিমাণ, বুদ্ধিবৃদ্ধির বিকাশ, ইত্যাদি অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক কোন্ শ্রেণীর ছাত্রগণকে কি কি বিষয় বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে; কোন্ কোন্ বিষয় সম্পর্কে তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালিত করিতে হইবে; পঠিত বিষয়ের প্রসঙ্গ ক্রমে কোন কোন্ কথা বলিয়া দিতে হইবে; ইত্যাদি বিষয় শিক্ষকের বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। আর কোন্ শ্রেণীর ছাত্রগণকে কি প্রণালীতে জিজ্ঞাসা, এবং তাহাদিগের সহিত কিরূপ কথোপকথন, করিলে উত্তম শিক্ষা হইতে পারে, সর্ব্বদাই শিক্ষকের তৎসম্পর্কে বিশেষ চিন্তা করা কর্ত্তব্য। অ-পিচ যে শ্রেণীর ছাত্রগণের জ্ঞানের অবস্থা যে প্রকার, তাহাদিগের চিন্তা শক্তি উদ্রিক্ত করিবার জন্য শিক্ষককে তাহাদিগের সমকক্ষভাব অবলম্বন পূর্ব্বক তদনুযায়ী প্রশ্নজিজ্ঞাসা ও কথোপকথন করিতে হয়।

এই সমস্ত প্রক্রিয়া উপলক্ষে যত অধিক পরিমাণে ছাত্রগণের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালিত করিতে, ও কথোপকথনচ্ছলে নানাপ্রকার জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারা যায়, ততই ছাত্রগণের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিসহকারে তাহাদিগের স্বকীয় চেষ্টাতে জ্ঞানলাভের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অধি-কতর জ্ঞানলাভের জন্য তাহাদিগের কুতূহল উদ্রিক্ত হয়।

ছাত্রগণের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করা, এবং তাহাদিগের মনে জ্ঞানলাভের জন্য সুতীক্ষ্ণ স্পৃহা জন্মাইয়া দেওয়াই শিক্ষাকার্য্যের প্রধানতম উদ্দেশ্য। যে শিক্ষক সাহিত্য শিক্ষা উপলক্ষে উপরিউক্ত প্রক্রিয়াগুলি উৎকৃষ্টরূপে স-ম্পাদন করিতে পারেন, তিনিই শিক্ষাদানকার্য্যে সম্যক্ প্রকারে সফলপ্রযত্ন হইতে সমর্থ হন।

সকল প্রকার শিক্ষা উপলক্ষেই যুক্তিপ্রয়োগশক্তির কার্য্যের স্থল উপস্থিত হয়। যথা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণ শিক্ষা দেওয়া উপলক্ষে যে দৃষ্টান্ত উপরে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেই "কারণ কি, প্রয়োজন কি, ঐ প্রয়োজন অন্যরূপে সা-ধিত হইতে পারিত কি না," ইত্যাদি প্রশ্নদ্বারা যুক্তিপ্রয়োগশক্তির উদ্দীপন করা যাইতে পারে।

দৃষ্টান্ত—নদী সম্পর্কে শিক্ষাদান উপলক্ষে ছাত্রগণকে নদীর স্রোত,

নদীর জল কোথা যাইয়া পড়ে, কোথা হইতে আগত হয়, কেন বৃষ্টি হয়, মেঘ কি, ইত্যাদি বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই সকল কথা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বলিয়া না দিয়া, নিম্নলিখিত প্রণালীতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক নৈসর্গিক সম্বন্ধ ও যুক্তিপরম্পরা অনুসারে, কথাগুলি বিবৃত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। শিক্ষক ছাত্রগণের অসম্পূর্ণ উত্তরগুলি পূর্ণ করিয়া লইবেন, অশুদ্ধ উত্তরগুলি সংশোধন করিবেন, এবং যে সকল কথা না বলিয়া দিলে না হয়, কেবল তাহাই মাত্র বলিয়া দিবেন।

ছাত্রগণের মধ্যে কে কে নদী দেখিয়াছ? কি উপলক্ষে? নদীর জল স্থির না একদিকে চলে? কিরূপ জলাশয়ের জল স্থির? পুষ্করিণীর পার কটি? নদীর কটি পার? দুই পার ব্যতীত আর পার নাই কেন? যে দিকে নদীর স্রোত চলে ক্রমে সেই দিকে গেলে অবশেষে কোথা যাওয়া যায়? এই স্থলে শিক্ষক বলিয়া দিবেন, অধিকাংশ ক্ষুদ্র নদীই অপেক্ষাকৃত বড় নদীতে, এবং প্রধান প্রধান নদীগুলি সমুদ্রে, পতিত হইয়াছে। সমুদ্রের একটি মাত্র পার, তাহার সম্মুখে বহুদূর পর্য্যন্ত কেবল জল। বড় নদীর দৈর্ঘ্যের দিকে দৃষ্টি করিলে কেমন দেখা যায়? জল ও আকাশ মিলিত দেখা যায় কেন? সমুদ্রের পার হইতে দৃষ্টি করিলে সম্মুখে কোন দেশ নাই বলিয়া কেমন দেখা যায়?

যে দিক্ হইতে নদীর স্রোত আগত হয় ক্রমে সেই দিকে গেলে অবশেষে কোথা যাওয়া যায়? শিক্ষক বলিয়া দিবেন যে ক্রমেই অল্প প্রশস্ত উপনদী প্রাপ্ত হওয়া যায়। অবশেষে দেখা যায় যে পর্ব্বত হইতে প্রস্রবণ বা জলধারা নির্গত হইয়াছে।

বৃষ্টির জল পতিত হইবার পর কোন্ দিকে যায়? জল সর্ব্বদাই নীচের দিকে যায় কেন? বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের জল কোথা যাইয়া পড়ে? প্রাঙ্গণে যাইয়া দেখিয়া বল। সর্ব্বদা ঐ স্থান দিয়া জল চলিতে চলিতে কিরূপ হইয়াছে? কেন? জলের বেগে মাটি কাটিয়া যে প্রণালী হইয়াছে, সেই প্রণালীযোগে জল অবশেষে কোথা যাইয়া পড়ে? যদি এই প্রাঙ্গণের জল অবশেষে নদীতে যাইয়া পড়ে তবে দেশের সমস্ত উদ্বৃত্ত জল কি হয়? যতই অধিক দেশ দিয়া নদী প্রবাহিত হয়, ততই তাহার প্রাশস্ত্য এবং জলের পরিমাণ অধিক হয় কেন? কোন্ কোন্ মাসে সমস্ত দেশে অধিক বৃষ্টি পতিত হয়? সেই সময়ে নদীর অবস্থা কিরূপ হয়?

কোন প্রশস্ত পাত্রে করিয়া জল রৌদ্রে রাখিলে কি হয়? তাহার যে অংশ কমিয়া যায় তাহা কোথা যায়? শিক্ষক বলিয়া দিবেন যে তাহা বাষ্প আকারে আকাশে উত্থিত হইয়া মেঘরূপে দৃষ্টি গোচর হয়। পুষ্করিণী, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি হইতে জল শুষ্ক হইয়া কোথা যায়? যদি একহাত দীর্ঘ ও

একহাত প্রশস্ত পাত্র হইতে এক ঘণ্টায় এক ছটাক জল শুকায়, তবে ১০০ হাত দীর্ঘ ও ৬০ হাত প্রশস্ত পুষ্করিণী হইতে, প্রত্যহ ৮ ঘণ্টা কাল রৌদ্র পাইলে, ৩৬৫ দিনে কত জল শুকায়? সমুদয় নদী ও সমুদ্র হইতে যত জল বাষ্পরূপে উথিত হয়, তাহাতেই সমুদয় বৃষ্টির জল উৎপন্ন হওয়া সম্ভব কি না? ইত্যাদি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ। ব্যাকরণ শিক্ষা।

প্রবন্ধ অধ্যয়নদ্বারা ভাষা শিক্ষার সঙ্গেসঙ্গেই ব্যাকরণের শিক্ষা আরম্ভ হওয়া আবশ্যক। ছাত্রগণকে শিশুকাল হইতে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলে ব্যাকরণের অন্তর্গত বিষয়গুলি নিম্নলিখিত পর্য্যায় ক্রমে, শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ, বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, সর্ব্বনাম ও অব্যয়, এই কয় শ্রেণীর শব্দের পরিচয়। দ্বিতীয়তঃ, বিশেষ্য, ক্রিয়া ও অন্য বিশেষণের গুণ প্রকাশ হেতু বিশেষণের শ্রেণী ভেদ; সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক, এবং সমাপিকা ও অসমাপিকা ভেদে ক্রিয়ার বিভাগ; একবচন ও বহুবচন, এবং ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গ অনুসারে বিশেষ্যের প্রকার ভেদ, ও রূপের পরিবর্ত্তন; বিভক্তি ও কারক; পুরুষ ও বচন ভেদে সর্ব্বনামের বিভাগ। তৃতীয়তঃ, কাল ও পুরুষ ভেদে ক্রিয়ার রূপ পরিবর্ত্তন। চতুর্থতঃ, সন্ধি। পঞ্চমতঃ, তদ্ধিত ও কৃৎ। এই সমুদয় বিষয় শিক্ষার পর, সমাস এবং কবিতার ছন্দ ও রসাদির বিষয় শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

ব্যাকরণ শিক্ষা উপলক্ষে প্রধানতঃ সংজ্ঞা ও নিয়মেরই শিক্ষা হয়। সংজ্ঞা শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই যে, প্রথমে সংজ্ঞার মর্ম্ম বলিয়া দিয়া ও তদ্বোধ্য বিষয়ের সহিত পরিচয় জন্মাইয়া, এবং কোন্ কোন্ লক্ষণ হেতু এক সংজ্ঞার অন্তর্ব্বর্ত্তী বিষয় গুলি অন্যান্য সংজ্ঞার বিষয় হইতে ভিন্ন, তাহা ভাল রূপে বুঝাইয়া দিয়া, পরে সংজ্ঞাটি মুখস্থ করাইতে হয়। নিয়ম শিক্ষা সম্বন্ধে উচিত পদ্ধতি এই যে, প্রথমে যে যে স্থলে নিয়মের কার্য্য হয় সেই সমুদয় স্থল দেখাইয়া দিয়া, এবং কিরূপ কার্য্য হয় তাহা ভালরূপে বুঝাইয়া দিয়া, পরে নিয়মটির স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া ও তাহার বাক্য মুখস্থ করান কর্ত্তব্য।

সংজ্ঞার বিষয়গুলি এবং নিয়মের স্থল ও কার্য্য উচিত রূপে দেখাইয়া দিতে পারিলে ছাত্রগণ নিজ হইতেই সংজ্ঞা ও নিয়ম বুঝিতে পারে, এবং নিজ ভাষাতে তাহা ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়। ইহাতেই প্রকৃত রূপে সংজ্ঞা ও নিয়ম শিক্ষা হয়। কিন্তু নিয়ম ও সংজ্ঞা গুলি সংক্ষিপ্ত ও প্রশুদ্ধ ভাষাতে,

এবং সর্ব্বদা একরূপে, ব্যক্ত করিবার অভ্যাস আবশ্যক বলিয়া পুস্তকের ভাষাতে তৎসমুদয় মুখস্থ করাইতে হয়। কথিতরূপে শিক্ষা না দিয়া সংজ্ঞা ও নিয়ম কেবল মুখস্থ করাইলে তৎসমুদয় শিক্ষার উদ্দেশ্য কিছুই সংসাধিত হয় না।

নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে ব্যাকরণের সংজ্ঞা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

প্রথম প্রক্রিয়া।—শিক্ষক সাধারণ ভাবে ছাত্রগণকে শিক্ষণীয় সংজ্ঞাটি বলিয়া দিবার পর, প্রবন্ধ অধ্যয়ন উপলক্ষে যে পড়া দেওয়া হয়, তাহার অন্তর্গত ঐ সংজ্ঞার বোধ্য বিষয় গুলি ছাত্রগণকে দেখাইয়া দিবেন। যথা, বিশেষ্য কাহাকে বলে তাহা বলিয়া দিয়া, পঠিত প্রবন্ধ মধ্যে যতগুলি বিশেষ্য থাকে, তাহা দেখাইয়া দিবেন। এইরূপে কয়েক বার দেখাইলে, ছাত্রগণ সংজ্ঞার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া।—তৎপর শিক্ষক স্বয়ং বলিয়া না দিয়া, ছাত্রগণ দ্বারা অধীত প্রবন্ধের মধ্য হইতে শিক্ষণীয় সংজ্ঞার বোধ্য বিষয় গুলি নির্ব্বাচন করাইয়া লইবেন। আর তাহাদিগের প্রদর্শিত শব্দ গুলি কি হেতু সেই সংজ্ঞার অন্তর্ভূত তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদিগের দ্বারা লক্ষণ গুলি বলাইয়া লইতে চেষ্টা করিবেন।

তৃতীয় প্রক্রিয়া।—এইরূপ অভ্যাস দ্বারা ছাত্রগণের মনে সংজ্ঞার তাৎপর্য্যবোধ হইলে, এবং সংজ্ঞার অন্তর্ব্বর্ত্তী বিষয় গুলি নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা জন্মিলে, শিক্ষক ব্যাকরণের পুস্তক হইতে সংজ্ঞাটি পাঠ করিয়া ভালরূপে বুঝাইয়া দিবেন। তৎপর ছাত্রগণ বাড়ীতে আবৃত্তি করিয়া সংজ্ঞাটি মুখস্থ করিবে; শিক্ষক শ্রেণীতে মুখস্থ পড়াইয়া পরীক্ষা করিবেন।

চতুর্থ প্রক্রিয়া।—এইরূপ এক জাতীয় কয়েকটী সংজ্ঞা অভ্যস্ত হইলে, বিশেষ অভ্যাসের জন্য, শিক্ষক পঠিত প্রবন্ধের অন্তর্গত অথবা তদিতর, কতকগুলি শব্দ নির্দ্দেশ করিবেন। তৎসমুদয় কোন্ কোন্ সংজ্ঞার অন্তর্ব্বর্ত্তী তাহা ছাত্রগণের নিকট জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক সংজ্ঞার লক্ষণ গুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া, এবং মধ্যে মধ্যে সংজ্ঞা মুখস্থ পড়াইয়া পরীক্ষা করিবেন।

পঞ্চম প্রক্রিয়া।—অতঃপর শিক্ষক কোন পূর্ব্বপঠিত প্রবন্ধ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। তন্মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞার অন্তর্ব্বর্ত্তী যে যে শব্দ থাকে, ছাত্রগণ বাড়ী হইতে তৎসমুদয় পৃথক্ পৃথক্ করিয়া লিখিয়া আনিবে। যথা, নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ মধ্যে বিশেষ্য বিশেষণ ইত্যাদি, অথবা ভিন্ন ভিন্ন কালজ্ঞাপক ক্রিয়া, কিংবা তদ্ধিত বা কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি, ভিন্ন ভিন্ন করিয়া লিখিবে। শিক্ষক শ্রেণীতে তাহাদিগের লেখা পরীক্ষা, ও কারণপ্রদর্শন পূর্ব্বক ভুল সংশোধন, করিবেন। ব্যাকরণের অনুশীলনী লিখিবার জন্য ছাত্রগণের পৃথক্ একখানা বহি থাকা আবশ্যক।

নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে ব্যাকরণের নিয়ম শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

প্রথম প্রক্রিয়া।—শিক্ষক নিয়মটি সাধারণ ভাবে বলিয়া দিয়া পঠিত প্রবন্ধের মধ্য হইতে তাহার স্থলগুলি দেখাইয়া দিবেন। যথা, সন্ধির প্রথম নিয়ম শিক্ষা দিবার সময়, "অদ্যাবধি" "দিবাবসান" প্রভৃতি শব্দ দেখাইয়া বলিবেন যে, "অদ্য ও অবধি", "দিবা ও অবসান" শব্দ গুলি সংযুক্ত করা হইয়াছে। কয়েকটি স্থল দেখিলে ছাত্রগণ আপনারাই ঐরূপ অন্যান্য স্থল দেখিয়া বুঝিতে পারিবে।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া।—এইরূপ কতকগুলি স্থল দেখাইবার পর শিক্ষক প্রত্যেক স্থলে কিরূপ কার্য্য হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিবেন। স্থল দেখাইয়া কৌশল ক্রমে প্রশ্ন করিলে ছাত্রগণ আপনা হইতেই নিয়মের কার্য্য বুঝিতে সমর্থ হইবে। যথা, উপরিউক্ত দৃষ্টান্তে "অদ্য" শব্দের অন্ত্যবর্ণ কি, "অবধি" শব্দের আদিবর্ণ কি, মিলিত "অদ্যাবধি" শব্দে, অদ্যের অন্ত্য অকার এবং অবধি শব্দের আদ্য অকার স্থলে, অর্থাৎ দ্য ও ব এই দুই বর্ণের মধ্যে, কোন্ বর্ণ আছে, সেই বর্ণ কোন্ বর্ণে যুক্ত হইয়াছে, ইত্যাদি প্রশ্ন করিলেই ছাত্রগণ সন্ধির কার্য্য বিশেষ রূপে বুঝিতে সমর্থ হইবে।

তৃতীয় প্রক্রিয়া।—এইরূপে নিয়মের কার্য্য বুঝাইয়া দিবার পর শিক্ষক ছাত্রগণকে পাঠ্য প্রবন্ধ হইতে অথবা অন্য স্থান হইতে গৃহীত শব্দে, নিয়মের কার্য্যের স্থল নির্দ্দেশ করিয়া কোন্ স্থলে কিরূপ কার্য্য হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, এবং তাহাদিগের দ্বারা সেই কার্য্য বিস্তারিত রূপে বলাইয়া লইতে চেষ্টা করিবেন।

চতুর্থ প্রক্রিয়া।—এইরূপ অভ্যাস দ্বারা নিয়মের কার্য্যসম্বন্ধে ছাত্রগণের মনে সংস্কার জন্মিলে শিক্ষক ব্যাকরণের পুস্তক হইতে নিয়মটি পাঠ করিয়া ভালরূপে বুঝাইয়া দিবেন। তৎপর ছাত্রগণ বাড়ীতে আবৃত্তি করিয়া নিয়মটি মুখস্থ করিবে, শিক্ষক শ্রেণীতে মুখস্থ পড়াইয়া পরীক্ষা করিবেন।

পঞ্চম প্রক্রিয়া।—এইরূপে এক জাতীয় কয়েকটি নিয়ম অভ্যস্ত হইলে, বিশেষ অভ্যাসের জন্য শিক্ষক পঠিত প্রবন্ধের অন্তর্গত অথবা তদিতর কতকগুলি দৃষ্টান্ত লইয়া, তাহাতে কোন্ কোন্ নিয়মের অনুযায়ী কি কি রূপ কার্য্য হইয়াছে, তাহা ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া, এবং মধ্যে মধ্যে নিয়ম গুলি মুখস্থ পড়াইয়া, পরীক্ষা করিবেন।

ষষ্ঠ প্রক্রিয়া।—অতঃপর শিক্ষক কোন পূর্ব্বপঠিত প্রবন্ধ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। তন্মধ্য হইতে ভিন্নভিন্ন নিয়মদ্বারা সাধিত শব্দগুলি ছাত্রগণ বাড়ীতে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া লইয়া, প্রত্যেক শব্দে কোন্ নিয়মের কিরূপ কার্য্য হইয়াছে, তাহা বিশেষ করিয়া লিখিবে; এবং শিক্ষককে দেখাইবে। আর শিক্ষক কতকগুলি শব্দ লেখাইয়া দিবেন, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম প্রয়োগ

করিলে কিরূপ কার্য্য হয়, তাহাও ছাত্রগণ বাড়ী হইতে লিখিয়া আনিবে। শিক্ষক শ্রেণীতে তাহাদিগের লেখা পরীক্ষা ও কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক ভুল সংশোধন করিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ। রচনা।

প্রবন্ধ পাঠের আরম্ভ হইতেই রচনা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। ভাষাবোধ সম্বন্ধে ছাত্রগণের উন্নতি, সাধারণ অভিজ্ঞতা, এবং মানসিক শক্তির বিকাশ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে রচনার অভ্যাস করান আবশ্যক। প্রথমতঃ; রচনা মধ্যে যে সকল ভাব সন্নিবেশিত করিতে হইবে, তাহা ছাত্রগণকে বলিয়া দিয়া তাহাদিগের দ্বারা তৎসমুদয় পরিশুদ্ধ ভাষাতে লেখান। দ্বিতীয়তঃ, এইরূপ অভ্যাসদ্বারা ভাব প্রকাশ সম্বন্ধে ছাত্রগণের কতকদূর ক্ষমতা জন্মিলে, সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য পত্রাদির পাঠ ও দলিলাদির ভাষা বারংবার লেখাইয়া অভ্যাস করান। তৃতীয়তঃ, ছাত্রগণের পরিজ্ঞাত কোন বিষয় সম্বন্ধে তাহাদিগের দ্বারা চিন্তা করাইয়া, তদানুষঙ্গিক ভাবগুলি উদ্ভাবন পূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করান। চতুর্থতঃ, ছাত্রগণের অপরিচিত কোন বিষয় সম্পর্কে, তাহাদিগের অপঠিত পুস্তকাদি অন্বেষণ করাইয়া, অথবা আবশ্যকতানুসারে প্রত্যক্ষ, পরীক্ষা, বা অনুরূপ গবেষণা করাইয়া, তাহাদিগের দ্বারা সেই বিষয়ের বর্ণনা লেখান।

সাহিত্যশিক্ষার প্রথম অবস্থাতেই উপরিউক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার রচনার শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ সাহিত্য শিক্ষাতে অগ্রসর হইলে, এবং তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির কতকদূর পরিপক্কতা জন্মিলে তৃতীয় প্রকার রচনার অভ্যাস করান আবশ্যক। উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিক্ষার সময়েই উপরিউক্ত চতুর্থ প্রকার রচনার অভ্যাস করান যাইতে পারে।

রচনা শিক্ষা উপলক্ষে অপরিণতবয়স্ক বালকদিগকে যদি তাহাদিগের অপরিজ্ঞাত কোন একটি বিষয় মাত্র বলিয়া দিয়া তৎসম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে আদেশ করা যায়, তাহা হইলে তাহারা চিন্তা করিয়া ভাব সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রবন্ধ লিখিতে একেবারেই অসমর্থ হয়, এবং তাহাদিগের ও শিক্ষকের মনে রচনার অভ্যাস সম্বন্ধে বিরক্তি ও বিদ্বেষ জন্মে। প্রশুদ্ধ ভাষাতে ভাব ব্যক্ত করিতে শিক্ষা দিবার সময় চিন্তা করিয়া ভাব সংগ্রহের চেষ্টা করাইলে, অথবা ছাত্রদিগের অপরিচিত কোন বিষয় লইয়া রচনা করাইতে চাহিলে, কিছুই ফললাভ হয় না, এবং প্রকৃত রচনা শিক্ষার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে।

নিম্ন লিখিত প্রণালীতে উপরিউক্ত প্রথম প্রকার রচনা শিক্ষা দেওয়া

কর্ত্তব্য। প্রথম শিক্ষার সময় সপ্তাহে অন্ততঃ দুই দিন করিয়া এইরূপে রচনা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

প্রথম প্রক্রিয়া।—ছাত্রগণের পঠিত, এবং তাহাদিগের বিশেষ পরিচিত কোন বিষয়ের বর্ণনাত্মক প্রবন্ধের কতক অংশ শিক্ষক পাঠ করিবেন, এবং বর্ণিত বিষয়ের অনুরূপ আর একটি বিষয় লইয়া ছাত্রগণকে তদ্বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক, তাহাদিগের দ্বারা তৎসম্পর্কিত কথাগুলি প্রকাশ করাইয়া লইবেন। তৎপর শিক্ষক শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সেই কথাগুলি সাধারণ ভাষাতে পুনঃপুনঃ বলিয়া দিবেন, এবং ছাত্রগণ দ্বারা তাহা লিখিত ভাষাতে বলাইয়া লইবেন। যথা, পূর্ব্বপঠিত গরুর গল্প হইতে,গরু কিরূপে আহার করে, কেমন করিয়া বিশ্রাম করে বা নিদ্রা যায়, এবং গরুর দ্বারা কি কি প্রয়োজন সংসাধিত হয়, ইত্যাদি বিষয় পড়িয়া শিক্ষক ছাত্রগণকে অশ্ব বা মেষ সম্বন্ধে ঐ সমস্ত বিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়া ও বলিয়া দিয়া, ছাত্রদিগের দ্বারা পুস্তকের ভাষায় বলাইয়া লইবেন।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া।—অতঃপর ছাত্রগণ বাড়ীতে ঐ সমস্ত কথা লিখিবে, এবং শিক্ষক শ্রেণীতে সংশোধন করিবেন। শিক্ষক যখন যে ছাত্রের লেখা সংশোধন করিবেন, তখন সেই ছাত্র তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত থাকিবে, তাহার লেখাতে কোন বিশেষ ভুল থাকিলে সেই ভুল সম্বন্ধে অন্যান্য ছাত্রকেও বলিয়া দেওয়া আবশ্যক।

ছাত্রগণের রচনা সংশোধন সময়ে চারিটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ, ছাত্রগণ যাহা লিখিয়া আনে তাহাতে বর্ণগঠন পংক্তির শৃঙ্খলা ইত্যাদি হস্তলিপি সম্বন্ধীয় বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া, শিক্ষক সাধারণ ভাবে সংশোধন করিবেন ও যথোচিত উপদেশ দিবেন। দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রগণের লেখার বর্ণাশুদ্ধি দেখিয়া তাহা সংশোধন করিবেন। তৃতীয়তঃ, ছাত্রগণ যে যে শব্দ ব্যবহার ও যে যে বাক্য রচনাপূর্ব্বক তাহাদিগের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়াছে, সেই সমুদয় পরীক্ষা করিয়া, কোন্ স্থানে কোন্ শব্দ অশুদ্ধরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং কোন্ বাক্যদ্বারা উচিত রূপে ভাব প্রকাশ হয় নাই, ইত্যাদি বিষয় বলিয়া ও ছাত্রগণকে বিশেষ রূপে বুঝাইয়া, সংশোধন করিবেন। চতুর্থতঃ, ছাত্রগণ যে সকল ভাব সন্নিবেশিত করিয়াছে, তৎসমুদয় বিচার পূর্ব্বক, কোন্ কোন্ ভাব উচিত স্থলে সন্নিবেশ করা হয় নাই, কোন্ কথা অনাবশ্যক রূপে লেখা হইয়াছে, আরও কোন্ কোন কথা লেখা উচিত ছিল, তাহা বিশেষ রূপে বলিয়া দিবেন, এবং তৎসম্বন্ধে রচনা সংশোধন করিবেন।

তৃতীয় প্রক্রিয়া।—শিক্ষক এই প্রকার সংশোধন করিয়া দিলে, ছাত্রগণ বাড়ীতে সেই সমস্ত সংশোধন সহ তাহাদিগের রচনা পরিষ্কার করিয়া,রচনার

বহিতে নকল করিবে; এবং পর দিবস শিক্ষককে সেই বহি দেখাইবে। শিক্ষক সাধারণ ভাবে পরীক্ষা করিয়া তৎসম্পর্কে যথোচিত উপদেশ প্রদান করিবেন।

চতুর্থ প্রক্রিয়া।—কিয়ৎকাল এই প্রকার অভ্যাসের পর শিক্ষক সংশোধনের সময় হস্তলিপি ও বর্ণবিন্যাসসংক্রান্ত ভুলগুলি স্বয়ং সংশোধন না করিয়া কেবল দেখাইয়া দিবেন, এবং ছাত্রদিগের দ্বারা সংশোধন করাইয়া লইবেন। অবশেষে ছাত্রগণের অধিকতর অভ্যাস হইলে, শব্দ ও বাক্যগত ভুল এবং ভাবসংক্রান্ত দোষগুলিও বলিয়া দিয়া, তাহাদিগের দ্বারাই সংশোধন করাইয়া লইবেন।

দ্বিতীয় প্রকার রচনা শিক্ষা দিবার প্রণালী এই যে, উপরিউক্ত প্রথম প্রক্রিয়া স্থলে শিক্ষক, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের নিকট 'শ্রীচরণকমলেষু' ইত্যাদি পাঠ সংবলিত একখানি ক্ষুদ্র পত্র লিখিয়া, ছাত্রগণ দ্বারা তাহা কয়েকবার নকল করাইবেন। তৎপরে, পিতার নিকট একখানি পত্র লিখিতে হইবে এই উদ্দেশ্যে ছাত্রগণকে কয়েকটি কথা,—যথা আমি শারীরিক ভাল আছি, অমুক বিষয় পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আশীর্ব্বাদ পত্র পাইয়াছি, তিনি অমুক দিন বাড়ী যাইবেন, এত দিন পরে আমাদিগের ছুটী হইবে, তখন আমি বাড়ী যাইব, ইত্যাদি—সাধারণ কথাতে বলিয়া দিয়া, ছাত্রগণদ্বারা তৎসমুদয় পুস্তকের ভাষাতে বলাইয়া লইবেন।

অতঃপর উপরিউক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রক্রিয়া অনুসারে ছাত্রগণ বাড়ী হইতে পত্র খানি লিখিয়া আনিবে, শিক্ষক সংশোধন করিবেন, এবং ছাত্রগণ পরিষ্কার করিয়া রচনার বহিতে পুনরায় লিখিবে।

চতুর্থ প্রক্রিয়া স্থলে শিক্ষক ক্রমেই অধিকতর জটিল ও দীর্ঘ বিষয় বলিয়া দিয়া ছাত্রগণদ্বারা রচনা করাইবেন, এবং সংক্ষেপে সংশোধন করিয়া দিবেন, অথবা অন্যান্য ছাত্রগণদ্বারা সংশোধন করাইবেন।

এইরূপে কয়েকবার অভ্যাস দ্বারা পিতার নিকট পত্র লেখা শিক্ষা হইলে, ঐ প্রণালীতে মাতা, জেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতির নিকট কয়েক খানি পত্র লিখান কর্ত্তব্য। তৎপর কনিষ্ঠভ্রাতা বা সমপাঠী প্রভৃতির নিকট কিরূপে পত্র লিখিতে হইবে তাহাও ঐরূপে অভ্যাস করান উচিত। অনন্তর শিক্ষকের নিকট কিরূপে বিদায় বা অন্য বিষয় সম্বন্ধে প্রার্থনা করিতে হইবে, অথবা কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট কোন বিষয়ের প্রার্থনাপত্র কিরূপে লিখিতে হইবে, তাহার প্রণালী, এবং রসীদ, খত, কওয়ালা, পাট্টা, কবুলিয়ত প্রভৃতির পাঠ, উল্লিখিত রীতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

তৃতীয় প্রকার রচনা সম্বন্ধেও প্রথমে ভাব গুলি বলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পরে ছাত্রগণের উন্নতি সহকারে ক্রমেই সংক্ষেপে ভাব গুলি, অথবা তৎ-

সমুদয়ের চুম্বক মাত্র লিখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সংশোধন ইত্যাদি প্রক্রিয়া উপরিউক্ত নিয়মানুসারেই সম্পাদন করা উচিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ। শ্রুতলিপি ও আদর্শলিপি।

শ্রুতলিপি ও আদর্শলিপি শিক্ষার উদ্দেশ্য এই যে, বারংবার লিখন, সংশোধন ও পরীক্ষা দ্বারা ছাত্রগণের প্রশুদ্ধ বর্ণবিন্যাসের অভ্যাস জন্মিবে, এবং তাহাদিগের হস্তাক্ষরও সুন্দর হইবে। পঠন ও লিখন মাত্র শিক্ষা দিলে বর্ণবিন্যাসসম্বন্ধে ছাত্রগণের সম্যক্ সংস্কার জন্মে না। এই হেতু, যথোচিত অভ্যাস না হওয়া পর্য্যন্ত, সাহিত্য শিক্ষার অঙ্গ স্বরূপ, পঠিত প্রবন্ধ গুলির কতক অংশ করিয়া শ্রুতলিপির নিয়মে লিখাইয়া অভ্যাস করান আবশ্যক।

বারংবার শ্রুতলিপির অভ্যাস দ্বারা, শব্দ গুলির কিরূপ আকৃতি, অর্থাৎ তৎসমুদয় কোন্ কোন্ বর্ণে রচিত, তৎসম্বন্ধে মনোমধ্যে দৃঢ় সংস্কার জন্মে, ও লিখিবার সময় হাতের অভ্যাস বশতঃ আপনা হইতে প্রশুদ্ধ রূপে বর্ণ গুলি লিখিত হয়; আর অশুদ্ধ বর্ণ বিন্যাস দেখিলে শব্দের আকৃতিগত সংস্কার নিবন্ধন সেই ভুল চক্ষু দ্বারাই উপলব্ধ হয়। আদর্শ লিপি দ্বারাও কতক পরিমাণে বর্ণবিন্যাস শিক্ষা হয়, কিন্তু লেখার পরিপক্কতা ও পারিপাট্য সাধনই আদর্শলিপির উদ্দেশ্য। উত্তম আদর্শ দেখিয়া বারংবার তদ্রূপ লিখিতে চেষ্টা করিলেই সুন্দর বর্ণ লিখিতে হস্তের অভ্যাস হয়, আর বহু পরিমাণ অভ্যাস দ্বারা সেই সুন্দর লিপির পরিপক্কতা জন্মে, অর্থাৎ সর্ব্বদাই একরূপ লেখা হয়।

শ্রুতলিপি।—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে শ্রুতলিপির অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। প্রবন্ধ অধ্যয়নের আরম্ভ হইতেই প্রত্যেক পঠিত প্রবন্ধের কতক অংশ শ্রুতলিপির নিয়মানুসারে লিখান কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ আদর্শ লিপি শিক্ষা উপলক্ষে যখন যে প্রকার লেখা অভ্যাস করে, শ্রুতলিপির অভ্যাস সময়েও তখন সেইরূপেই বর্ণগুলি লিখিবে।

প্রথম প্রক্রিয়া।—যে কয়েক পংক্তির শ্রুতলিপি করাইতে হইবে শিক্ষক তদন্তর্গত শব্দ গুলি এক এক বারে কয়েকটি করিয়া ধীরে ধীরে অথচ উচ্চৈঃস্বরে এরূপ ভাবে দুই বা তিনবার পাঠ করিবেন, যেন সেই সময়ের মধ্যে ছাত্রগণ তাহা লিখিতে সমর্থ হয়। লেখা শেষ হইলে ছাত্রগণ শিক্ষকের সম্মুখে স্লেটগুলি উপর্য্যুপরি রাখিয়া দিবে। সমুদয় স্লেট এক ভাবে, লেখা নীচের দিকে করিয়া, রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং শ্রেণীর শিরোভাগস্থ

ছাত্রের স্লেট হইতে ক্রমান্বয়ে স্লেট গুলি উপর্য্যুপরিভাবে রাখা উচিত। স্লেট রাখিয়া ছাত্রগণ নিজ নিজ স্থানে বসিবে।

কতক অভ্যাস হইলে ঐরূপ বাক্যাংশগুলি কেবল একএকবার বলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ পঠিত বাক্যাংশগুলি কেবল একবার মাত্র শ্রবণ পূর্ব্বক তাহা স্মরণ করিয়া লিখিবে। শিক্ষক ক্রমান্বয়ে পাঠ না করিয়া, ছাত্রগণের জিজ্ঞাসা অনুসারে শব্দগুলি পুনঃপুনঃ বিচ্ছিন্ন ভাবে একএকটি করিয়া বলিয়া দিলে, ছাত্রগণের একএকটি মাত্র শব্দ লিখিয়া তাহার পরবর্ত্তী শব্দ জিজ্ঞাসা করিবার কুৎসিত অভ্যাস জন্মে। শ্রুতলিপি লিখিবার সময় ছাত্রগণ সম্পূর্ণ রূপে নিস্তব্ধ থাকিবে। প্রত্যেক শব্দ লিখিবার সময় তাহা বড় করিয়া উচ্চারণ করিবার, অথবা কয়েকটি শব্দ লিখিবার পর তাহার শেষ শব্দটি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিবার, অভ্যাস হইতে দেওয়া অকর্ত্তব্য। আর ছাত্রগণ লিখিবার সময় যাহাতে পরস্পরের স্লেটের প্রতি দৃষ্টি না করে, অথবা পরস্পর বলাবলি না করে, তৎপ্রতি শিক্ষকের বিশেষ যত্ন থাকা আবশ্যক। এইরূপ অভ্যাস অতি কুৎসিত ও অপকারী।

দ্বিতিয় প্রক্রিয়া।—শিক্ষক সমুদয় স্লেট উল্টাইয়া, এক একখানি করিয়া পরীক্ষা করিবেন। শিক্ষক যে ছাত্রের স্লেট পরীক্ষা করিবেন, সেই ছাত্র আসিয়া তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান থাকিবে। শিক্ষক প্রথমে বর্ণগুলির আকৃতিগত দোষ ও লিখিবার বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি হস্তলিপিসম্বন্ধীয় দোষ গুলি সাধারণ ভাবে সংশোধন করিবেন, অথবা তদ্বিষয়ে যথোচিত উপদেশ প্রদান করিবেন। তৎপর বর্ণ বিন্যাসের অশুদ্ধিগুলিতে চিহ্ন দিয়া কতটি ভুল হইল, তাহা স্লেটে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। ছাত্রগণ নিজ স্থানে গমন পূর্ব্বক পুস্তক দেখিয়া চিহ্নিত শব্দগুলি সংশোধন করিবে, এবং পুনরায় স্লেট শিক্ষকের সম্মুখে রাখিয়া দিবে। শিক্ষক স্বয়ং ভুলগুলি সংশোধন করিয়া দিলে ছাত্রগণের যথোচিত সংস্কার হয় না।

তৃতীয় প্রক্রিয়া।—শিক্ষক ছাত্রগণের সংশোধিত স্লেট গুলি পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন ভুলগুলি উত্তমরূপ সংশোধন করা হইয়াছে কি না। তৎপর আবশ্যক স্থলে উপদেশ দিয়া প্রত্যেক ছাত্রের স্লেট ফিরাইয়া দিবেন।

চতুর্থ প্রক্রিয়া।—শ্রুতলিপির কতক অভ্যাস হইবার পর, শিক্ষক স্বয়ং বর্ণাশুদ্ধি পরীক্ষা ও চিহ্নিত না করিয়া, ছাত্রগণদ্বারা পরস্পরের স্লেট সংশোধন করাইবেন। তাহা হইলে প্রথম ছাত্রের স্লেট দ্বিতীয় ছাত্রের, দ্বিতীয় ছাত্রের স্লেট তৃতীয়ের, ও শেষ ছাত্রের স্লেট প্রথম ছাত্রের, হাতে দিয়া, বিশেষ মনোযোগ সহকারে ভুলগুলি চিহ্নিত করিতে বলিয়া দিবেন। আবশ্যক হইলে ছাত্রগণ পুস্তক দেখিয়া ভুলগুলি চিহ্নিত করিবে। তৎপর প্রত্যেক ছাত্র নিজনিজ স্লেট লইয়া, প্রয়োজনানুসারে পুস্তকের সহিত মি-

লাইয়া দেখিবে যে, ভুলগুলি উচিত রূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে কি না। যদি কোন শব্দ অনুচিত রূপে চিহ্নিত করা হইয়া থাকে, অথবা কোন ভুল চিহ্নিত না করা হইয়া থাকে, তবে সেই বিষয় শিক্ষককে দেখাইবে, তিনি যথোচিত মীমাংসা করিয়া দিবেন।

পঞ্চম প্রক্রিয়া।—অবশেষে ছাত্রগণের ভুলের সংখ্যা অনুসারে তাহাদিগের স্থান পরিবর্ত্তন করাইবেন।

আদর্শলিপি।—নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে আদর্শলিপির অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। আদর্শের উৎকৃষ্টতা এবং অভ্যাসের পরিমাণের উপর লেখার সৌন্দর্য্য ও পরিপক্কতা নির্ভর করে। লেখার পরিপক্কতা জন্মিলে ধীরে কিম্বা শীঘ্র, বড় কিম্বা ছোট করিয়া, যে রূপেই লেখা হয় সর্ব্বদাই বর্ণগুলি এক প্রকার হইয়া থাকে। আদর্শের লেখা ছাপার অক্ষরের অনুরূপ হওয়া উচিত নহে। ইচ্ছা বা আবশ্যকতা অনুসারে ছাত্রগণ দ্বারা ছাপার অক্ষর লিখিবার অভ্যাস করান যাইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বদা ব্যবহারের নিমিত্ত এরূপ ছন্দের অর্থাৎ গঠনের অক্ষর লিখিবার অভ্যাস করান আবশ্যক যে তাহা অতি শীঘ্র লেখা যায়, এবং কিঞ্চিৎ ভাঙ্গিয়া লিখিলে জড়া লেখার ন্যায় হাত চলে, অথচ সহজে পড়া যায়। সাধারণতঃ বক্রমাত্রাযুক্ত ঈষৎ তির্য্যক্ ছন্দের অক্ষরই নিত্যকার্য্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

শিক্ষক স্বয়ং এইরূপ আদর্শ লিখিয়া দিতে অসমর্থ হইলে, অন্য লোকদ্বারা আদর্শ লেখাইয়া দিবেন। শ্রেণীর সমুদয় ছাত্রের একই প্রকার আদর্শ দেখিয়া লিখিবার অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে এক ছাত্রের লেখা অন্য ছাত্রদ্বারা সংশোধন করান যাইতে পারে। প্রত্যেক ছাত্রের এক এক খানা আদর্শ থাকিলেই ভাল হয়। অগত্যা শিক্ষক এরূপ শৃঙ্খলা করিবেন যেন একখানি আদর্শ দেখিয়াই অনেক ছাত্রের অভ্যাস হইতে পারে। আদর্শে ছাত্রগণের দুর্ব্বোধ্য উচ্চনীতির কথা গুলি না লিখিয়া, সহজবোধ্য মনোহর উপন্যাসাদিই লেখা থাকা উচিত। ফলা ও বানান যুক্ত সমুদয় ব্যঞ্জন বর্ণ, ও সমুদয় সংযুক্ত বর্ণ যাহাতে আদর্শ মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে, বাক্যগুলি এমতভাবে রচিত হওয়া আবশ্যক।

ছাত্রগণ এইরূপে আদর্শ দেখিয়া কতক দিন লিখিলে পর তাহাদিগকে দিয়া আদর্শের অনুরূপ করিয়া পর্য্যায়ক্রমে সমুদয় অসংযুক্ত ও সংযুক্ত বর্ণ লেখান কর্ত্তব্য। কতক দিন একরূপ আদর্শ তৎপর অন্যরূপ আদর্শ অবলম্বন করিয়া লিখান নিতান্ত অনিষ্টজনক। বাঙ্গলা কালী ও বাঙ্গলা কলম, বাঙ্গলা লেখা অভ্যাসের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। প্রথমে লোহার বা পাথের কলম ব্যবহার করা উচিত নহে। সপ্তাহে অন্ততঃ দুই দিন আদর্শ লিপির অভ্যাস করান আবশ্যক।

প্রথম প্রক্রিয়া।—ছাত্রগণ আদর্শ দেখিয়া বাড়ীতে তাহার অবিকল নকল করিতে চেষ্টা করিবে। প্রথমে কাগজে রুল করিয়া, তৎসহ মাত্রা সংযোজন পূর্ব্বক লিখিবে। কতক অভ্যাস হইবার পর রুল ব্যতিরেকে লিখিতে অভ্যাস করিবে। প্রথমে বড় বড় অক্ষরে লিখিবে, তৎপর ক্রমেই ছোট অক্ষর ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিবে। লেখা সম্বন্ধে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষ মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া।—বিদ্যালয়ে শিক্ষক, আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, এক এক-জন করিয়া প্রত্যেক ছাত্রের লেখা সংশোধন করিবেন। যে যে অক্ষর আ-দর্শের অনুরূপ হয় নাই তৎসম্বন্ধে ছাত্রকে আদর্শ ও তাহার লিখিত বর্ণ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, কি কারণে তাহার লেখাতে দোষ হইয়াছে। ছাত্র পরীক্ষা করিয়া বলিতে না পারিলে শিক্ষক উহা বলিয়া দিবেন; এবং দোষের স্থান গুলি চিহ্নিত করিয়া দিবেন।

তৃতীয় প্রক্রিয়া।—অতঃপর ছাত্রগণ, তাহাদিগের লেখাতে প্রদর্শিত দোষগুলি সংশোধন করিয়া পুনরায় শিক্ষককে দেখাইবে। যে সমুদয় বর্ণের দোষ, ছাত্রগণ উত্তম রূপে সংশোধন করিতে সমর্থ না হয়, শিক্ষক তাঁহার সম্মুখে তাহাদিগের দ্বারা ঐ সকল বর্ণ বারংবার লিখাইয়া অভ্যাস করাই-বেন। এইরূপ অভ্যাসের সময় শিক্ষক বিশেষ মনোযোগ সহকারে, এবং আ-বশ্যক হইলে ছাত্রের হাতধরিয়া তাহাদিগের দ্বারা সুন্দর রূপে লেখাইবেন।

চতুর্থ প্রক্রিয়া।—তদনন্তর ছাত্রগণ পূর্ব্বপঠিত প্রবন্ধের কতকগুলি নকল করিবে। তখনও আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, প্রত্যেক অক্ষর আদর্শের অনু-রূপ করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিবে। এই লেখারও উল্লিখিতরূপ সংশোধন করা কর্ত্তব্য।

আদর্শলিপি অভ্যাসের সময় বালকগণ যে সমস্ত কাগজ লেখে তৎসমুদয় তারিখ দিয়া পর্য্যায়ক্রমে গাঁথিয়া রাখা কর্ত্তব্য। প্রথমাবধি কাগজগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে কোন্ ছাত্রের কতদিনে কিরূপ উন্নতি হইল, এবং কোন্ কোন্ বর্ণে সর্ব্বদাই দোষ থাকে।

পঞ্চম প্রক্রিয়া। আদর্শ দেখিয়া গোটা অর্থাৎ পূর্ণাবয়ব অক্ষর লিখি-বার অভ্যাস হইলে পর, জড়া অর্থাৎ ভাঙ্গা লিখিবার অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। প্রথমে জড়া লেখা অভ্যাসের সময় শিক্ষক দেখাইয়া দিবেন যে, কোন্ অ-ক্ষর কি প্রকারে ভাঙ্গিয়া অর্থাৎ পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে শীঘ্র লিখিবার সুবিধা হয়, অথচ অনুচিত রূপে আকৃতি ভ্রষ্ট না হয়। এইরূপ লেখাও উপরিউক্ত প্রণালীতে সংশোধন করা উচিত।

চতুর্থ অধ্যায়। গণিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ। পাটীগণিত শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য।

বাঙ্গলা বিদ্যালয় সমূহে, গণিত সম্পর্কে, পাটীগণিতের এবং যৎসামান্য রূপে ক্ষেত্রতত্ত্বের মাত্র শিক্ষা হইয়া থাকে। সুতরাং এইস্থানে সাধারণতঃ গণিত শিক্ষা সম্বন্ধে সমালোচনা অনাবশ্যক।

যথোচিত রূপে পাটীগণিতের শিক্ষা হইলে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি সংসাধিত হইয়া থাকে।—প্রথমতঃ, সাংসারিক কার্য্যকলাপ উপলক্ষে, মূল্য বেতন সুদ প্রভৃতি সম্পর্কে যে সমস্ত প্রশ্ন সমাধান করা আবশ্যক, ছাত্রগণ সেই সমস্ত অঙ্ক কষিতে সমর্থ হয়।—দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রগণ ঐ সমস্ত অঙ্ক কষিবার নিয়ম, এবং অঙ্কশাস্ত্র সম্পর্কীয় অন্যান্য নিয়ম, উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, ঐ শাস্ত্রে এরূপ অধিকার লাভ করিতে পারে যে, শিক্ষিত নিয়ম গুলির বহির্ভূত কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইলেও তাহা অনায়াসে সমাধান করিতে সক্ষম হয়।—তৃতীয়তঃ, অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা উপলক্ষে ছাত্রগণের বুদ্ধিবৃত্তি সমধিক রূপে পরিচালিত হইয়া বর্দ্ধিত ও মার্জ্জিত হয়; এবং অভিনিবেশ ক্ষমতার বিশেষ অভ্যাস জন্মে।—চতুর্থতঃ, পাটীগণিতের অনুশীলনী কষিবার সময় পরিশুদ্ধ সুশৃঙ্খল ও পরিষ্কৃত রূপে অঙ্ক লিখিবার অভ্যাস দ্বারা, ছাত্রগণের মনে ঐ সমস্ত গুণ সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি ও অনুরাগ জন্মে।—পঞ্চমতঃ, গণিত সংক্রান্ত আলোচনাতে বারংবার ভুল হইয়া থাকে বলিয়া, পরিশুদ্ধ ফল প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রক্রিয়াগুলি পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করা আবশ্যক হয়। তাহাতে মনে সন্দেহের ভাব এবং বারংবার পরীক্ষা করিবার অভ্যাস জন্মিয়া থাকে।

পাটীগণিত সম্পর্কীয় সাধারণ প্রশ্ন সমুদয় সমাধান করিবার জন্য যে সকল নিয়ম শিক্ষা দেওয়া হয়, যথোচিত রূপে তৎসমুদয়ের অন্তর্গত অনুশীলনীর অভ্যাস দ্বারাই উপরিউক্ত প্রথম উদ্দেশ্য সংসাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে অঙ্ক শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি জন্মে না। তজ্জন্য উপরিউক্ত নিয়মগুলির যুক্তি, অর্থাৎ কি জন্য তদন্তর্গত ভিন্নভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা ইষ্টফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার কারণ, বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য; এবং ঐ সমস্ত নিয়মের অতিরিক্ত আরও অনেক বিষয়, সাংসারিক কার্য্যকলাপ সম্পর্কে আবশ্যক না হইলেও, শিক্ষা দিতে হয়। ইহাতেই দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়।

উপরিউক্ত তৃতীয় উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধীয় সমুদয় বিষয়েরই যুক্তি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। গণিত শাস্ত্রালোচিত সমুদয়

বিষয়ই সম্পূর্ণরূপে যুক্তি ও প্রমাণের উপর নির্ভর করে। সুতরাং উত্তমরূপে বুঝাইয়া গণিতশাস্ত্র শিক্ষা দিলে, বুদ্ধিবৃত্তি বা যুক্তি-প্রয়োগ-শক্তির যে প্রকার পরিচালনা হয়, অন্য কোন বিষয়ের শিক্ষাতেই তদ্রূপ হয় না। কিন্তু অধীত বিষয়গুলির সম্বন্ধ ও যুক্তি ভালরূপে বুঝাইয়া না দিলে, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধন পক্ষে কিছুই ফলোৎপত্তি হয় না। বরং না বুঝিয়া নিয়ম প্রয়োগ করিবার অভ্যাস হইলে, বুদ্ধির বিকাশ সম্বন্ধে অনেক ব্যাঘাত জন্মে।

সম্পূর্ণরূপ অভিনিবিষ্ট হইয়া অঙ্ক কষিতে চেষ্টা না করিলে, এবং ক্রমাগত অধিক সময় পর্য্যন্ত অনন্যমনা হইয়া অবিচলিত ভাবে চিন্তা না করিলে, ইষ্টফল লব্ধ হয় না, সুতরাং অনুশীলনীর অভ্যাস দ্বারা স্থির ভাবে ক্রমাগত অধিক সময় পর্য্যন্ত এক বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিবার ক্ষমতা জন্মে।

অঙ্কের অনুশীলনী শিক্ষা উপলক্ষে বারংবার অভ্যাস ও ভ্রম সংশোধন দ্বারা; শুদ্ধরূপে লেখা, লিখিত বিষয়গুলি সুশৃঙ্খল ভাবে সন্নিবেশ করা, এবং লেখা গুলি পরিষ্কৃত ও পরিপাটীরূপে সজ্জিত করা, ইত্যাদি বিষয়ে উৎকৃষ্ট শিক্ষা হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা উপরিউক্ত চতুর্থ উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়। ব্যাকরণ, রচনা, প্রভৃতি বিষয়ের অনুশীলনী অভ্যাস দ্বারাও এই সমস্ত সদ্‌গুণের শিক্ষা হয়। কিন্তু এইরূপ শিক্ষা সম্বন্ধে গণিতের অনুশীলনীর অভ্যাসই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলদায়ক। গণিত সম্বন্ধীয় লেখাতে প্রত্যেক অঙ্ক বা চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। কোন একটি নিতান্ত ক্ষুদ্র অংশও অশুদ্ধ হইলে সমস্ত বিষয়টি অশুদ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং বিশেষরূপ মনোনিবেশ সহকারে বারংবার পরীক্ষা না করিলে পরিশুদ্ধ ফললাভ হয় না; এবং প্রক্রিয়াগুলি যথাযথরূপে লিপিবদ্ধ করা যায় না। এইজন্য গণিতের অনুশীলনীর অভ্যাস উপলক্ষে শুদ্ধতা বিষয়ে মনের বিশেষ প্রণিধান, লেখা শুদ্ধ হয় নাই বলিয়া নিরন্তর আশঙ্কা, এবং বারংবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি, ইত্যাদি মানসিক গুণ জন্মে। অপিচ গণিত সম্পর্কিত লেখার সুশৃঙ্খলা অথবা পরিচ্ছন্নতার ত্রুটি বশতই প্রায়শঃ ভ্রম জন্মিয়া থাকে। তজ্জন্য ঐরূপ লেখার অভ্যাস দ্বারা, শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য সম্বন্ধেও বিশেষরূপ শিক্ষা এবং অভ্যাস হয়। কিন্তু পরিশুদ্ধতা ও সুশৃঙ্খলার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া ছাত্রগণ দ্বারা গণিতের অনুশীলনীর অভ্যাস করাইলে, অপকৃষ্ট লেখার অভ্যাস বশতঃ, গণিতের নিয়মাদি শিক্ষাও ফলোপধায়ক হয় না।

গণিত সম্পর্কীয় প্রশ্ন সামাধান সময়ে মনোযোগের কিছুমাত্র ত্রুটি হইলেই ভুল হইয়া থাকে। প্রত্যেক প্রক্রিয়া বারংবার না দেখিলে ভ্রম সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। অনেক স্থলে, ভিন্নভিন্ন প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক একই প্রশ্ন সমাধান করিলে একই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় কিনা, তাহা দেখিয়া, ফলের শুদ্ধতা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে। এইজন্য এক প্রণা-

লীতে কোন প্রশ্নের ফল নিরূপণ করিবার পর, ভিন্ন প্রণালী অনুসারে পুন-রায় সেই প্রশ্ন সমাধান করা আবশ্যক। এইরূপেই লব্ধ ফলের পরিশুদ্ধতা পরীক্ষিত হইয়া থাকে।

সর্ব্বদা এইরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অভ্যাসের জন্য মনে প্রগাঢ় সন্দিগ্ধতা থাকা আবশ্যক। যে ফল লব্ধ হইল, হয়ত ইহা শুদ্ধ হয় নাই, এই বলিয়া সন্দেহ বা আশঙ্কাই গণিত সম্বন্ধে পরিশুদ্ধতা লাভের প্রধান উপায়। উচিতরূপে গণিতের শিক্ষা হইলে শিশুকাল অবধিই ছাত্রগণের মনে এইরূপ সন্দেহ বা অবিশ্বাসের সঞ্চার হইয়া থাকে। গণিতের অনুশী-লনী সম্বন্ধে এইভাব অভ্যস্ত হইলে, অন্য সমুদয় বিষয় সম্পর্কেই ইহা প্রসা-রিত হইয়া ফলদায়ক হয়। তাহাতে ছাত্রগণের নিজকৃত সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের পরিশুদ্ধতা বা অন্যবিধ গুণাগুণ বিষয়ে সন্দেহ, আশঙ্কা বা অবিশ্বাস জন্মে।

ছাত্রগণ যে অঙ্ক বা অন্যবিধ অনুশীলনী লিখিয়া শিক্ষককে দেখায়, অথবা অন্য যে কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করে, তৎসম্বন্ধে শিক্ষকের বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, সেই লেখার বা কার্য্যের ভুল বিশৃঙ্খলা ও অসম্পূর্ণতা বা অন্যরূপ দোষ, ছাত্রগণ সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিলে পরিহার করিতে সমর্থ হইত কি না। তাহা হইলেই ছাত্রগণের মনে ঐরূপ দোষ সম্পর্কে আশঙ্কা জন্মে। ছাত্রগণের মনোযোগ বা চেষ্টার ত্রুটিসম্ভূত দোষগুলি সর্ব্বদা তা-হাদিগকে দেখাইয়া দিয়া সেই সমস্ত দোষ সংশোধন করিবার জন্য তাহা-দিগের লেখা পুনঃ পুনঃ ফিরাইয়া দিলে; এবং সেইরূপ দোষ থাকা যে নিতান্ত অন্যায়, তাহাদিগকে এই কথাটি বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিতে পারিলে; তাহাদিগের মনে তদ্রূপ দোষ প্রকাশ পাইবে বলিয়া ভয়ের সঞ্চার হয়। এই ভয় বশতই ছাত্রগণ তাহাদিগের লেখা বারংবার পরীক্ষা করিয়া ভ্রমশূন্য করিতে যত্নবান হয়। আর তাহারা যে কোন কার্য্যই সম্পা-দন করে, তাহা ভাল হইল কি মন্দ হইল, তদ্বিষয় পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতে শিক্ষা করে। এতদ্দ্বারা উপরিউক্ত পঞ্চম উদ্দেশ্য সংসাধিত হইয়া থাকে।

পাটীগণিত সম্বন্ধীয় প্রায় সমুদয় বিষয়ের শিক্ষাই বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা ও ভাব-সম্বন্ধ-গত স্মৃতির উপর নির্ভর করে, কেননা গণিতের সমুদয় বিষয়ই যুক্তি পরম্পরা দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে। যুক্তি-প্রয়োগ-শক্তিদ্বারা সংখ্যা সমুদয়ের সংজ্ঞা ধর্ম্ম ও পরস্পরসম্বন্ধ ইত্যাদি উপলব্ধ হইলে, সেই শক্তি দ্বারাই তৎসম্বন্ধীয় নিয়ম গুলিও বুঝিতে পারা যায়। নিয়মগুলি বুদ্ধিগত হইলে, সর্ব্বদা ব্যবহার জন্য তৎসমুদয় মুখস্থ করান কর্ত্তব্য। আর সংখ্যা গুলির নাম, পর্য্যায়, এবং গুণন ইত্যাদির আর্য্যা ও শাব্দিকস্মৃতির সহযোগে মুখস্থ করান উচিত। ব্যাকরণের সংজ্ঞা ও নিয়ম শিক্ষার ন্যায়, পাটীগণিতের সংজ্ঞা ও নিয়ম শিক্ষা দিবার সময়ও, প্রথমতঃ সংজ্ঞার বিষয় গুলির সহিত

পরিচয় জন্মাইয়া, এবং নিয়মের স্থল ও কার্য্য দেখাইয়া, তৎপর সংজ্ঞা ও নিয়মের বাক্যগুলি শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

পাটীগণিতের অন্তর্গত বিষয় সমূহ মধ্যে কোন্‌টির পর কোন্‌টি শিক্ষা দিলে সহজে ছাত্রগণের শিক্ষা হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা আবশ্যক। এই বিষয়ের প্রতি অনবধানতা বশতঃ, অনেক সময় প্রথমেই দুরূহ বিষয় বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করাতে পণ্ডশ্রম হয়, অথচ ছাত্রগণ তৎসম্পর্কে ব্যুৎপত্তির অভাব হেতু নিয়মাদি উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। অনেক স্থলে ছাত্রগণ দশমিক ভগ্নাংশ প্রভৃতির নিয়ম শিক্ষা করিয়াও মূল্য ইত্যাদি সম্বন্ধে সামান্য প্রশ্ন সহজে সমাধান করিতে পারে না।

প্রথমেই বালকগণকে উচ্চ উচ্চ সংখ্যা লিখিবার নিয়ম সম্যক্‌রূপে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে, কিন্তু প্রথমেই তদ্বিষয়ের সম্যক্ শিক্ষা হইতে পারে না। আর যোগ বিয়োগ ইত্যাদি প্রক্রিয়া আরম্ভ করিয়াই যে উচ্চ উচ্চ সংখ্যা সম্বন্ধে সেই সমুদয় নিয়ম প্রয়োগ করিতে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তাহাতে সম্যক্‌রূপে ঐ সমস্ত প্রক্রিয়ার তাৎপর্য্যগ্রহ হইতে পারে না। ছাত্রগণ নিয়মগুলি অন্ধের ন্যায় প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করে। এইরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রের মধ্যে পরে যাহাদিগের অধিক পরিমাণে গণিত শাস্ত্র শিক্ষা হয়, কেবল তাহারাই শেষে নিজ চেষ্টাতে নিয়মগুলির মর্ম্ম বুঝিতে পারে।

যে পর্য্যায়ক্রমে শিক্ষা দিলে ছাত্রগণ সহজে প্রত্যেক অধীত নিয়মের মর্ম্ম বুঝিয়া শিক্ষা করিতে সমর্থ হয়, সেই পর্য্যায়ই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। প্রথমে এক অবধি শত পর্য্যন্ত সংখ্যা মাত্র শিক্ষা দিয়া তাহা লিখিবার প্রণালী বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। তৎপর শত পর্য্যন্ত সংখ্যা গুলির যোগ ও বিয়োগ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এই প্রক্রিয়া গুলি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়া শিক্ষা দিলে ছাত্রগণ আপনারাই শতের অধিক সহস্র পর্য্যন্ত সংখ্যা লিখিবার নিয়ম বুঝিতে সমক্ষ হয়। তৎপর শত পর্য্যন্ত সংখ্যা গুলির গুণন ও ভাগ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহার পর সহজেই ছাত্রদিগকে সহস্র অবধি কোটি পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলি লিখিবার নিয়ম শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। অবশেষে উচ্চ সংখ্যার যোগ বিয়োগ গুণন ও ভাগ শিক্ষা দেওয়া উচিত।

প্রথমে এই চারিটি নিয়ম স্থূলভাবে শিক্ষা দিবার পর, ভিন্নভিন্ন স্থলে তৎসমুদয় কি প্রকারে রূপান্তরিত হয় তাহা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এই মূল নিয়ম চারিটির শিক্ষার পর, মিশ্র রাশি লিখিবার নিয়ম ও তৎসমুদয়ের লঘূকরণ যোগ বিয়োগ গুণন ও ভাগ ইত্যাদির নিয়ম শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। অনন্তর মূল্য বেতন সুদ ইত্যাদি সম্পর্কে যে সমুদয় প্রশ্ন ঐ সমস্ত নিয়ম দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে, তাহা কষিবার অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। এইরূপ শিক্ষার পর সাঙ্কেতিক বা শুভঙ্করের নিয়ম অনুসারে সংক্ষেপে সেই সমু-

দয় প্রশ্ন সমাধান করিবার অভ্যাস করাইতে হয়। ইহার পর সামান্য ও দশমিক ভগ্নাংশ সম্বন্ধীয় নিয়ম শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। অবশেষে ত্রৈরাশিকের নিয়ম শিক্ষা দেঁওয়া উচিত। এই সমস্ত সাধারণ নিয়ম এবং তদন্তর্গত অঙ্ক শিক্ষা হইলে পর, ভিন্নভিন্ন বিষয়ক প্রশ্ন সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ নিয়মগুলি শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

পাটীগণিতের যথোচিতরূপ শিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণরূপে অনুশীলনী অভ্যাসের উপর নির্ভর করে, এইজন্য দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অনুশীলনী অভ্যাস করাইবার প্রণালী বিস্তারিতরূপে লিখিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। অনুশীলনী অভ্যাস করাইবার নিয়ম।

১। প্রাথমিক অভ্যাস।

ছাত্রগণকে কোন নিয়ম শিক্ষা দিবার পর, নিম্নলিখিত প্রণালীতে তাহাদিগের দ্বারা ঐ নিয়মের অন্তর্গত অঙ্ক কসান কর্ত্তব্য।

প্রথম প্রক্রিয়া।—শিক্ষক একএকটি প্রশ্ন বোর্ডে লিখিয়া দিবেন, ছাত্রগণ তাহা দেখিয়া অঙ্ক কষিবে। ছাত্রগণ শুদ্ধরূপে সংখ্যা ইত্যাদি লিখিয়াছে কিনা, এবং উচিত পদ্ধতি অনুসারে অঙ্ক কষিতে আরম্ভ করিয়াছে কিনা, শিক্ষক তাহা দেখিয়া, আবশ্যক স্থলে এরূপ উপদেশ দিবেন ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, যেন তদ্দ্বারা ছাত্রগণ, কি করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারে। যাহাতে একছাত্র অন্যছাত্রের স্লেট দেখিতে অথবা একে অন্যের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে না পারে, তৎপ্রতি শিক্ষকের বিশেষ মনোযোগ থাকা আবশ্যক।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া।—যদি ছাত্রগণ উচিত সময়ের মধ্যে অঙ্ক কষিতে অক্ষম হয়, তবে যে সমুদয় ছাত্র উচিত প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক অঙ্কটি কতকদূর কষিয়াছে, শিক্ষক তাহাদিগকে নিতান্ত আবশ্যক স্থলে সাহায্য করিবেন।

তৃতীয় প্রক্রিয়া।—একএকটি ছাত্রের অঙ্ক শেষ হইলে সে শিক্ষকের নিকট স্লেট রাখিয়া স্বকীয় স্থানে প্রত্যাগমন করিবে। শ্রেণীর তিন চতুর্থাংশ ছাত্র স্লেট দিলে, শিক্ষক তৎসমুদয় পরীক্ষাপূর্ব্বক শুদ্ধ ও অশুদ্ধ এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিবেন। তৎপর তিনি শুদ্ধ স্লেট গুলিতে অগ্রপশ্চাৎ কষিবার পর্য্যায়ক্রমে, ১, ২ ইত্যাদি সংখ্যাদিয়া প্রত্যর্পণ করিলে, ছাত্রগণ সেই সংখ্যানুসারে শ্রেণীর স্থান অধিকার করিবে।

চতুর্থ প্রক্রিয়া।—তৎপর যে সমস্ত ছাত্র স্লেট দিতে পারে নাই, তাহাদিগের প্রত্যেককে দেখাইবার জন্য, শিক্ষক উল্লিখিত ছাত্রগণ মধ্যে এক এক

জনকে নিযুক্ত করিবেন। তাহারা নিয়ম দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিবে, এবং আবশ্যক স্থলে সাহায্য করিবে, কিন্তু নিজ হস্তে স্লেট লইয়া অঙ্ক কষিয়া দিবে না। তাহাদিগের সাহায্যে অপকৃষ্ট ছাত্রগণ অঙ্ক কষিয়া দেখাইবে।

পঞ্চম প্রক্রিয়া।—তদনন্তর শিক্ষক অশুদ্ধ স্লেটগুলি পরীক্ষা করিবেন, এবং যাহার যে স্থানে ভুল হইয়াছে, তাহাকে সেই স্থান পড়িতে ও বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলিবেন। ছাত্র নিজ চেষ্টায়, অথবা শিক্ষকের প্রশ্নজিজ্ঞাসা বা ইঙ্গিতবাক্য দ্বারা, ভুল বুঝিতে পারিলে, শুদ্ধরূপে অঙ্ক কষিবার জন্য তাহাকে স্লেট ফিরাইয়া দিতে হইবে।

ষষ্ঠ প্রক্রিয়া।—এই সমুদয় ছাত্র আপন আপন ভুল সংশোধন পূর্ব্বক পুনরায় স্লেট আনিলে, তাহাতেও শুদ্ধ স্লেট গুলির পর হইতে ক্রমান্বয়ে সংখ্যাদিয়া ছাত্রগণের স্থান নিরূপণ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

সপ্তম প্রক্রিয়া।—যে সকল ছাত্রকে দেখাইয়া দিবার জন্য অন্য ছাত্র নিয়োগ করা হইয়াছিল, শিক্ষক তাহাদিগের স্লেট দেখিয়া দিবেন, এবং তাহারা বুঝিয়াছে কিনা, মধ্যেমধ্যে প্রশ্নজিজ্ঞাসা করিয়া তাহা পরীক্ষা করিবেন। এই সকল ছাত্রমধ্যে যাহারা অন্যের সাহায্যেও বুঝিতে না পারে, শিক্ষক স্বয়ং সময়ান্তরে অতিরিক্ত শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন।

মন্তব্য।—কোন ছাত্র নিয়ম সম্বন্ধে ভুল করিয়া কেবল ফল মাত্র শুদ্ধরূপে লিখিয়া দেখাইলে তাহার অঙ্ক অশুদ্ধ হয়। এই হেতু স্লেট পরীক্ষা করিবার সময় অঙ্ক কষিবার প্রণালীর প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি করা শিক্ষকের কর্ত্তব্য।—কোন ছাত্রের ভুল হইলে, সে সমুচিত মনোযোগ ও চেষ্টা করিলে সেই ভুল নিজেই সংশোধন করিতে সমর্থ হইত কিনা, শিক্ষক কূটপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক তাহা পরীক্ষা করিবেন। কোন কার্য্য উচিতরূপে সম্পাদন করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও, যদি কোন ছাত্র অমনোযোগ বা শৈথিল্য বশতঃ অকৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি অবহেলা করাতে তাহার যে গুরুতর দোষ হইল, এই কথাটি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বিশেষরূপ মনোযোগ করিলে ছাত্র যে ভুল নিজেই বুঝিতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার ভার শিক্ষকের উপর ফেলিলে, ছাত্রের কর্ত্তব্যকর্ম্ম শিক্ষকের দ্বারা সম্পাদিত করাইয়া লওয়া হয়।—কোন ছাত্র কোন অঙ্ক সম্বন্ধে "কিছুই বুঝি নাই" এইরূপ বলিলে, কোন্ বিশেষ স্থলটি বাস্তবিক বুঝিতে পারে নাই কূটপ্রশ্ন জিজ্ঞাসাদ্বারা তাহা নিরূপণ করিয়া, কেবল সেই স্থলটি মাত্র বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। অধিকাংশ স্থলেই দৃষ্ট হইবে ছাত্রগণ মনোযোগ করে নাই বলিয়াই বুঝিতে পারে নাই। মনোযোগ করিলে হয়ত শিক্ষকের কিছুই বুঝাইয়া দিতে হইত না।

কতক অভ্যাসের পর নিম্নলিখিতরূপে উপরিউক্ত প্রক্রিয়া গুলি সংক্ষেপ

করিয়া লওয়া যাইতে পারে।—বোর্ডে অঙ্ক লিখিয়া দেওয়ার পরিবর্ত্তে শিক্ষক বলিয়া দিলে ছাত্রগণ লিখিয়া লইতে পারে।—ছাত্রগণ শুদ্ধরূপে অঙ্ক কষিতেছে কিনা, শিক্ষক ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহা না দেখিলেও হইতে পারে।—কোথা ভুল হইয়াছে শিক্ষক তাহা নির্দ্দেশ না করিয়া, নিজ চেষ্টা দ্বারা ভুল বাহির করিয়া লইবার জন্য অশুদ্ধ স্লেট গুলি ছাত্রগণকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।—যাহারা প্রথমবার শুদ্ধ অঙ্ক দেখাইতে অক্ষম হইয়া দ্বিতীয় বার চেষ্টায় সফল হয়, তাহাদিগকেও সম্পূর্ণ অক্ষম ছাত্রগণমধ্যে গণনা পূর্ব্বক, তাহাদিগের স্লেটে শুদ্ধ স্লেটগুলির ন্যায় ক্রমানুরূপ সংখ্যা না দিলেও হইতে পারে।

২। শীঘ্র অঙ্ক কষিবার অভ্যাস।

কোন নিয়মের অন্তর্গত কতক অঙ্ক উপরিউক্ত প্রণালীতে কষান হইলে, শীঘ্র শীঘ্র কষিবার অভ্যাসের জন্য, সেই নিয়মের অবশিষ্ট অনুশীলনী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। পুনরালোচনার সময় এই নিয়মেই অঙ্ক কষান উচিত।

প্রথম প্রক্রিয়া।—নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে অধিকাংশ ছাত্র যতটি অঙ্ক কষিতে সমর্থ হওয়া সম্ভব, শিক্ষক ততটি অঙ্ক, ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যাক্রমে বোর্ডে লিখিয়া দিবেন। প্রত্যেক ছাত্র তন্মধ্য হইতে এক একটি অঙ্ক কষিয়া শিক্ষককে দেখাইবে। তাহা শুদ্ধ হইলে পুঁছিয়া ফেলিয়া অন্য একটি অঙ্ক কষিতে আরম্ভ করিবে।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া।—কোন ছাত্রের প্রদর্শিত অঙ্ক শুদ্ধ হইলে, শিক্ষক সেই অঙ্কের সংখ্যাটি তাহার স্লেটের এক কোণে লিখিয়া দিবেন। অশুদ্ধ হইলে স্লেট ফিরাইয়া দিবেন। ছাত্র স্বকীয় স্থানে যাইয়া কোথায় ভুল হইয়াছে তাহা নির্ণয় পূর্ব্বক পুনরায় শুদ্ধরূপে অঙ্কটি কষিয়া দেখাইবে।

তৃতীয় প্রক্রিয়া। যে যে ছাত্র সমুদয় অঙ্ক শুদ্ধরূপে কষিতে সমর্থ হয়, তাহারা স্বস্ব অঙ্ক শেষ হওয়ার সময়ানুসারে শ্রেণীর ১ম, ২য়, ৩য় ইত্যাদি স্থান অধিকার করিবে। যখন নির্দ্দিষ্ট সময় প্রায় শেষ হইয়া আসিবে, তখন অবশিষ্ট ছাত্রদিগকে, কে কতটি অঙ্ক শুদ্ধরূপে কষিয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া, তদনুসারে শ্রেণীতে বসাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

চতুর্থ প্রক্রিয়া।—যে সকল ছাত্র সমুদয় অঙ্ক শুদ্ধরূপে কষিয়া শেষ করে শিক্ষক তাহাদিগকে, যে যে ছাত্রের শুদ্ধ অঙ্কের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, সেই ছাত্রগণকে দেখাইয়া দিবার জন্য নিয়োগ করিবেন। অপকৃষ্ট ছাত্রগণ এই রূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া এক একটি অঙ্ক কষিবার পর তাহা শিক্ষককে দেখাইবে। অঙ্কটি বুঝিয়াছে কিনা, মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক তিনি তাহা

পরীক্ষা করিবেন।

মন্তব্য।—ছাত্রেরা অঙ্ক কষিয়া স্লেট আনিলে শিক্ষক তাড়াতাড়ি দেখিয়া দিবেন, নতুবা অনেক ছাত্র শিক্ষকের চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া গোলযোগ এবং পরস্পরের স্লেট দেখাদেখি করিবে। যদি এক সময়ে অনেক ছাত্র স্লেট আনিয়া উপস্থিত করে, তাহা হইলে শিক্ষকের সম্মুখে স্লেট রাখিয়া তাহারা স্বস্ব স্থানে যাইয়া বসিবে শিক্ষক এক এক খান স্লেট দেখিয়া ফিরাইয়া দিবেন।— ছাত্রগণ একাদিক্রমে নির্দ্দিষ্ট অঙ্কগুলি কষিবে এরূপ নিয়ম করিলে, ছাত্রগণ যদি মধ্যের কোন একটি অঙ্ক কষিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে শক্তি সত্ত্বেও শেষের অঙ্ক গুলি কষিতে পারিবে না। এইজন্য ছাত্রগণ যে অঙ্কের পর যে অঙ্ক কষণ সুবিধা জ্ঞান করে, তাহাদিগকে তাহাই কষিতে দেওয়া উচিত। যে সংখ্যার অঙ্কটি শুদ্ধ হয় সেই সংখ্যা স্লেটে লিখিয়া না দিলে, যদি কোন ছাত্র একই অঙ্ক বারংবার দেখায়, তবে তাহা ধরিবার উপায় থাকে না।—এই প্রণালী অনুসারে অঙ্ক কষিবার সময় ছাত্রগণের অনুচিত রূপে পরস্পরের সাহায্য গ্রহণ করিবার অনেক সুবিধা হয়। সুতরাং শিক্ষকের তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ছাত্রগণকে বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে শিক্ষকের অনুমতি ব্যতিরেকে একে অন্যের সাহায্য করা কি স্লেট দেখা অন্যায়। যদি ছাত্রেরা প্রথম হইতেই এইরূপ আত্মশাসনের আবশ্যকতা বুঝিতে পারে, এবং তাহাদিগের তদ্রূপ অভ্যাস হয়, তাহা হইলে নীতিশিক্ষা সম্বন্ধেও অনেক উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে।

৩। বোর্ডে অঙ্ক কষান।

শ্রেণীর সমুদয় বা অধিকাংশ ছাত্র কোন অঙ্ক কষিতে অসমর্থ হইলে শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সেই অঙ্কটি বোর্ডে কষাইয়া দেখাইবেন।

প্রথম প্রক্রিয়া।—প্রথমে সমুদয় ছাত্রকে প্রশ্নের মর্ম্ম উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তৎপর একটি ছাত্রকে বোর্ডের সম্মুখে আনিয়া শিক্ষক এরূপ কৌশলক্রমে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, এবং কোন্ কোন্ বিষয় দেওয়া আছে, কি কি নিরূপণ করিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিবেন, যেন তদ্দ্বারাই ছাত্রগণ অঙ্কটি কষিবার উচিত প্রণালী বুঝিতে সমর্থ হয়।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া।—প্রথমোক্ত ছাত্র বোর্ডে অঙ্ক কষিতে আরম্ভ করিলে অন্যান্য ছাত্র ও শিক্ষক মনোযোগ সহকারে দেখিবেন, তাহার অবলম্বিত প্রণালী এবং প্রক্রিয়াগুলি শুদ্ধ হইতেছে কিনা। কোন স্থলে ভুল হইলে শিক্ষক ক্রমান্বয়ে অন্যান্য ছাত্র দ্বারা তাহা সংশোধন করাইয়া লইতে চেষ্টা করিবেন। তাহা হইতে না পারিলে শিক্ষক স্বয়ং বলিয়া দিবেন।

তৃতীয় প্রক্রিয়া।—একটি ছাত্র অঙ্কের কতকদূর কষিলে, আর একটি

ছাত্রকে বোর্ডের নিকট আনিয়া শিক্ষক তাহার দ্বারা আর কতকদূর কষাই-বেন। এইরূপে কয়েকটি ছাত্রদ্বারা সমুদয় অঙ্ক শেষ করাইয়া লওয়া ক-র্ত্তব্য। অঙ্কটি কষিবার জন্য শ্রেণীর ভিন্নভিন্ন স্থান হইতে ছাত্র আনা উচিত। আর প্রত্যেক ছাত্র বোর্ডের নিকট আসিয়া তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ছাত্রের লেখার পর হইতে লিখিতে আরম্ভ করিবে। তাহা করিতে না পারিলে, সে যথোচিত মনোযোগ করে নাই ইহাই প্রকাশ পাইবে।

চতুর্থ প্রক্রিয়া।—একটি ছাত্রের অঙ্ক কষিবার সময় অপরাপর ছাত্রমধ্যে কেহ কোন স্থল বুঝিতে না পারিলে, তাহার তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কোন উৎকৃষ্ট ছাত্র শিক্ষকের প্রদর্শিত প্রণালী অনু-সারে স্বয়ং স্লেটে অঙ্কটি কষিয়া,বোর্ডের অঙ্ক শেষ হইবার পূর্ব্বেই, দেখাইতে পারিলে, তাহাকে বিশেষ প্রশংসার ভাজন বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু কোন ছাত্র নিজে অঙ্ক কষিলেও, বোর্ডে কি লেখা হইতেছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি ও মনোযোগ রাখা কর্ত্তব্য।

পঞ্চম প্রক্রিয়া।—বোর্ডের অঙ্ক শেষ হইলে সমুদয় ছাত্র তাহা নিজ নিজ স্লেটে নকল করিয়া শিক্ষককে দেখাইবে। তিনি দেখিবেন, শুদ্ধরূপে লেখা হইয়াছে কি না, এবং মধ্যেমধ্যে প্রশ্নজিজ্ঞাসাদ্বারা পরীক্ষা করিবেন, ছাত্র-গণ অঙ্কের সমুদয় অংশ উত্তমরূপে বুঝিয়াছে কি না। শিক্ষকের প্রদর্শিত প্রণালী অপেক্ষা সহজ ও উৎকৃষ্ট প্রণালী অনুসারে কোন ছাত্র স্বয়ং অঙ্কটি কষিলে, তাহার সেই প্রণালী সমুদয় ছাত্রকে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

ষষ্ঠ প্রক্রিয়া।—তৎপর শিক্ষক সমুদয় ছাত্রকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহারা অঙ্কের সমস্ত অংশ ভালরূপে বুঝিয়াছে কিনা। কোন ছাত্র কোন অংশ না বুঝিয়া থাকিলে, তাহাকে বোর্ডের সম্মুখে আনিয়া শিক্ষক স্বয়ং অথবা অন্য ছাত্রদ্বারা বুঝাইয়া দিবেন।

সপ্তম প্রক্রিয়া।—অনেক সময় ছাত্রগণ অঙ্কের কোন স্থল না বুঝিয়াও নীরব থাকে, অথবা বুঝিয়াছে কিনা তাহাই বুঝিতে অসমর্থ হয়। কোন কঠিন প্রশ্নসম্বন্ধে এইরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হইলে, শিক্ষক বোর্ডের ও ছাত্রগণের স্লেটের সমুদয় লেখা একেবারে মার্জ্জিত করাইয়া ছাত্রগণদ্বারা পুনরায় অঙ্ক কষাইয়া দেখিবেন, কে কোন্ অংশ বুঝিতে পারে নাই। যে ছাত্র অঙ্কের যে অংশ কষিতে অসমর্থ হয়, তাহাকে সেই স্থল পুনরায় বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

৪। বাড়ীতে কষিবার অঙ্ক।

কোন নিয়ম শিক্ষা দিবার পর, তদন্তর্গত কেবল অল্প কয়েকটি মাত্র অঙ্ক শ্রেণীতে কষান যাইতে পারে। কিন্তু কেবল সেই কয়েকটি অঙ্ক কষিলে

ছাত্রগণের যথোচিত ব্যুৎপত্তি জন্মিতে পারে না। এই জন্য ছাত্রগণদ্বারা, প্রত্যেক নিয়মের অন্তর্গত বহুসংখ্যক অঙ্ক বাড়ীতে কষান কর্ত্তব্য।

প্রথম প্রক্রিয়া।—কোন নিয়মের অন্তর্গত কয়েকটি অঙ্ক শ্রেণীতে কষান হইলে ,শিক্ষক প্রত্যহ সেই জাতীয় কতকগুলি অঙ্ক নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। ছাত্রগণ তাহা বাড়ীতে কষিয়া, এবং অঙ্কের বহিতে লিখিয়া, পর দিবস শিক্ষককে দেখাইবে।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া।—এই সমস্ত অঙ্ক মধ্যে যেগুলি কঠিন, যতদূর হইতে পারে, ছাত্রগণ তাহা পরস্পরের সাহায্যে কষিতে চেষ্টা করিবে। অঙ্ক না বুঝিয়া একে অন্যের বহি হইতে নকল না করে, শিক্ষক তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে বিশেষরূপ সাবধান করিয়া দিবেন। ছাত্রগণ যথোচিতরূপে পরস্পরের সাহায্য গ্রহণপূর্ব্বক অঙ্ক কষিলে, কতক ছাত্র কষিয়াছে আর কতক ছাত্র কষিতে পারে নাই, এরূপ অঙ্ক অল্পই থাকিবে। অধিকাংশ অঙ্ক সমুদয় ছাত্রই কষিয়া দেখাইবে, কতকগুলি কেহই কষিতে সমর্থ হইবে না।

তৃতীয় প্রক্রিয়া।—ছাত্রগণের অঙ্কের বহি পরীক্ষা করিবার সময় শিক্ষক সাধারণভাবে অঙ্কগুলি দেখিয়া যাইবেন, এবং মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। তৎপর তন্মধ্য হইতে দুই একটি অঙ্ক ছাত্রগণদ্বারা, পরস্পরের সাহায্য ব্যতিরেকে, শ্রেণীতে কষাইয়া পরীক্ষা করিবেন।

চতুর্থ প্রক্রিয়া।—যে অঙ্ক কোন কোন ছাত্র কষিয়াছে, কোন কোন ছাত্র কষিতে সমর্থ হয় নাই, তাহা শেষোক্ত ছাত্রগণ প্রথমোক্ত ছাত্রদিগের নিকট হইতে বুঝিয়া লইয়া বহিতে লিখিবে। যে সকল অঙ্ক কোন ছাত্রই কষিয়া আনিতে না পারে, শিক্ষক তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, অঙ্কগুলি বাস্তবিকই ছাত্রগণের ক্ষমতার অতিরিক্ত, না যথোচিত চেষ্টার ত্রুটিবশতঃই তাহারা কষিতে অসমর্থ হইয়াছে। যে অঙ্ক সম্বন্ধে ছাত্রগণের যত্নের ত্রুটি লক্ষিত হয়, তাহা তাহাদিগকে পুনর্ব্বার কষিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। যে অঙ্ক বাস্তবিকই কঠিন, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা মাত্র বলিয়া দিলে যদি ছাত্রগণ নিজ চেষ্টাতেই তাহা কষিতে সমর্থ হয়, তবে সেই কয়েকটি কথা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। নতুবা পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে বোর্ডে কষাইয়া দেখাইয়া দিবেন।

মন্তব্য।—ছাত্রগণকে বাড়ীতে কষিবার জন্য যে অঙ্ক দেওয়া হয়, তাহা তাহারা নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে কষিয়া আনে কিনা, তদ্বিষয় সর্ব্বদা বিশেষ মনোযোগসহকারে দেখা নিতান্ত আবশ্যক। ছাত্রগণকে বাড়ীতে অঙ্ক কষিতে বলিয়া দিয়া শিক্ষক যদি পরদিবস তৎসম্বন্ধে আর কিছুই না বলেন, তবে তৎসম্বন্ধে ছাত্রগণের কর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মিতে পারে না, এবং তাঁহার সেই আজ্ঞা কখনই প্রতিপালিত হয় না। এই জন্য সর্ব্বদা নিয়মিতরূপে ছাত্রগণের

অঙ্কের বহি পরীক্ষা করা, এবং কোন ছাত্র কিরূপে স্বকীয় কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছে মনোযোগসহকারে তদ্বিষয় অনুসন্ধান করা, আবশ্যক।

৫। অঙ্ক লিখিবার বহি।

ছাত্রগণদ্বারা শ্রেণীতে যে সমুদয় অঙ্ক কষান হয়; তাহারা বাড়ীতে যে সমস্ত অঙ্ক কষে; এবং শিক্ষক যে সকল অঙ্ক বোর্ডে দেখাইয়া দেন; তৎসমুদয় লিখিয়া রাখিবার জন্য ছাত্রগণের এক এক খানি বহি থাকা আবশ্যক। শৃংখলা, ও শিক্ষকের দেখিবার সুবিধার জন্য, শ্রেণীর সমুদয় ছাত্রের বহিই এক আয়তন বিশিষ্ট হওয়া উচিত।

এই অঙ্কের বহির উপর ছাত্রের নাম, বিদ্যালয়ের নাম, শ্রেণী ও সন তারিখ মাত্র লিখিত থাকিবে। বহির মধ্যে অঙ্ক এবং তৎসম্বন্ধীয় মন্তব্য মাত্র লিখিত থাকিবে। ছাত্রগণকে ঐ বহিতে এতদ্ভিন্ন আর কিছু লিখিতে নিবারণ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ বহিতে যথাতথা নানাপ্রকার অসম্বদ্ধ বিষয় লিখিতে, অথবা আঁকিবুঁকি করিতে, ছাত্রগণের মনে যে অনিবার্য্য ইচ্ছা জন্মে তাহা নিবারণের জন্য শিক্ষকের বিশেষ যত্ন আবশ্যক। অর্থের বহি অথবা ব্যাকরণ রচনা প্রভৃতি বিষয়ের বহি সম্পর্কেও ছাত্রগণদ্বারা এই নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে শিক্ষকের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শিক্ষক এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে ছাত্রগণের শৃঙ্খলা ও পারিপাট্যের অভ্যাস সম্পর্কে অনেক উপকার সংসাধিত হয়।

শ্রেণীতে যে সকল অঙ্ক দেওয়া হয়, ছাত্রগণ প্রত্যহ সেই সমুদয় অঙ্ক তারিখ সহ বহিতে লিখিয়া রাখিবে। বাড়ীতে কষিবার জন্য যে সমস্ত অঙ্ক দেওয়া হয়, তাহাও তাহারা ঐ বহিতে লিখিয়া শিক্ষককে দেখাইবে। যেসমস্ত অঙ্ক ছাত্রগণ নিজে নিজে কষিতে অসমর্থ হয়, প্রথমে তজ্জন্য স্থান রাখিয়া, পরে শিক্ষক দেখাইয়া দিলে, তৎসমুদয়ও যথাস্থানে লেখা কর্ত্তব্য। শিক্ষক প্রত্যহ ছাত্রগণের লিখিত সমুদয় অঙ্ক দেখিয়া তাহার নীচে স্বাক্ষর করিবেন। বহি পরীক্ষা করিবার সময় শিক্ষকের দেখা কর্ত্তব্য পরিশুদ্ধ ও সুশৃঙ্খল ভাবে অঙ্কগুলি লিখিবার জন্য ছাত্রগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে কি না। অঙ্ক লেখা সম্বন্ধে যদি কোন ছাত্রের মনোযোগ ও যত্নের ত্রুটি লক্ষিত হয়, তবে শিক্ষক তাহাকে দিয়া পুনরায় তাহা যথোচিত রূপে লিখাইবেন। ছাত্রগণের লেখাতে যেসমস্ত ক্ষুদ্র২ ভুল থাকে শিক্ষক তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন। যদি এরূপ কোন গুরুতর ভুল থাকে যে ছাত্রগণ যথোচিত চেষ্টা করিলে তাহা বুঝিতে পারিত, তবে শিক্ষক সেই ভুল নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাহাদিগেরদ্বারা সংশোধন করাইয়া লইবেন।

ছাত্রগণের অঙ্কের অথবা অন্য বিষয় সম্পর্কিত অনুশীলনীর বহিগুলি,

শ্রেণীতে শিক্ষাদিবার নির্দ্দিষ্ট সময় ভিন্ন অন্য সময়ে, শিক্ষকের পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। ছাত্রগণের লেখামধ্যে যে স্থলে যে বিষয় তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক, শিক্ষক সেই স্থানে তাহা মন্তব্য স্বরূপ লিখিয়া দিবেন। শ্রেণীতে প্রত্যেক ছাত্রকে ডাকিয়া, তাহার ভুলগুলি ও তৎসম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য দেখাইয়া ও আবশ্যক হইলে বুঝাইয়া দিয়া, বহি ফিরাইয়া দিবেন। ছাত্রসংখ্যা অধিক হইলে, ছাত্রগণ দ্বারাই পরস্পরের বহি পরীক্ষা ও সংশোধন করান যাইতে পারে। এইরূপ করিলে, অনুচিত রূপে ভুল ধরা ইত্যাদি উল্লেখে যে সমস্ত আপত্তি উপস্থিত হইবে, তৎসমুদয় মনোযোগ পুর্ব্বক মীমাংসা করিয়া দেওয়া, এবং পরীক্ষার চিহ্ন স্বরূপ প্রত্যেক বহিতে স্বাক্ষর করা, শিক্ষকের কর্ত্তব্য।

৬। শুদ্ধতা, শৃঙ্খলা, ও পরিচ্ছন্নতা।

ছাত্রগণের প্রদর্শিত অঙ্ক বা অন্যবিধ অনুশীলনীতে যে ভ্রম বা অন্যরূপ দোষ থাকে, তৎসম্বন্ধে শিক্ষকের সর্ব্বদা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, ছাত্রগণ সর্ব্ব প্রযত্নে চেষ্টা করিলে তাহা নিজে নিজেই সংশোধন করিতে পারিত কি না। ঐরূপ দোষযুক্ত লেখা বারংবার সংশোধন জন্য ফিরাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া তাহাদিগের অঙ্ক বা অন্যবিধ লেখা যতদূর ভ্রমশূন্য সুশৃঙ্খল ও পরিষ্কার করিয়া দেখাইতে সমর্থ হয়, শিক্ষককে সেই রূপই দেখান কর্ত্তব্য। মনোযোগের ত্রুটিবশতঃ নানারূপ সহজপরিহার্য্য দোষ সহ অঙ্ক বা লেখা শিক্ষককে দেখাইলে শিক্ষকের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা হয় না, প্রথমাবধিই ছাত্রগণের মনে এইরূপ সংস্কার জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করা আবশ্যক।

পাটীগণিতের মূল নিয়ম চতুষ্টয়ের অন্তর্গত অঙ্কের ফল নানাপ্রকারে পরীক্ষা করা যায়। প্রথমে ছাত্রগণদ্বারা প্রত্যেক অঙ্ক কষিবার সময়ই তাহার ফলের শুদ্ধতা পরীক্ষা করান কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ অঙ্কের সঙ্গেসঙ্গে পরীক্ষার প্রক্রিয়াও শিক্ষককে দেখাইবে। পাটীগণিতের সমুদয় প্রশ্নই ভিন্নভিন্ন প্রক্রিয়াদ্বারা সমাধান করিতে পারা যায়। এক প্রক্রিয়ার দ্বারা কোন প্রশ্নের ফল নিরূপণ করিবার পর, ভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বনপূর্ব্বক পৃথক্‌রূপে সেই ফলটি নির্ণয় করিয়া পূর্ব্বলব্ধ ফলের সহিত মিলাইয়া দেখা কর্ত্তব্য। সর্ব্বদাই ছাত্রগণদ্বারা এইরূপ পরীক্ষা করান আবশ্যক। তাহাদিগকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, কোনরূপে একটি ফল প্রাপ্ত হইলেই যে অঙ্ক কষা হইল এমত নহে ; প্রক্রিয়া গুলি বারংবার মনোযোগ সহকারে দেখিয়া এবং নানারূপে পরীক্ষা করিয়া, লব্ধফলটি শুদ্ধ হইয়াছে কি না, তৎসম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া আবশ্যক।

প্রক্রিয়াগুলি যথাযথরূপে লিখিত হইয়াছে কি না, কোন অনাবশ্যক কথা লিখিত হইয়াছে কি না, অথবা সমুদয় আবশ্যক কথাগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে কি না, বিশেষ বিবেচনা সহকারে তাহা দেখা কর্ত্তব্য। কোন অঙ্ক কি প্রণালীতে কষিলে সহজ প্রক্রিয়া দ্বারাই ইষ্টফল লব্ধ হইতে পারে, অর্থাৎ অতি অল্প লেখা বা চিন্তাতেই কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, সর্ব্বদা তৎপ্রতি ছাত্রগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পরিবর্ত্তে সংক্ষিপ্ত প্রণালীর অনুসন্ধান করিতে অধিক সময় লাগিলেও তজ্জন্য ছাত্রগণের বারংবার চেষ্টা করা আবশ্যক।

শ্রেণীতে পাটীগণিতের অথবা অন্য বিষয়ের অনুশীলনী সর্ব্বদাই স্লেটে লেখান কর্ত্তব্য। যদি অঙ্ক ইত্যাদি স্লেটে কষান না হয় তবে ভ্রম হইলে তাহা পুঁছিয়া ফেলিয়া পুনরায় শুদ্ধরূপে লিখিবার সুবিধা থাকে না। কাগজে লিখিলে অশুদ্ধ অংশ পুঁছিয়া ফেলা যায় না, তাহা কাটিয়া তাহার পার্শ্বে শুদ্ধ করিয়া লিখিতে হয়। অঙ্কের বা অন্যরূপ লেখারমধ্যে স্থানে স্থানে ঐরূপ কাটা থাকিলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি হয়, এবং লেখা নিতান্ত অপরিষ্কৃত দেখায়। তাহাতে পরিচ্ছন্নতার প্রবৃত্তি, এবং লেখাটি সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ ও পরিষ্কৃত আকারে শিক্ষককে দেখাইবার অভ্যাস, জন্মিতে পারেনা। অঙ্ক বা অন্য অনুশীলনীর প্রত্যেক অংশ কিরূপে লিখিলে, অথবা কিরূপ শৃঙ্খলা অনুসারে সজ্জিত করিলে, শুদ্ধ পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটী হয়, বারংবার লিখিয়া এবং বারংবার পুঁছিয়া ফেলিয়া, এবং পুনরায় লিখিয়া অভ্যাস না করিলে, ছাত্রগণের তদ্বিষয়ক সংস্কার জন্মিতে পারে না।

ছাত্রগণ প্রায়শঃ মনে করে যে, স্লেটে অনুশীলনীর অভ্যাস করা নিতান্ত শিশুকালের কার্য্য, কিছু বয়োবৃদ্ধি হইলেই স্লেট পরিত্যাগপূর্ব্বক কাগজ ব্যবহার করিতে হয়। যাহাতে ছাত্রগণের মনে এইরূপ বৃথা অহঙ্কারমূলক কুসংস্কার জন্মিতে না পারে, শিক্ষকের তৎপক্ষে যথোচিত উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। বহুদিন স্লেটে অভ্যাস করিতে করিতে যখন মনোমধ্যে পরিশুদ্ধতা শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য বিষয়ক সংস্কার সুদৃঢ়রূপে নিবদ্ধ হয়, তখন কাগজে অনুশীলনীর অভ্যাস করিলে বিশেষ দোষ হয় না।

বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই ছাত্রগণ নিজ নিজ স্লেট ও বিদ্যালয়ের বোর্ড পরিষ্কার করিয়া রাখিবে। কোন বিষয় লেখা হইলে, তাহার কার্য্য শেষ হইবার পরই, তাহা পুঁছিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। বোর্ড পুঁছিবার জন্য তৎসহ একখণ্ড কাপড় থাকা আবশ্যক। প্রতি দিন স্লেট প্রক্ষালন করিলে, অঙ্গুলীদ্বারাই তাহার লেখা উত্তমরূপে পুঁছিয়া ফেলা যায়। থুথু দিয়া স্লেট পুঁছিবার অভ্যাস নিতান্ত কদর্য্য। ছাত্রগণ যখন যাহা শিক্ষা করে, তখনই তাহা বারংবার লিখিবার জন্য তাহাদিগের মনে অনি-

বার্য্য স্পৃহা জন্মিয়া থাকে। এই স্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া নানারূপ অসম্বদ্ধ কথা লেখা, বা বিশৃঙ্খলভাবে অঙ্কপাত করা, ছাত্রগণের অভ্যাসের পক্ষে অনেক উপকারী। সুতরাং তাহা একেকালে নিবারণ করা কর্ত্তব্য নহে। তৎসম্বন্ধে ছাত্রগণকে দুইটি নিয়ম প্রতিপালন করিতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ, যে স্থানে লিখিলে লেখা সম্পূর্ণরূপে পুঁছিয়া ফেলা না যায়, তদ্রূপ স্থানে তাহাদিগের লেখা অকর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ, বোর্ড বা স্লেটে অসম্বদ্ধ লেখা গুলি লিখিলে, তৎক্ষণাৎই পুঁছিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

স্লেটের শিরোভাগের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রত্যেক ছাত্র নিজ নিজ নাম লিখিয়া রাখিবে। ভাঙ্গা স্লেট কিংবা নিতান্ত ক্ষুদ্র পেন্সিল, অথবা তৎপরিবর্ত্তে স্লেটের ভগ্নাংশ, ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত নহে। শ্রেণীর সমুদয় স্লেটই এক আয়তনের হইলে তাহা দেখিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। শিক্ষককে স্লেট দেখাইবার সময়, যে যে লেখা তাঁহার দেখা আবশ্যক, তদ্ভিন্ন আর সমুদয় লেখাই পুঁছিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। শিক্ষকের সম্মুখে স্লেট রাখিবার সময়, সমুদয় স্লেট একইভাবে সমান করিয়া রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। স্লেটের যে পৃষ্ঠে লেখা থাকে তাহা অধোদিকে রাখা উচিত, যেন অন্যান্য ছাত্র তাহা দেখিয়া নকল করিতে না পারে।

পাটীগণিতের অনুশীলনী অভ্যাসের সময়, তাহার অন্তর্গত সমুদয় অঙ্ক, রেখা, বা অন্যরূপ লেখা গুলি, সমান ও সমান্তরাল হওয়া উচিত। একটি সংখ্যার নীচে অন্য সংখ্যা লিখিবার সময় সর্ব্বদাই এককের নীচে একক, দশকের নীচে দশক, এইরূপে লেখা কর্ত্তব্য। এক জাতীয় বা সমস্থলীয় সংখ্যা বা অন্যরূপ লেখা সর্ব্বদাই এক আকারে এবং সদৃশ স্থানে লিখিত হওয়া উচিত। লেখা সম্পর্কে সুশৃঙ্খলার তাৎপর্য্য এই যে, সমুদয় বর্ণ বা অঙ্ক সমান হইবে, পংক্তি গুলি সমান্তরাল ও সমদূরবর্ত্তী হইবে, এবং সমধর্ম্মাক্রান্ত বিষয়গুলি সদৃশ স্থলে ও এক আকারে লিখিত হইবে।

ছাত্রগণকে এই বিষয় সম্পর্কীয় নিয়ম গুলি শিক্ষা দেওয়া প্রায় সম্পূর্ণরূপে শিক্ষকের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করে। শিক্ষক নিজে এই সমুদয় নিয়ম প্রতিপালন না করিলে, ছাত্রগণকে তাহা কোন মতেই শিক্ষা দিতে পারিবেন না। আর নিয়মগুলি সর্ব্বদা শিক্ষকদ্বারা প্রতিপালিত হইলে ছাত্রগণ আপনা হইতেই তাহা প্রতিপালন করিতে শিক্ষা করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ। পাটীগণিতের সাধারণ নিয়ম শিক্ষাদিবার প্রণালী।

শিশুগণকে যথোচিত প্রণালীতে গণনা, অঙ্কলিখন, এবং যোগ বিয়োগ গুণন ও ভাগ সম্বন্ধীয় চারিটি সাধারণ নিয়ম, শিক্ষা দিলে তাহারা সহজে পাটীগণিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই চারিটি নিয়মদ্বারাই পাটীগণিতসম্পর্কীয় সমুদয় প্রক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সংখ্যালিখন-প্রণালী সম্পর্কে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি নিবন্ধন সংখ্যাগুলির পরস্পর সম্বন্ধজ্ঞান জন্মিলে, এবং উক্ত নিয়ম চতুষ্টয়ের প্রয়োগ বিষয়ে সম্যক্ পটুতা লাভ করিলে, ছাত্রগণ পাটীগণিতের অন্যান্য নিয়ম সহজে ও নিজ চেষ্টাতেই শিক্ষা করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু শিক্ষার বিশৃঙ্খলানিবন্ধন প্রায়শই ছাত্রগণের উক্তরূপ ব্যুৎপত্তি ও পটুতা জন্মেনা। সুতরাং পাটীগণিত শিক্ষাতে ছাত্রগণের অনেক সময় নষ্ট হয়, অথচ অনেক ছাত্রের নিতান্ত অপকৃষ্ট শিক্ষা হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত সংখ্যালিখন ও সাধারণ নিয়ম শিক্ষা দিবার প্রণালী নিম্নে বিস্তৃতরূপে লিখিত হইল।

সহজ সহজ দৃষ্টান্ত সহযোগে কোন নিয়ম শিক্ষা দিবার পর, ছাত্রগণ দ্বারা মুখে মুখে সেই নিয়মের অন্তর্গত কতকগুলি সহজ প্রশ্ন সমাধান করাইয়া, মানসিক গণনার অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। তৎপর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের লিখিত নিয়ম অনুসারে ক্রমেই কঠিনতর অনুশীলনীর অভ্যাস করান উচিত। ছাত্রগণদ্বারা যতই অধিক পরিমাণে কোন নিয়মের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অঙ্ক কষান যায়, এবং তাহাদিগের ব্যবহার্য্য বা পরিচিত পদার্থ সম্পর্কে সচরাচরউৎপন্ন ও কৌতুহলোদ্দীপক প্রশ্ন সমাধান করান যায়, ততই বিশদরূপে নিয়ম শিক্ষা হইয়া থাকে।

শীঘ্র শীঘ্র অঙ্ক কষিবার ক্ষমতা না জন্মিলে পাটীগণিতের নিয়মশিক্ষা বিশেষ ফলোপধায়ক হয় না। এই হেতু, কোন নিয়মের প্রয়োগ সম্বন্ধে ছাত্রগণের ব্যুৎপত্তি জন্মিলে, কি কি উপায়ে সেই নিয়মের অন্তর্গত প্রক্রিয়াগুলি সংক্ষেপ করা যাইতে পারে, তাহাও দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক। বিশেষ বিশেষ কৌশল বা সঙ্কেত অবলম্বন করিলে অধিকাংশ অঙ্কই নিয়মিত প্রক্রিয়া অপেক্ষা অল্প সময়ে কষা যায়। ঐরূপ সঙ্কেত অবলম্বনের স্থল পাইলেই ছাত্রগণকে তাহা দেখাইয়া দিয়া অভ্যাস করান কর্ত্তব্য।

১। শত পর্য্যন্ত গণনা।

অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পদার্থের গণনা সহকারে সংখ্যাগুলির নাম শিক্ষা দিলে শিশু ছাত্রগণ সহজেই বুঝিতে পারে যে, একএকটি পৃথক্ পদার্থ

এক একক, এবং প্রত্যেক সংখ্যা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যা হইতে এক একক পরিমাণে অধিক।

প্রথম প্রক্রিয়া।—শিক্ষক দশটি গুটিকা, কড়ি বা অন্যরূপ গণনীয় পদার্থ লইয়া, একএকটিতে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিবেন, এবং এক, দুই, ইত্যাদি দশ পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলি উচ্চারণ করিবেন। ছাত্রগণ একযোগে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উচ্চারণ করিবে। এইরূপ কয়েকবার অভ্যাসের পর, শিক্ষক সংখ্যা উচ্চারণ না করিয়া কেবল গণনীয় পদার্থগুলিতে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিবেন। ছাত্রগণ একযোগে সংখ্যা উচ্চারণ করিবে। শিক্ষক আবশ্যক স্থলে বলিয়া দিবেন এবং উচ্চারণ সংশোধন করিবেন।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া।—একএকটি ছাত্র শিক্ষকের সম্মুখে আসিয়া গণনীয় পদার্থগুলিতে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ এবং সংখ্যা উচ্চারণ করিবে। অন্যান্য ছাত্র ও শিক্ষক আবশ্যকস্থলে বলিয়া দিবেন এবং উচ্চারণ সংশোধন করিবেন। অবশেষে প্রত্যেক ছাত্র গণনীয় পদার্থে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ ব্যতিরেকে ক্রমান্বয়ে একঅবধি দশ পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলি উচ্চারণ করিবে।

তৃতীয় প্রক্রিয়া।—অতঃপর দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের লিখিত বর্ণউচ্চারণ ও বর্ণলিখন সম্বন্ধীয় প্রক্রিয়ার অনুরূপ প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক, শিক্ষক ছাত্রগণকে ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত অঙ্কগুলি পাঠ করিতে ও লিখিতে শিক্ষা দিবেন।

তৎপর শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে দশ হইতে শত পর্য্যন্ত সংখ্যা গণিবার ও তাহা লিখিবার নিয়ম শিক্ষা দিবেন।

প্রথম প্রক্রিয়া।—শিক্ষক একশতটি গণনীয় পদার্থ লইয়া এক এক জন ছাত্রদ্বারা তাহার দশ দশটি গণাইয়া পৃথক্ করাইবেন, এবং বলিয়া দিবেন যে এক একটি পৃথক্ স্তূপ দশ দশ এককের সংহতি। তৎপর শিক্ষক এক একটি সংহতিতে, ও এক একটি পৃথক্ পদার্থে, বারংবার অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিবেন, কোন্‌টি একক ও কোন্‌টি দশক।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া।—শিক্ষক একটি দশ-একক-সংহতিতে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিবেন, "এক দশকে দশ," অর্থাৎ একটি দশ-একক-সংহতিতে দশ। তৎপর শিক্ষক দুইটি সংহতি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক "দুই দশকে বিশ," এবং এইরূপে ক্রমান্বয়ে "দশ দশকে শত" পর্য্যন্ত বলিবেন, ছাত্রগণ একযোগে তাঁহার পশ্চাৎপশ্চাৎ আর্য্যাসহ দশ, বিশ, ত্রিশ ইত্যাদি সংখ্যা উচ্চারণ করিবে।

অনন্তর শিক্ষক, এক অবধি দশপর্য্যন্ত শিক্ষার নিয়মানুসারে, দশ-একক-সংহতিগুলি মাত্র নির্দ্দেশ করিবেন, ছাত্রগণ একযোগে আর্য্যাগুলি বলিবে; প্রত্যেক ছাত্র স্বয়ং নির্দ্দেশ করিবে ও আর্য্যা বলিবে; এবং ছাত্রগণ গণনীয় পদার্থগুলি নির্দ্দেশ ব্যতিরেকে ক্রমান্বয়ে আর্য্যাগুলি বলিবে।

তৃতীয় প্রক্রিয়া।—অবশেষে ১০, ২০, ইত্যাদি সংখ্যা লিখিতে শিক্ষাদিয়া, শিক্ষক ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দিবেন যে, ১, ২, ইত্যাদি কোন অঙ্কের পৃষ্ঠে ০ দিলে অঙ্কটি বামদিকে একস্থান সরিয়া যায়। তাহাতে সেই অঙ্কে ততটি একক নাবুঝাইয়া, ততটি দশক বা দশ-একক-সংহতি বুঝায়। ১, ২, ইত্যাদি লিখিলে কি বুঝায়, তাহাতে ০ দিলে কি বুঝায়, ১০, ২০ ইত্যাদি লিখিয়া ০ পুঁছিয়া ফেলিলে কি বুঝায়, ইত্যাদি প্রশ্ন বারংবার জিজ্ঞাসা করিলে এই বিষয়টি উত্তমরূপে ছাত্রগণের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

চতুর্থ প্রক্রিয়া।—শিক্ষক একটি দশ-একক-সংহতি এবং তৎসহ একটি পৃথক্ পদার্থ লইয়া, তৎপ্রতি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিবেন, "দশ ও এক, এগার।" তৎপর একটি দশ-একক-সংহতি ও দুইটি পদার্থ লইয়া "দশ ও দুই, বার" ইত্যাদি,"দশ ও দশ বিশ" পর্য্যন্ত বলিবেন। ছাত্রগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর্য্যাগুলি উচ্চারণ করিবে। তৎপর দুইটি দশ-একক-সংহতি ও ক্রমে একটি, দুইটি, ইত্যাদি পৃথক্ পদার্থ লইয়া উপরিউক্ত রূপে শিক্ষা দিবেন। এইরূপে তিনটি, চারিটি, ইত্যাদি দশ-একক-সংহতি ও তৎসহ পৃথক্‌পৃথক্ পদার্থ লইয়া, এক অবধি দশপর্য্যন্ত শিক্ষার নিয়মানুসারে, শতপর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে হইবে।

যাবৎ ছাত্রগণ শত পর্য্যন্ত সংখ্যা গুলি প্রশুদ্ধ রূপে উচ্চারণ করিতে সমর্থ না হয়, তাবৎ এইরূপ অভ্যাস করান আবশ্যক। দুই দশকের পর অবধি যে, একই নিয়মে সংখ্যা গুলির নাম গঠিত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রত্যেক নামের শেষভাগ দ্বারা দশকের, এবং প্রথমভাগ দ্বারা দশকাধিক এককের, পরিচয় পাওয়া যায়, এই সঙ্কেতটি বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অল্প অভ্যাসের পরই ছাত্রগণ এই সঙ্কেত বুঝিয়া লইতে সমর্থ হইবে, এবং আপনারাই সংখ্যাগুলি উচ্চারণ করিতে পারিবে।

পঞ্চম প্রক্রিয়া।—শিক্ষক শত পর্য্যন্ত অঙ্ক গুলি সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপে বারংবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, যথা—দশ ও একে কত হয়? দশ ও তিনে? বিশ ও পাঁচে? আট দশকে? আশি ও আটে? ইত্যাদি। ছাত্রগণ এগার, তের, পঁচিশ, আশি, আটাশি ইত্যাদি সংখ্যা বলিয়া আর্য্যা পূরণ করিবে। তৎপর বিপর্য্যস্ত ভাবে শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিবেন "কততে এগার, তের, পঁচিশ, ইত্যাদি হয়?" ছাত্রগণ প্রত্যেক সংখ্যার আর্য্যা বলিবে।

ষষ্ঠ প্রক্রিয়া।—তদনন্তর ছাত্রগণ দ্বারা শত পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলি ক্রমান্বয়ে উচ্চারণ করান কর্ত্তব্য। কোন ছাত্র কোন সংখ্যা বলিতে না পারিলে শিক্ষক তৎপরবর্ত্তী ছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করাইবেন। শিক্ষক ছাত্রগণের উচ্চারণ সংশোধন করিবেন। তাহারা প্রথমে আর্য্যাসহ সংখ্যাগুলি উচ্চারণ করিবে, তৎপর আর্য্যা ব্যতিরেকে সংখ্যার নাম মাত্র বলিবে।

এইরূপ অভ্যাসের সময় শিক্ষক ছাত্রগণের নিজেনিজে অভ্যাস করিবার

শৃঙ্খলা করিয়া দিবেন। একটি ছাত্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া একএকটি সংখ্যা বলিবে, অবশিষ্ট ছাত্রগণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উচ্চারণ করিবে। যথাক্রমে সংখ্যাগুলি উচ্চারণ করিবার অভ্যাস হইলে, বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ শত হইতে এক পর্য্যন্ত, উচ্চারণ করিবার অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। তৎপর এক একটি সংখ্যা পরিত্যাগ করিয়া, যথা,এক, তিন,পাঁচ, কিংবা দুই, চারি, ছয়, ইত্যাদি ক্রমে; অথবা দুই দুইটি পরিত্যাগ করিয়া যথা, এক, চারি, সাত, দশ, ইত্যাদি ক্রমে; সংখ্যাগুলি উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। ছাত্রগণের এরূপ অভ্যাস হওয়া আবশ্যক, যেন শিক্ষকের নির্দ্দেশমতে, তাহারা কোন সংখ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া, দুই তিন পাঁচ ইত্যাদি সংখ্যাপরিত্যাগ পূর্ব্বক, মধ্য মধ্য হইতে সংখ্যাগুলি বলিতে সমর্থ হয়।

সপ্তম প্রক্রিয়া।—শিক্ষক এক অবধি বিশ বা ত্রিশ পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলি ক্রমান্বয়ে বোর্ডে লিখিয়া দিবেন। ছাত্রগণ তাহা নকল করিবে। শিক্ষক এগার হইতে সংখ্যাগুলি লিখিবার নিয়ম সম্বন্ধে বলিয়া দিবেন যে, বাম দিকের অঙ্কে দশক এবং দক্ষিণ দিকের অঙ্কে একক বুঝায়। অতঃপর ছাত্রগণ আপনারাই শত পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলি লিখিতে সমর্থ হইবে। তখন বারংবার এক অবধি শত পর্য্যন্ত লিখিতে অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। একএক বার লেখা শেষ হইলে ছাত্রগণ শিক্ষকের, অথবা তাঁহার নির্দ্দেশমতে উচ্চতর শ্রেণীর কোনছাত্রের, সম্মুখে নিজ নিজ লিখিত সংখ্যাগুলি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পাঠ করিবে।

লিখিবার সময়েও বিপরীত ক্রমে, অথবা একটি দুইটি ইত্যাদি সংখ্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। তৎপর শিক্ষক বোর্ডে যথেচ্ছাক্রমে একএকটি সংখ্যা লিখিবেন,ছাত্রগণ তাহা পাঠ করিবে; এবং শিক্ষক একএকটি সংখ্যা বলিবেন, ছাত্রগণ শ্রুতলিপির ন্যায় নিজ নিজ স্লেটে লিখিবে।

অষ্টম প্রক্রিয়া।—ছাত্রগণ শব্দ লিখিতে শিক্ষা করিলে, শিক্ষক এক দুই তিন ইত্যাদি শত পর্য্যন্ত নামগুলি, এবং প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি তদুৎপন্ন বিশেষণ গুলি, ক্রমান্বয়ে বলিবেন, ছাত্রগণ শ্রুতলিপির ন্যায় তৎসমুদয় লিখিবে। শিক্ষক সংশোধন করিয়া দিবেন। তৎপর ছাত্রগণ নিজেনিজে ঐ সমস্ত শব্দ লিখিয়া শিক্ষকের নিকট পাঠ করিবে।

মন্তব্য।—ছাত্রগণ গণনা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলে, গণনা সম্বন্ধে তাহাদিগের অভ্যাস এবং কুতূহলবৃদ্ধির নিমিত্ত শিক্ষক তাহাদিগের দ্বারা প্রথমে সম্মুখস্থ গণনীয় পদার্থ, যথা, হাত পা ইত্যাদি প্রত্যঙ্গ, অঙ্গুলী, ঘরের দ্বার, শ্রেণীর আসন, ছাত্র, মেজের উপরিস্থিত পুস্তক, ইত্যাদি গণাইবেন। তৎপর দূরস্থিত পদার্থ স্মরণ পূর্ব্বক গণনা করিবার অভ্যাস করান কর্ত্তব্য, যথা, মাতা পিতা প্রভৃতি পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ, বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণস্থিত বৃক্ষাদি, নিকটবর্ত্তী রাস্তার পার্শ্বস্থ গৃহ, ইত্যাদি।

২। শত পর্য্যন্ত সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণন ও ভাগ।

যোগ করা কাহাকে বলে তাহা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত, শিক্ষক কতকগুলি গণনীয় পদার্থ লইয়া, একটি ছাত্রকে তাহার কতক (যথা ১২টি) গণিয়া পৃথক্ করিতে বলিবেন। অন্য এক ছাত্র আর কতক (যথা ১৮টি) গণিয়া পৃথক্ করিবে। তৎপর শিক্ষক এই দুইটি স্তূপ একত্র করিয়া, তৃতীয় একটি ছাত্র দ্বারা গণাইবেন, এবং বলিবেন যে, এই স্থলে ১২টি ও ১৮টি পদার্থ একত্র করা হইল, অর্থাৎ ১২ ও ১৮ যোগ করিয়া, ৩০ প্রাপ্ত হওয়া গেল। এইরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার পর নিম্নলিখিত প্রণালীতে যোগ প্রক্রিয়া শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। গণিবার জন্য অন্য পদার্থ না পাইলে, বোর্ডে ।।।। এইরূপ রেখাপাত পূর্ব্বক ছাত্রগণদ্বারা গণাইয়া শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

প্রথম প্রক্রিয়া।— শিক্ষক দুই দুইটি সংখ্যা বলিয়া দিয়া ছাত্রগণকে যোগ করিতে বলিবেন। অঙ্গুলীপর্ব্ব অথবা স্লেটে অঙ্কিত চিহ্ন গণনা দ্বারা কি প্রকারে যোগ করা যাইতে পারে শিক্ষক তাহা দেখাইয়া দিবেন।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া।— কয়েকবার উপরিউক্ত রূপ অভ্যাসের পর শিক্ষক ছাত্রগণকে যোগের আর্য্যা শিক্ষা দিবেন। যোগের আর্য্যা শিক্ষা দিবার প্রণালী এই।—প্রথমতঃ, শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিবেন, ১ ও ১ যোগ করিলে কত হয়? ছাত্রগণ বলিবে, ২। তখন ছাত্রগণ স্লেটে ১ আর ১, ২, এইরূপ লিখিবে। তৎপর ১ আর ২, ১ আর ৩, ইত্যাদি ১ আর ১০ পর্য্যন্ত, যোগ করিলে কত হয়, তাহা শিক্ষক জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক ছাত্রগণ দ্বারা যোগ করাইয়া, ক্রমে ১ আর ২, ৩; ১ আর ৩, ৪; ইত্যাদি লিখাইবেন। এইরূপে একের ঘর বা স্তম্ভ লিখিত হইলে, ২ আর ২, ৪; ২ আর ৩, ৫; ইত্যাদি ২ আর ১০, ১২, পর্য্যন্ত দুইয়ের ঘর লিখাইবেন। তৎপর ক্রমে দশের ঘর পর্য্যন্ত লিখাইতে হইবে।—দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রগণ ১০ আর ১০, ২০ পর্য্যন্ত যোগের আর্য্যা লিখিতে শিক্ষা করিলে, বারংবার নিজে নিজে সেই আর্য্যা লিখিবার অভ্যাস করান কর্ত্তব্য।—তৃতীয়তঃ, শিক্ষক বোর্ডে আর্য্যাগুলি লিখিয়া, "এক আর এক দুই," "এক আর দুই তিন," ইত্যাদি পর্য্যায়ক্রমে একএকটি পাঠ করিবেন, ছাত্রগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর্য্যাগুলি বলিবে। পরে বোর্ডের লেখা না দেখিয়া একএক জন ছাত্র আর্য্যাগুলি পাঠ করিবে, অন্যান্য ছাত্র তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বলিবে। অবশেষে প্রত্যেক ছাত্র কোন লেখা না দেখিয়া আদ্যোপান্ত আর্য্যাগুলি পাঠ করিবে। আর্য্যাগুলি মুখস্থ হইলে ছাত্রগণ চিন্তা ব্যতিরেকেই, দশের ন্যূন সংখ্যার যোগফলগুলি বলিতে সমর্থ হইবে। তখন পর্য্যায়ভঙ্গ ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, প্রত্যেক ছাত্রকে বারংবার পরীক্ষা করা আবশ্যক।

তৃতীয় প্রক্রিয়া।—ছাত্রগণ যোগের আর্য্যা দ্বারা এককজ্ঞাপক অঙ্কগুলি সহজে যোগ করিতে শিক্ষা করিলে, যোগের সাধারণ নিয়ম, এবং যোগ ফলের শুদ্ধতা পরীক্ষা করিবার প্রণালী, শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এককের অঙ্কগুলি যোগ করিলে যোগফলটি যদি দশকযুক্ত সংখ্যা হয়, তাহা হইলে, সমষ্টি স্থলে এককের ঘরে যে কেবল এককজ্ঞাপক অঙ্কটি রাখিয়া দিতে হইবে, এই কথা বলিয়া দিয়া; দশকের অঙ্কটি কি করিতে হইবে, আরও দশকজ্ঞাপক অঙ্ক আছে কিনা, ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক, সেই দশকজ্ঞাপক অঙ্ক যে দশক গুলির সহিত যোগ করিতে হইবে, এই বিষয়টি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। দশকগুলি যোগ করিয়া যদি দশকের অধিক সংখ্যা পাওয়া যায়, তাহা হইলে কিরূপে সমষ্টিতে অঙ্ক লিখিতে হইবে, বামদিকে এক অঙ্ক অধিক হইলে তাহাতে কি বুঝাইবে, ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা দ্বারা, সহজে ছাত্রগণকে শতকের অঙ্ক লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

যোগপ্রক্রিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে যে প্রণালী বর্ণিত হইল, তদনুরূপ প্রণালী অনুসারেই, শত পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলির বিয়োগ গুণন ও ভাগ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। গণনীয় পদার্থ অথবা বোর্ডের অঙ্কিত চিহ্নের সহযোগে যেমন যোগ প্রক্রিয়ার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিতে হয়, বিয়োগ গুণন ও ভাগ সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। যোগের আর্য্যার ন্যায় বিয়োগের আর্য্যাও শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। বিয়োগের স্বতন্ত্র আর্য্যা শিক্ষা না দিলে ছাত্রগণ যোগের আর্য্যার সাহায্যেই বিয়োগ করিয়া থাকে। গুণনের আর্য্যা বা নামতা লিখিবার অভ্যাস করাইয়া মুখস্থ করান নিতান্ত আবশ্যক। ঐ আর্য্যা মুখস্থ না করিলে সহজে গুণন করা যায় না। প্রথমে দশ পর্য্যন্ত নামতা শিক্ষা দিলেই হইতে পারে। ভাগের জন্য স্বতন্ত্র নামতা শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যক হয় না। গুণন ও বিয়োগ প্রক্রিয়া দ্বারাই ভাগের কার্য্য হইয়া থাকে।

যোগ করিবার সময় যেমন দশক হাতে রাখিয়া বাম পার্শ্বস্থঅঙ্কের সহিত যোগ করা হয়, গুণনেও সেইরূপ হইয়া থাকে। বিয়োগ করিবার সময় উপরের অঙ্ক নীচের অঙ্ক হইতে ন্যূন হইলে, নীচের বাম পার্শ্বস্থ অঙ্কে যে ১ যোগ করিতে হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে উপরের কোন অঙ্ক ন্যূন হইলে, তাহার বাম পার্শ্বস্থিত এক দশক লইয়া তাহা দশ রূপে ঐ ন্যূন অঙ্কের সহিত যোগ করিতে হয়, আর বিয়োগের সময় উপরের অঙ্ক হইতে এক কমাইলে যে ফল, নীচের অঙ্কে এক বৃদ্ধি করিলেও সেই ফল হয়। বিয়োগ সম্বন্ধে এই কথা গুলি ছাত্রগণকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গুণন ও ভাগ সংক্রান্ত প্রত্যেক কার্য্যের তাৎপর্য্য বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

যোগ বিয়োগ প্রভৃতি প্রত্যেক প্রক্রিয়ার নিয়ম বুঝাইয়া দিবার পর, ছাত্রগণের দ্বারা মুখেমুখে তদন্তর্গত কতকগুলি সহজ প্রশ্ন সমাধান করাইয়া,

মানসিকগণনা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তৎপর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদোক্ত নিয়মানুসারে সহজ অঙ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বহুসংখ্যক কঠিন অনুশীলনীর অভ্যাস করান কর্ত্তব্য।

৩। শতের অধিক সংখ্যা।

শত পর্য্যন্ত সংখ্যার যোগ বিয়োগ ইত্যাদি শিক্ষা হইলে, নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে, শতের অধিক সংখ্যা লিখিবার ও পাঠ করিবার প্রণালী, এবং তৎসম্বন্ধে যোগ বিয়োগ ইত্যাদি প্রক্রিয়া, শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

প্রথম প্রক্রিয়া।—শিক্ষক ছাত্রগণকে ক্রমে সাত দশক, আট দশক, নয় দশক, লিখিতে বলিয়া, পরে সেই প্রণালীতে দশ দশক লিখিতে বলিবেন। ছাত্রগণ ৭০, ৮০, ও ৯০, লিখিয়া স্বভাবতই দশের পৃষ্ঠে শূন্য বসাইয়া দশ দশক লিখিবে। তৎপর শিক্ষক বুঝাইয়া দিবেন যে, ১০০ লিখিবার সময় ১এর পৃষ্ঠে দুই শূন্য পড়াতে, ১ বামদিকে দুইস্থান সরিয়া আসিল। প্রথম অর্থাৎ সর্ব্ব দক্ষিণ দিকের অঙ্কে যেমন একক বুঝায়; এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ এককের বামদিকস্থিত অঙ্কে যেমন দশক বা দশ-একক-সংহতি বুঝায়; সেইরূপ তৃতীয়, অর্থাৎ দশকের বাম দিকস্থিত অঙ্কে, শতক বা দশ-দশক-সংহতি বুঝায়।

এই কথাটি বলিয়া দিবার পর শিক্ষক ছাত্রগণ দ্বারা একশত লিখাইয়া, তাহার নীচে ঐ প্রণালীতে দুইশত তিনশত ইত্যাদি, নয়শত পর্য্যন্ত, লিখিতে বলিবেন। ছাত্রগণ দ্বারা এই কয়েকটি শতবোধক সংখ্যা কয়েকবার লিখাইয়া ও পাঠ করাইয়া, শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিবেন, ১০এর অব্যবহিত পরের সংখ্যা কি? এগার লিখিতে দশকের অতিরিক্ত ১ সংখ্যাটি কোথা লিখা যায়? ১১ লিখিতে যেমন ১০ এর শূন্য পুঁছিয়া তাহার স্থলে অতিরিক্ত ১ লিখা যায়, সেইরূপ ১০০এর অব্যবহিত পরের সংখ্যা, অর্থাৎ একশত এক, লিখিতে অতিরিক্ত ১ কোথা লেখা যাইবে? এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক ক্রমে, ১০২, ১০৩ ইত্যাদি; তৎপর ১১০, ১২০, ইত্যাদি; অবশেষে ১১২, ১২৫ ইত্যাদি; সংখ্যা সহজেই ছাত্রগণ দ্বারা লিখান যাইতে পারে। ইহাতেই ছাত্রগণের ১০০ হইতে ৯৯৯ পর্য্যন্ত সংখ্যা লিখিবার প্রণালী শিক্ষা হয়।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া।—এইরূপ শিক্ষার পর, ছাত্রগণ দ্বারা ৯৯৯ পর্য্যন্ত সংখ্যামধ্যে অনেকগুলি লিখাইয়া, ও পাঠ করাইয়া, বহুপরিমাণ অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। তৎপর ১০২, এইরূপ একটি সংখ্যা লিখিয়া শিক্ষক ছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিবেন, মধ্যের শূন্য পুঁছিয়া ফেলিলে কত হয়? কেন বার হয়? ১ পুঁছিয়া ফেলিলে কত হয়? কোন অঙ্কের বামদিকে ০ থাকিলে সেই অঙ্কের বা তাহার দক্ষিণ দিকের অঙ্কগুলির স্থান পরিবর্ত্তন হয় কিনা? ঐ ০ পুঁছিয়া ফেলিলে কি হয়? ১০২, এই সংখ্যার মধ্যস্থিত ০ পুঁছিয়া ২এর দক্ষিণ দিকে

লিখিলে সংখ্যাটি কত হয়? ০ মধ্যস্থলে থাকিলে ২ অঙ্কটিতে কি বুঝায়? এবং সেই ০, ২এর দক্ষিণ দিকে থাকিলেইবা ২ অঙ্কটিতে কি বুঝায়? এইরূপে শূন্যটির স্থান পরিবর্ত্তন করিলে ১এর কিছু পরিবর্ত্তন হয় কিনা? কেন হয় না? ইত্যাদি নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক সংখ্যা লিখন প্রণালী সম্বন্ধে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি জন্মান কর্ত্তব্য।

তৃতীয় প্রক্রিয়া।—অতঃপর শিক্ষক ছাত্রগণ দ্বারা ক্রমে আটশত নয়শত লিখাইয়া, তাহাদিগকে ১০ শত লিখিতে বলিবেন। ১০০০ লিখিলে ১ আরও একস্থান বামে সরিয়া চতুর্থ স্থানীয় হইল। শিক্ষক বলিয়া দিবেন যে, যেমন দ্বিতীয় স্থানের অঙ্কে দশক, এবং তৃতীয় স্থানের অঙ্কে শতক অর্থাৎ দশ দশক-সংহতি বুঝায়; সেইরূপ চতুর্থ, অর্থাৎ শতকের বামদিকের, অঙ্কে দশ-শতক-সংহতি বা সহস্রক বুঝাইয়া থাকে। এইরূপ ক্রমে দশ সহস্র, লক্ষ, দশলক্ষ, কোটি, ইত্যাদি লিখিবার প্রণালীও সহজেই বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

চতুর্থ প্রক্রিয়া।—এইরূপে বুঝাইয়া দিবার পর, উপরিউক্ত দ্বিতীয় প্রক্রিয়া অনুসারে ছাত্রগণকে বহুতর সংখ্যা লিখাইয়া ও পড়াইয়া, এবং শূন্য-বিশিষ্ট একটি সংখ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক, তৎসম্বন্ধে উক্তরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, বহুপরিমাণ অভ্যাস করান কর্ত্তব্য।

ছাত্রগণকে শতের অধিক সংখ্যা লিখিতে ও পাঠ করিতে শিক্ষা দিবার পর ঐরূপ সংখ্যার যোগ বিয়োগ গুণন ও ভাগের অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। এই সমস্ত গুরু সংখ্যাবিশিষ্ট অনুশীলনীর অভ্যাস দ্বারাই মূল নিয়ম চতুষ্টয় সম্বন্ধে ছাত্রগণের প্রকৃত শিক্ষা হয়। সুতরাং উপরিউক্তরূপে শিক্ষার পর ক্রমেই ঐ চারি নিয়মের অন্তর্গত কঠিনতর অঙ্কগুলি বহুপরিমাণে কষাণ কর্ত্তব্য।

৪। সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া।

সংখ্যার শেষে শূন্য থাকিলে, অথবা অন্যান্য স্থলে, সংখ্যার প্রকৃতি অনুসারে নিয়মগুলি কিরূপে রূপান্তরিত হয়, এবং সংক্ষেপে ফল লাভ হইতে পারে, তাহা প্রায়শঃ পাটীগণিতের পুস্তকে প্রদর্শিত থাকে। সেই সমস্ত স্থল দেখাইবার পর, এবং অনুশীলনীর অভ্যাস দ্বারা সাধারণ নিয়ম সম্বন্ধে ছাত্রগণের যথোচিত শিক্ষা হইলে, তাহাদিগকে প্রক্রিয়া সংক্ষেপ করিবার উপায় গুলি শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহার কয়েকটি উপায় নিম্নে প্রদর্শিত হইল। প্রত্যেক উপায় দেখাইয়া দিবার পর, তদনুসারে কতকগুলি অনুশীলনীর অভ্যাস করান কর্ত্তব্য।

যোগ।—নিম্নলিখিত প্রণালীতে যোগ প্রক্রিয়া সংক্ষেপ করা যাইতে পারে।

১।—একক বা দশকের স্তম্ভস্থিত অঙ্কগুলি যোগ করিবার সময়, প্রত্যেক অঙ্ক উচ্চারণ না করিয়া কেবল দুইদুইটির যোগ ফল মাত্র উচ্চারণ করিলে, সময়ের

অনেক লাঘব হইতে পারে। যথা, ৭, ৫ ও ৮ যোগ করিতে হইলে, ৭ আর ৫, ১২; ১২ আর ৮, ২০; এইরূপে না বলিয়া, অঙ্কগুলির প্রতি দৃষ্টি করিয়া কেবল ১২, ২০, এই মাত্র বলিলেই হয়। ২।—স্তম্ভ মধ্যে ৫, ৭, ৬, ৩, ৮, ৫, ৪, ইত্যাদি অঙ্ক থাকিলে, তৎসমূহ ক্রমান্বয়ে যোগ না করিয়া, ৫ আর ৫, ১০; ৭ আর ৩, ১০; ৬ আর ৪, ১০; দৃষ্টিমাত্রই এই কয়েকটি সংখ্যা যোগ করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তৎপর ৩০ আর ৮যোগ করিলে ৩৮ পাওয়া যায়। ৩।—৩, ৪, ৫, ৪, ৮, ৮, ২ যোগ করিতে হইলে, দুই দুইটি অঙ্ক যোগ না করিয়া, তিন তিনটি একত্র যোগ করা যায়, যথা, ৩, ৪ আর ৫, ১২; ১২, ৪, আর ৮, ২৪; ২৪, আর ১০, ৩৪; এইরূপে যোগ করা যাইতে পারে। ৪।—মধ্য হইতে কতক সংখ্যা ছাড়িয়া ছাড়িয়া গণনা করিবার অভ্যাস হইলে; অথবা মানসিক গণনার উচিতমত অভ্যাস হইলে; কিম্বা যদি আবশ্যক হয়, তবে ১০, আর ১০, ২০, হইতে আরম্ভ করিয়া ১০০ আর ১০০, ২০০, পর্য্যন্ত যোগের আর্য্যা, কয়েক বার শিখাইলে, এবং মুখে মুখে অভ্যাস করাইলে; ছাত্রগণ একএক বারে দুইটি অঙ্ক লইয়া যোগ করিতে সমর্থ হয়। যথা, ৫২৫, ৩২৩১, ৬৫৪২, যোগ করিতে হইলে, প্রথমে একক স্থানীয় ৫, ১ ও ২ যোগ না করিয়া একেবারে ২৫ ও ৩১, ৫৬; ৫৬ ও ৪২, ৯৮; এইরূপে যোগ করিয়া সমষ্টিস্থলে দুইটি করিয়া অঙ্ক রাখিতে পারে।

বিয়োগ।— বিয়োগ করিবার সময়েও যত অল্প শব্দ ব্যবহার পূর্ব্বক গণনা নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে ততই অল্প সময়ে অঙ্ক কষিবার সুবিধা হয়। ১।—২৩৪ হইতে ১৮৭ বিয়োগ করিবার সময়, ৭ আর৭, ১৪এর ৪ মিলিল, হাতে রহিল ১; ১ আর ৮, ৯, ইত্যাদি বিস্তারিতরূপে না বলিয়া, ৭ আর ৭, ১৪; ৯ আর ৪, ১৩; ইত্যাদি শব্দ মাত্র ব্যবহার পূর্ব্বক অবশিষ্টের স্থলে ক্রমে ৭ ও ৪ রাখিয়া যাওয়া যায়। ২।—উপরের লিখিত ২০০ পর্য্যন্ত যোগের আর্য্যার সহযোগে একএক বারে দুই দুইটি সংখ্যা লইয়া বিয়োগ করা যায়।

গুণন।— যথাসাধ্য অল্প শব্দ ব্যবহার পূর্ব্বক গণনা করা, গুণন প্রক্রিয়া সংক্ষেপ করিবার প্রথম উপায়। ১।—৫৬ কে ৭ দিয়া গুণ করিতে হইলে, ৬ সাতে ৪২ এর ২, হাতে থাকে ৪; ৫ সাতে ৩৫ আর ৪এ ৩৯এর ৯, হাতে থাকে ৩; এইরূপে সমুদায় কথা বিস্তৃতরূপে না বলিয়া, ৬ সাতে ৪২, ২ (গুণফল স্থলে ২ লেখা), ৪ (হাতে রহিল); ৫ সাতে ৩৫, ৩৯, (অর্থাৎ ৩৫ আর ৪ ৩৯), ৯; ইত্যাদি বন্ধনীর বহিঃস্থ শব্দ গুলিমাত্র ব্যবহার করা যাইতে পারে। ২।—২০ × ২০, ৪০০, পর্য্যন্ত গুণনের আর্য্যা মুখস্থ করাইলে, ছাত্রগণ এগার হইতে বিশ পর্য্যন্ত সংখ্যা গুলির দুইটি অঙ্ক পৃথক্ করিয়া না লইয়া একেবারেই দুইটির গুণন করিতে সমর্থ হয়।

৩।—গুণন সম্বন্ধে ভালরূপ অভ্যাস হইলে, যে কোন দুই অঙ্ক বিশিষ্ট

সংখ্যা দ্বারাই এক পংক্তিতে গুণন করা যাইতে পারে। যথা, ৭৬৪কে ৪৬ দিয়া গুণ করিতে হইলে এইরূপে করা যায়; যথা, ৪ ছকে ২৪এর ৪, হাতে থাকে ২। ৬ ছকে ৩৬; ৩৬ আর ২, ৩৮; ৪ চারি ১৬; ৩৮ আর ১৬, ৫৪ এর ৪; হাতে থাকে ৫। ৬ সাতে ৪২; ৪২ আর ৫, ৪৭; ৪ ছকে ২৪; ৪৭ আর ২৪, ৭১ এর ১; হাতে থাকে ৭। ৪ সাতে ২৮; ২৮ আর ৭, ৩৫ এর ৫, হাতে থাকে ৩, ৩ই নামিল। এইরূপে ৩৫১৪৪ গুণফলটি পাওয়া যায়।

৪।—কোন সংখ্যাকে ৯, ৮৯, বা ৯৭৫ ইত্যাদি, দিয়া গুণন করিবার সময় সাধারণ নিয়মে গুণন না করিয়া সহজে ফল পাওয়া যাইতে পারে। যথা ১৩৫কে ৮৯ দিয়া গুণন করিতে হইলে, ১৩৫ এর পৃষ্ঠে দুই শূন্য বসাইয়া, ১৩৫০০ হইতে (১০০—৮৯)×১৩৫, বা ১১×১৩৫, অর্থাৎ ১৪৮৫ বিয়োগ করিলেই ইষ্ট-ফল ১২০১৫ হয়।

৫।—যদি গুণ্য বা গুণকের মধ্যে কোন এক রাশিকে কোন ক্ষুদ্র সংখ্যা দ্বারা গুণ করিলে, দশ, শত বা সহস্র ইত্যাদি সংখ্যা উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে, সেই দশ, শত বা সহস্র ইত্যাদি সংখ্যাদিয়া অন্য রাশিটিকে গুণ করিয়া গুণফল উক্ত ক্ষুদ্র সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলেই ফল পাওয়া যাইতে পারে। যথা, কোন সংখ্যাকে ১২৫ দিয়া গুণ করিতে হইলে গুণ্য রাশিতে তিনটী শূন্য বসাইয়া তাহাকে ৮ দিয়া ভাগ করিলেই হইতে পারে, কেননা ১২৫কে ৮ গুণ করিলে ১০০০ হয়।

৬।—কোন রাশিকে ১১, ১১১, ১১১১, ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা গুণ করিতে হইলে গুণ্য রাশির অন্তর্গত অঙ্কগুলি যোগ করিয়াই ফল পাওয়া যাইতে পারে। যথা, ৬৭৮৯ কে ১১১ দিয়া গুণ করিতে হইলে গুণফলের প্রথমে, অর্থাৎ সর্ব্ব দক্ষিণদিকে, ৯ রাখিতে হয়। ৯ আর ৮, ১৭এর ৭, হাতে থাকে ১। ৯, ৮ আর ৭. ২৪, আর ১, ২৫ এর ৫, হাতে থাকে ২। ৮, ৭ আর ৬, ২১, ২১ আর ২, ২৩ এর ৩, হাতে থাকে ২। ৭ আর ৬, ১৩, আর ২, ১৫ এর ৫, হাতে থাকে ১। ৬ আর ১, ৭, ৭ই নামে, এইরূপে ৭৫৩৫৭৯ হয়।

৭।—২২, বা ৩৩৩, ইত্যাদি সংখ্যা দিয়া গুণ করিতে হইলে, প্রথমে ১১, ১১১, ইত্যাদি সংখ্যা দিয়া উপরিউক্ত রূপে গুণ করিয়া পরে ২ বা ৩ ইত্যাদি দিয়া গুণ করিলেই হইতে পারে।

৮।—গুণককে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভাগ করিয়া লইলে অনেক সময় সহজে ফল পাওয়া যাইতে পারে। যথা, কোন রাশিকে ২৪৬ দিয়া গুণ করিতে হইলে, প্রথমতঃ গুণ্য রাশিকে ৬ দিয়া গুণ করিলে, তৎপর সেই গুণফলকে ৪ দিয়া গুণ করিয়া একটি শূন্য বসাইবার পর, ঐ রাশি পূর্ব্বলব্ধ ৬ এর গুণফলের সহিত যোগ করিলেই, ইষ্টফল পাওয়া যাইতে পারে।—কোন রাশিকে ৪৫১৫ দিয়া গুণ করিতে হইলে, প্রথমে ১৫ দিয়া গুণকরিয়া, তৎপর

সেই গুণফলকে ৩ দিয়া গুণন পূর্ব্বক দুই শূন্য বসাইবার পর, প্রথমোক্ত গুণফলের সহিত যোগ করিলেই হইতে পারে।—কোন রাশিকে ৬৪৮৩২ দিয়া গুণ করিতে হইলে, প্রথমে ৮ দিয়া গুণ করিতে হয়, সেই গুণ ফলে দুইটি শূন্য বসাইলে ৮০০ এর গুণফল পাওয়া যায়; ৮ এর গুণফলকে ৪ দিয়া গুণ করিলে ৩২ এর গুণফল পাওয়া যায়; তৎপর ৩২ এর গুণফলকে ২ দিয়া গুণ করিলে, এবং তিনটি শূন্য বসাইলে ৬৪০০০ এর গুণফল পাওয়া যায়। এই তিনটি গুণফল যোগ করিলেই ৬৪৮৩২ এর গুণফল হয়।—কোন রাশিকে ৯১৭৮ দিয়া গুণ করিতে হইলে, প্রথমে ৮ দিয়া গুণ করা যায়; তৎপর ৯ দিয়া গুণ করিয়া তাহাতে তিন শূন্য বসাইলে ৯০০০ এর গুণফল পাওয়া যায়; অবশেষে ৮ ও ৯ এর গুণফল যোগ করিয়া তাহাতে এক শূন্য বসাইলে ১৭০ এর গুণফল পাওয়া যায়। এই সমস্ত গুণফল যোগ করিলে ফল লব্ধ হয়।—এইরূপে আরও নানা প্রকার সঙ্কেত ব্যবহার হইতে পারে।

ভাগ। — গুণন ও বিয়োগ দ্বারাই ভাগ প্রক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় বলিয়া, ঐ দুই প্রক্রিয়া সংক্ষেপ করিতে পারিলেই ভাগ প্রক্রিয়াও সংক্ষেপ হইয়া থাকে। গণনা বিষয়ে পটু ব্যক্তিগণ, ভাগ প্রক্রিয়া সময়ে, ভাগফল দ্বারা ভাজককে গুণন করিবার পর, সেই গুণফলটি না লিখিয়াই, ভাজ্য হইতে বিয়োগ করিয়া থাকেন, ইহাতে প্রক্রিয়া অনেক সংক্ষেপ হয়। যথা, ৯৫৮ কে ৩৪ দিয়া ভাগ করিতে হইলে, সাধারণ প্রণালী অনুসারে, ভাগফল স্বরূপ ২ লইবে; ৪ দ্বিগুণে ৮; ৮ আর ৭ (অবশিষ্ট স্থলে এই ৭ রাখিতে হইবে) ১৫ এর ৫ মিলিল (৯৫ হইতে বিয়োগ করাতে); হাতে থাকে ১। ৩ দ্বিগুণে ৬; ৬ আর ১, ৭; ৭ আব ২, (এই ২ অবশিষ্টেতে লিখিতে হইবে) ৯ (ভাজ্যের) মিলিয়া গেল। মনোযোগের সহিত অভ্যাস করিলে অল্প আয়াসেই ছাত্রগণ এইরূপে একসঙ্গে গুণন ও বিয়োগ করিতে পারে।

৫। মিশ্র প্রক্রিয়া, ভগ্নাংশ ইত্যাদি।

এই সমস্ত নিয়ম, যোগ বিয়োগ, গুণন ও ভাগ ক্রিয়ার উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সুতরাং সাধারণ নিয়ম চারিটি উত্তমরূপে ছাত্রগণের শিক্ষা হইলে, সহজেই অন্যান্য নিয়মও শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক নিয়ম শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষকের কর্ত্তব্য এই যে, (১) নিয়মের যুক্তিগুলি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন; (২) যে যে স্বতঃসিদ্ধ বা সংখ্যাধর্ম্মের উপর নিয়মটি নির্ভর করে তাহা বিশেষরূপে দেখাইয়া দেন; (৩) কোন্ কোন্ জাতীয় প্রশ্ন সেই নিয়ম দ্বারা সমাধান করা যাইতে পারে তাহা বুঝাইয়া দেন; (৪) সেই নিয়মের অন্তর্গত বহুবিধ অনুশীলনী করাইয়া ছাত্রগণকে নিয়মটি প্রয়োগ করিবার স্থল ও সুবিধা বিষয়ে উত্তমরূপ শিক্ষা দেন; এবং

(৫) নিয়মের প্রক্রিয়া সংক্ষেপ করিবার উপায় দেখাইয়া দেন।

মিশ্ররাশি সম্পর্কিত নিয়ম আরম্ভ করিবার সময়, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মুদ্রা প্রদর্শন করিলে সুবিধা হয়। দৈর্ঘ ও ওজনের রাশিগুলি ছাত্রগণদ্বারা পরিমাপ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিলে তাহাদিগের পরিস্ফুট সংস্কার জন্মে। একক দশক শতক ইত্যাদির ন্যায় পয়সা আনা টাকা, বা ছটাক সের মণ ইত্যাদিও যে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় রাশি, এবং একজাতীয় কয়েকটি পদার্থে তদূর্দ্ধজাতীয় একটি পদার্থ হয়, ইত্যাদি বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।—কাহন, চৌক, পণ, গণ্ডা, কড়া ইত্যাদি দ্বারা কি প্রণালীতে মুদ্রা, ওজন ও ভূমিপরিমাণ সম্পর্কীয় রাশিগুলি সহজে লেখা হইয়া থাকে তাহা বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। মিশ্ররাশিযুক্ত অনুশীলনী কষিবার সময় ঐ সমস্ত চিহ্ন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। মিশ্রগুণন ও ভাগ শিক্ষার পরই মূল্য বেতন ইত্যাদি সম্পর্কীয় অঙ্ক কষাণ কর্ত্তব্য। আর ঐরূপে অঙ্ক কষাইবার পরই শুভঙ্করের নিয়মানুসারে ঐ সমস্ত অঙ্ক কষাণ আবশ্যক।

ছাত্রগণকে ভগ্নাংশের প্রকৃতি বুঝাইয়া দিতে পারিলেই তাহাদিগের তৎসম্বন্ধীয় নিয়ম শিক্ষা ও অভ্যাস বিষয়ে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। ত্রৈরাশিকের নিয়ম শিক্ষা দিবার পর, মূল্য বেতন সুদ ইত্যাদি সম্পর্কীয় কোন্ শ্রেণীর অঙ্কে ঐ নিয়ম ব্যবহার করা আবশ্যক, তাহা বিশেষরূপে বলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ। ক্ষেত্রতত্ত্ব।

পাটীগণিত শিক্ষাদ্বারা যেমন সাধারণ কার্য্যকর্ম্ম সম্পর্কীয় অঙ্কের প্রশ্ন সমাধান করিবার ক্ষমতা জন্মে, সেইরূপ ক্ষেত্রতত্ত্ব শিক্ষাদ্বারা পরিমাপ ইত্যাদি সম্পর্কীয় প্রশ্ন সমাধান বিষয়ে পটুতা জন্মে। প্রথম পরিচ্ছেদে, পাটীগণিত অথবা সাধারণতঃ গণিত শিক্ষার অন্যান্য যে সমুদয় উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে, ক্ষেত্রতত্ত্ব দ্বারা সেই সকল উদ্দেশ্যও সমধিক পরিমাণে সংসাধিত হয়।

এদেশীয় বিদ্যালয় সমূহে, রেখাগণিত সম্পর্কিত সহজ সহজ বিষয় শিক্ষা দিবার, অথবা রৈখিক আকৃতি ইত্যাদি অঙ্কন অভ্যাস করাইবার, পূর্ব্বেই ক্ষেত্রতত্ত্ব শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা হয়। আর ইউক্লিডের পুস্তক হইতেই প্রথমাবধি ক্ষেত্রতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু ভিন্নভিন্ন প্রকার রেখা ও ক্ষেত্রের সহিত ছাত্রগণের বিশেষরূপ পরিচয় জন্মিবার পূর্ব্বেই, ইউক্লিডের প্রতিজ্ঞা শিক্ষা দিবার চেষ্টা করাতে, যথোচিতরূপে শিক্ষা হইতে পারে না।

আকৃতি অঙ্কন।—ছাত্রগণকে ইউক্লিডের ক্ষেত্রতত্ত্ব শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে,

সরল ও বক্র রেখা অঙ্কন করিবার অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ প্রথমে রূল অথবা অন্য সরল পদার্থ সহযোগে সরল রেখা, এবং কম্পাস বা সূত্র সহযোগে বৃত্ত অঙ্কিত করিতে অভ্যাস করিবে। তৎপর অল্প বা অধিক দূরবর্ত্তী সমান্তরাল রেখা, ক্ষুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আয়তনের কোণ, ইত্যাদি অঙ্কিত করিতে অভ্যাস করিবে। এইরূপ অভ্যাসের সময় কম্পাসের সহযোগে, ক্ষুদ্র রেখা ও তাহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ ইত্যাদি রেখা, এবং স্কেল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণবিশিষ্ট রেখা, অঙ্কিত করাইলে পরিণামে শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক উপকার হয়।

সংজ্ঞা।—এইরূপে কিছুকাল রেখা অঙ্কন শিক্ষা দিলে, দুইটি রেখা কত প্রকারে বিন্যস্ত হইতে পারে; তিনটি রেখাতে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র, রেখা বা কোণ গুলির সমতা বিষমতা ইত্যাদি কারণে, কত ভিন্নভিন্ন প্রকার রূপ ধারণ করিতে পারে; তৎপর চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের কত প্রকার ভিন্নভিন্ন আকার হইতে পারে; বৃত্ত সম্পর্কে সরল রেখা কিরূপ ভিন্নভিন্ন ভাবে অবস্থান করিতে পারে; ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক, ছাত্রগণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আকৃতি অঙ্কিত করাইয়া, তাহাদিগের দ্বারাই ক্ষেত্রতত্ত্বের সংজ্ঞাগুলির মর্ম্ম বিশদরূপে ব্যক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ক্ষেত্রের সহিত পরিচয় জন্মাইবার পর সংজ্ঞা শিক্ষা দিলে তৎসম্বন্ধে সুদৃঢ় সংস্কার জন্মে, এবং তৎসংক্রান্ত অনেক সহজ সহজ তত্ত্ব আপনা হইতেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

স্বতঃসিদ্ধ।—ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ গুলি, সংখ্যা রেখা বা গণনীয় পদার্থ ইত্যাদি সহযোগে, নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক, বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই সমুদয় তত্ত্ব মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান; উপযুক্ত স্থল প্রদর্শন সহকারে ছাত্রগণকে উচিতরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিলে ঐ সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান আপনা হইতেই তাহাদিগের মনে উদ্ভাবিত হইয়া থাকে।

প্রতিজ্ঞা।—ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রতিজ্ঞা গুলি দৃঢ় শৃঙ্খলাবদ্ধ নির্দ্দিষ্ট যুক্তি পরম্পরার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সুতরাং ছাত্রগণের শিক্ষণীয় বিষয় মধ্যে, ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রত্যেক কথা সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগের বুদ্ধিগত করিয়া দেওয়ার আবশ্যকতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই হেতু যথোচিতরূপে ক্ষেত্রতত্ত্বের শিক্ষা হইলে ছাত্রগণের যুক্তিপ্রয়োগ শক্তি যে পরিমাণে তীক্ষ্ণ হয়, এবং মনোনিবেশ ক্ষমতার যেরূপ বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ আর কিছুতেই হয় না। যে শিক্ষক উত্তমরূপে বুঝাইয়া না দিয়া শাব্দিক স্মৃতির সাহায্যে ক্ষেত্রতত্ত্ব শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হয়।

কোন প্রতিজ্ঞা সম্পর্কীয় পাঠদিবার দিবস, শিক্ষক প্রতিজ্ঞার স্থূল তাৎপর্য্যটি সাধারণ ভাবে বলিয়া দিয়া, স্বয়ং বোর্ডে প্রতিজ্ঞাটি সপ্রমাণ করিয়া, তৎপর এক একটি ছাত্রদ্বারা প্রতিজ্ঞার ভিন্ন ভিন্ন অংশ সপ্রমাণ করাইবেন। ছাত্র-

গণ বাড়ীতে ক্ষেত্রঅঙ্কন ও পুস্তক পাঠ করিয়া নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায়ক্রমে যুক্তিগুলি অনুসরণ পূর্ব্বক শিক্ষা করিবে। পাঠ লওয়ার সময় শিক্ষক এক একটি ছাত্রকে বোর্ডের নিকট আনিয়া প্রতিজ্ঞা সপ্রমাণ করাইবেন। অন্যান্য ছাত্র বিশেষ মনোযোগসহকারে অনুসরণ করিবে। প্রথমোক্ত ছাত্র কোন স্থানে ভুল করিলে শিক্ষক যথেচ্ছাক্রমে অন্য একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া সেই ভুল সংশোধন করাইয়া লইবেন। শিক্ষকের জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে প্রথমোক্ত ছাত্রের ভুল অন্য কোন ছাত্রকে সংশোধন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু ভুল হইবামাত্রই সমুদয় ছাত্রের তদ্বিষয় বলা কর্ত্তব্য। তৎপর শিক্ষক যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, সেই ছাত্র মাত্র সংশোধন করিবে। এইরূপ শৃঙ্খলার সহিত পাঠ লইলে, একজন প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিবার সময়, অন্যান্য ছাত্রের তৎপ্রতি যথোচিত মনোযোগ করিবার অভ্যাস জন্মে।

কয়েকটি প্রতিজ্ঞা শিক্ষা হইলে ছাত্রগণকে প্রত্যেক প্রতিজ্ঞার সামান্য কথন, বিশেষ কথন, অঙ্কপাত, প্রমাণ, উপসংহার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি বিশেষরূপে দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তৎপর প্রতিজ্ঞা শিক্ষা বা প্রমাণ কালে সর্ব্বদাই প্রতিজ্ঞার ঐসমস্ত ভিন্ন ভিন্ন অংশের উল্লেখ করা আবশ্যক। সম্পাদ্য ও উপপাদ্য, সাক্ষাৎ ও ব্যতিরেক প্রমাণ, ইত্যাদির বহুবিধ স্থল প্রদর্শনপূর্ব্বক বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

প্রতিজ্ঞা প্রমাণকালে কখনই ছাত্রগণকে যেমন তেমন করিয়া বিশৃঙ্খলভাবে আকৃতি অঙ্কিত করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যতদূর হইতে পারে ছাত্রগণদ্বারা আকৃতিগুলি সংজ্ঞানুসারে পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত ও পরিপাটীরূপে অঙ্কিত করান আবশ্যক। ক্ষেত্রে যথেচ্ছাক্রমে অক্ষর দিয়া প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করান কর্ত্তব্য। কিন্তু অক্ষর না দিয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক প্রমাণ করিবার অভ্যাস হইতে দেওয়া অনুচিত। যে স্থলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আকৃতি অঙ্কিত হইতে পারে, অথবা প্রমাণের ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইতে পারে, তথায় সর্ব্বদাই সমুদয় রূপগুলি বিশদরূপে প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

প্রত্যেক প্রতিজ্ঞা শিক্ষা হইলেই তন্মূলক সহজ সহজ অনুশীলনীর অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। তৎপর কতিপয় প্রতিজ্ঞা শিক্ষা হইলে তদুৎপন্ন অনুশীলনীর অভ্যাস করাইতে হয়। পুস্তকের বা নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যের শেষ হইলে অনুশীলনী আরম্ভ করা যাইবে এই সঙ্কল্পে তাহা ফেলিয়া রাখা অকর্ত্তব্য। এক জাতীয় কতকগুলি প্রতিজ্ঞার শিক্ষা হইলে, তৎসমুদয়ের সাদৃশ্য বৈষম্য ইত্যাদি বিষয় লইয়া আলোচনা করা আবশ্যক।

পঞ্চম অধ্যায়। ভূগোলবিবরণ ও ইতিহাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ। ভূগোলবিবরণ শিক্ষাসম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য।

যথোচিতরূপে ভূগোল বিবরণ শিক্ষা হইলে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি সংসাধিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, ছাত্রগণ বর্ণিত স্থানসমূহের বিবরণ শিক্ষা করিতে, এবং আবশ্যকতানুসারে সেই জ্ঞান ব্যবহার করিতে, সমর্থ হয়। দ্বিতীয়তঃ, বহুতর বিচিত্র প্রকৃতি বিশিষ্ট দেশের জলস্থলসংস্থান, প্রাকৃতিক ঘটনা, অধিবাসী, উৎপন্ন সামগ্রী ইত্যাদির জ্ঞান লাভ দ্বারা ছাত্রগণের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি হয়। তৃতীয়তঃ, মানচিত্র অঙ্কন সহযোগে ভূগোলবিবরণ শিক্ষা করিলে, ছাত্রগণ চিত্রবিদ্যাসম্পর্কে অনেক অভ্যাস লাভ করে। চতুর্থতঃ, বারম্বার পরিশুদ্ধ ও সুন্দররূপে মানচিত্র অঙ্কন করিলে ছাত্রগণের মনে পরিশুদ্ধতা, সুশৃঙ্খলা, ও পারিপাট্যবিষয়ে অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়। পঞ্চমতঃ, স্কেল অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পরিমাপ অনুসারে মানচিত্র অঙ্কিত করিতে শিক্ষা করিলে, এবং বারংবার এক স্কেল ভাঙ্গিয়া অন্য স্কেলে মানচিত্র অঙ্কিত করিলে ছাত্রগণ পরিমিতি শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিস্তৃতি, আপেক্ষিক অবস্থান, ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষাতে প্রতিরূপ-গত-স্মৃতির কার্য্য হইয়া থাকে। লিখন ও পঠন এবং সাহিত্য শিক্ষাসম্বন্ধে যে কয়েক প্রকার স্মৃতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, প্রতিরূপগত-স্মৃতি তাহা হইতে ভিন্নপ্রকৃতি। যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমার বাড়ীতে কতখানা ঘর, তাহাহইলে, বৈঠক ঘর, রন্ধন ঘর, শয়ন ঘর, মণ্ডপ ঘর, প্রভৃতি শব্দ, পূর্ব্বে শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখি নাই বলিয়া, কোন অভ্যস্ত কবিতাপাঠের ন্যায় অনর্গল ঐ সমস্ত ঘরের নাম বলিতে সমর্থ হই না, কিন্তু প্রশ্নমাত্রই বাড়ীর প্রতিরূপ মনোমধ্যে উপনীত হয়। সেই প্রতিরূপ দর্শনে এক একটি করিয়া সমুদয় ঘরের নাম বলিতে পারা যায়। কোন পরিচিত রাস্তার দুই ধারে কতখানা বাড়ী, কোন্ কোন্ ব্যক্তির বাড়ী, বা কোন্ কোন্ বৃক্ষ অবস্থিত আছে, ইত্যাদি বলিতে হইলে, মনোমধ্যে সেই স্থানের প্রতিরূপ জাগরিত করিয়া লইতে হয়। তৎপর সেই প্রতিরূপ আলোচনা করিয়া তাহার অন্তর্গত সমুদয় বিষয় বলিতে পারা যায়।

মনোমধ্যে প্রত্যেক পরিচিত বিষয়ের যে প্রতিরূপ চিত্রিত হইয়া থাকে, এবং ইচ্ছা করিলে যাহা সময়ে সময়ে উদ্দীপিত করিয়া লওয়া যায়, সেই মানসিক প্রতিরূপের উপরই এই স্মৃতি সম্যক্‌রূপে নির্ভর করে। কোন বিষ-

য়ের সহিত যত অধিক পরিমাণে পরিচয় জন্মে, ততই বিশদরূপে সেই বিষয়ের প্রতিমূর্ত্তি মনোমধ্যে জাগরিত হয়, এবং স্মৃতি পরিস্ফুট থাকে।

নিজ বাড়ী, জনপদ, বা অন্য যে স্থানে অধিক দিন বাস করা হইয়াছে, সেই সমুদয় স্থানের প্রতিরূপ আমাদিগের মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। যখনই সেই সমুদয় স্থানের বিষয় স্মরণ করিতে ইচ্ছা করি, তখনই তাহার প্রতিরূপ মনোমধ্যে উপনীত বা জাগরিত হয়। এই সমুদয় স্থানসম্বন্ধে আমাদিগের যে প্রকার স্মৃতি বা জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহাই ভূগোলশাস্ত্র জ্ঞানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল ও আদর্শস্বরূপ। ভূগোলশাস্ত্র জ্ঞান এইরূপই হওয়া আবশ্যক। শব্দগত স্মৃতির সাহায্যে কেবল কতকগুলি নাম মুখস্থ করিয়া রাখিলে প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না, এবং সেই স্মৃতি অধিককাল স্থায়ী হয় না।

কিন্তু সাক্ষাৎ দর্শন দ্বারা অতি অল্পমাত্র স্থানের জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। অন্যান্য সমুদয় স্থানসম্বন্ধে তদ্রূপ উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভের উপায় নাই। এই সমুদয় স্থানের জ্ঞানলাভের জন্য মানচিত্রের ব্যবহারই একমাত্র উপায়। মানচিত্র ঐ সমুদয় স্থানের আপেক্ষিক অবস্থান প্রদর্শক প্রতিরূপ। অর্থাৎ কোন্ স্থান কোথায় অবস্থিত, একস্থান অন্য স্থানের কোন্ দিকে, এক প্রদেশ অন্য প্রদেশের সহিত তুলনায় কত বড়, ইত্যাদি বিষয় মানচিত্রে প্রদর্শিত থাকে। মানচিত্র দেখিয়া কোন দেশের বিবরণ শিক্ষা করিলে, ঐ স্থানের সাক্ষাৎ প্রতিরূপ মনোমধ্যে গঠিত হয় না বটে; কিন্তু সেই স্থানের প্রতিরূপ যে মানচিত্র, সেই মানচিত্রের প্রতিরূপ মনে অঙ্কিত হয়। যখন আবশ্যক হয়. তখন সেই মানচিত্রের প্রতিরূপ মনোমধ্যে জাগরিত করিয়াই, ঐ মানচিত্রে সন্নিবিষ্ট বিষয়গুলি স্মরণ করিতে পারা যায়।

অতএব মানচিত্র সহযোগে শিক্ষা দেওয়াই ভূগোল বিবরণ অধ্যাপনার প্রকৃত উপায়। স্থানের নামমাত্র কণ্ঠস্থ করিলে, কোথায় কোন্ স্থান অবস্থিত, একস্থান হইতে অন্যস্থান কোন্ দিকে বা কতদূর, এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশ বৃহৎ কি ক্ষুদ্র, ইত্যাদি বিষয়ের কিছুই জ্ঞান জন্মে না। ঐ নামগুলির শব্দগত-স্মৃতিও অধিককাল স্থায়ী হয় না।

এই হেতু, শিক্ষকের কর্ত্তব্য যে, ভূগোলবিবরণ শিক্ষা দেওয়ার সময় যথোচিতরূপে মানচিত্র ব্যবহার করেন। ছাত্রগণ মানচিত্র দেখিয়া পুস্তকের লিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা করিবে; এবং বারংবার প্রত্যেক মানচিত্র অঙ্কিত করিতে অভ্যাস করিবে; আর শিক্ষক বারংবার ছাত্রগণের অঙ্কিত মানচিত্র সংশোধন করিয়া দিবেন। মুদ্রিত মানচিত্র থাকিলে শিক্ষকের অনেক সাহায্য হয়, নতুবা শিক্ষকের স্বয়ং মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

ভূগোল বিবরণ শিক্ষার তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম উদ্দেশ্যস্বরূপ উপরে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে মানচিত্র অঙ্কন অভ্যাসের উপরই নির্ভর

করে। মানচিত্র ব্যবহারের এবংবিধ আবশ্যকতা ও এতগুলি উপকারের সম্ভাবনা সত্ত্বেও যে শিক্ষক ভূগোল বিবরণের পুস্তক ছাত্রগণের হাতে দিয়া তাহাদিগকে মুখস্থ করিতে আদেশ করেন, এবং নিজে পুস্তক ধরিয়া ছাত্রদিগকে মুখস্থ পাঠ করিতে বলেন, আর তাহারা কথঞ্চিৎ পরিমাণে মুখস্থ পাঠ করিতে পারিলেই মনে করেন যে তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদিত হইল; সেই শিক্ষকের দ্বারা ছাত্রগণের উপকারের সম্ভাবনা অতি অল্প।

স্থানসমূহের নাম ও আপেক্ষিক অবস্থান ভিন্ন, তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণও ভূগোলবিবরণ শাস্ত্রের অন্তর্গত। ঐ সমস্ত বিবরণের সহিত মানচিত্রের সম্পর্ক নাই, এবং মানচিত্র সহযোগে তাহার শিক্ষা হয় না। ঐতিহাসিক বিবরণের ন্যায় তাহার শিক্ষাতেও ভাব-সংযোগ-মূলক স্মৃতির কার্য্য হইয়া থাকে।

মানচিত্রের প্রকৃতি, এবং মানচিত্রের সহিত তদুল্লিখিত স্থানের কিরূপ সম্বন্ধ, প্রথমেই তাহা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। এই নিমিত্ত শিক্ষক প্রথমেই বিদ্যালয়ের এবং তৎসংসৃষ্ট প্রাঙ্গণ ও অন্য স্থলের মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া তৎসম্বন্ধে ছাত্রগণসহ আলোচনা করিবেন। এইরূপ আলোচনা দ্বারা ঐ মানচিত্রের সহিত ছাত্রগণের পরিচয় জন্মিলে, তাহাদিগের দ্বারা তদ্রূপ মানচিত্র অঙ্কিত করান কর্ত্তব্য। তৎপর ঐরূপে জনপদের মানচিত্র অঙ্কিত করান আবশ্যক। এই সমস্ত মানচিত্র স্কেল অনুসারে প্রশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক নহে। শিক্ষক আনুমানিক মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়া ছাত্রগণ দ্বারা তাহা নকল করাইলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতে পথ, খাল, বড় বড় বাড়ী, বৃক্ষ ইত্যাদির স্থান চিহ্নিত থাকা আবশ্যক।

এইরূপে বিদ্যালয়ের গৃহ, নিকটস্থ স্থান, এবং স্বকীয় জনপদের মানচিত্র অঙ্কন শিক্ষাদ্বারা তৎসম্বন্ধে ছাত্রগণের অভিজ্ঞতা জন্মিলে, তাহাদিগকে স্বকীয় জেলার, তৎপর বিভাগের, অবশেষে প্রদেশের, বিবরণ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তৎপর অন্যান্য দেশের বিবরণ শিক্ষা দেওয়া উচিত।

যে সমস্ত স্থানের কোন কোনটি ছাত্রগণ স্বয়ং দেখিয়াছে, এবং যাহার নাম তাহারা সর্ব্বদা শ্রুত হইয়া থাকে, তৎসমূহের বিবরণ শিক্ষা করিলে তাহাদিগের মনে তৎপ্রতি অনুরাগ ও কুতূহল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রথমে এই সমস্ত স্থানের বিবরণ শিক্ষা না দিয়া, অশ্রুতপূর্ব্ব ও কষ্টোচ্চারিত নামবিশিষ্ট পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিবরণ শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিলে, ছাত্রগণের মনে ভূগোল বিবরণ শিক্ষার তাৎপর্য্য উপলব্ধ হয় না, এবং সেই সমস্ত বিবরণ নিতান্ত নীরস ও তাহার শিক্ষা নিতান্ত কষ্টদায়ক বলিয়া জ্ঞান হয়।

ভূগোল বিবরণ শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য যে, কেবল স্থানের নাম ইত্যাদি শিক্ষা দিয়া যেন ছাত্রগণের মনে বিরক্তি জন্মান না হয়। কোন বিষয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে ছাত্রগণের অনুরাগ জন্মাইতে না পা-

রিলে তাহা কোন মতেই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারেনা। মানচিত্র দেখাইয়া স্থান সমুদয়ের বিষয় শিক্ষা দিলে তৎপ্রতি ছাত্রগণের কতক অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু উল্লিখিত স্থান সমূহ সম্বন্ধে নানারূপ মনোজ্ঞ বিবরণ শিক্ষা দেওয়াই ভূগোল বিবরণ সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি অনুরাগ জন্মাইবার প্রধান উপায়। অতএব শিক্ষক কোন স্থান সম্বন্ধে যত অধিক পরিমাণে প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনাবলি এবং অধিবাসীদিগের বিবরণ, ইত্যাদি কুতূহলোদ্দীপক বিষয় শিক্ষা দিতে পারেন, ততই সেই স্থান সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট শিক্ষা হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ভূগোল বিবরণ শিক্ষা দিবার প্রণালী।

১। মানচিত্র সহকারে স্থানের বিবরণ শিক্ষা।

প্রথম প্রক্রিয়া।—পুস্তকের যে অংশ শিক্ষা দিতে হইবে, শিক্ষক শ্রেণীর সমুদয় ছাত্রকে, সেই অংশের উল্লিখিত স্থান গুলি মানচিত্রে অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক, এক একটি করিয়া ক্রমান্বয়ে দেখাইবেন।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া।—প্রত্যেক ছাত্রকে মানচিত্রের নিকট আনিয়া, শিক্ষক ঐ স্থানগুলির নাম ক্রমান্বয়ে বলিবেন, ছাত্র এক একটি করিয়া মানচিত্রে দেখাইবে। ছাত্র কোন স্থান দেখাইতে না পারিলে শিক্ষক বলিয়া দিবেন।

তৃতীয়ত প্রক্রিয়া।—প্রত্যেক ছাত্র ক্রমে মানচিত্রের নিকট আসিয়া মানচিত্র দেখিয়া স্বয়ং স্থান গুলির নাম বলিবে, এবং এক একটি করিয়া মানচিত্রে দেখাইবে।

চতুর্থ প্রক্রিয়া।—শ্রেণীর শিরোদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া, শিক্ষক এক একটি ছাত্রকে এক একটি স্থানের নাম বলিবেন, সেই ছাত্র মানচিত্রের নিকট আসিয়া তাহা প্রদর্শন করিবে। কোন ছাত্র না পারিলে, তাহার পরবর্ত্তী ছাত্রকে, অথবা ক্রমান্বয়ে শ্রেণীর অপরাপর ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। শেষোক্ত কোন ছাত্র দেখাইতে পারিলে সে প্রথমোক্ত ছাত্রের স্থান অধিকার করিবে। এইরূপে বারংবার শ্রেণীর সমুদয় ছাত্রকে সমুদয় স্থান জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। শিক্ষক প্রথমতঃ পুস্তকের লিখিত পর্য্যায়ক্রমে স্থানের নামগুলি জিজ্ঞাসা করিবেন, তৎপর পর্য্যায়ভঙ্গক্রমে অর্থাৎ একটি স্থানের পর তাহা হইতে দূরবর্ত্তী আর একটি স্থান, দেখাইতে বলিবেন।

পঞ্চম প্রক্রিয়া।—এইরূপ অনুশীলনদ্বারা মানচিত্রের সহিত ছাত্রগণের বিশেষরূপ পরিচয় হইলে, এবং তাহাদিগের মনোমধ্যে মানচিত্রের প্রতিরূপ সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইলে, শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রকে, মানচিত্র না দেখিয়া,

স্থানগুলির নাম ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করিতে বলিবেন; এবং কোন ছাত্র না পারিলে, চতুর্থ প্রক্রিয়া অনুসারে অন্যান্য ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করাইবেন। সময়ে সময়ে এই নিয়মের অনুযায়ী প্রশ্নদ্বারা লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। শিক্ষক ছাত্রগণের লিখিত কাগজ সংশোধন করিয়া দিবেন, এবং তাহাদিগকে ভুলগুলি বুঝাইয়া দিবেন।

ষষ্ঠ প্রক্রিয়া।—পুনরালোচনার সময় অগ্রে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম নিয়মের অনুযায়ী কার্য্য, তৎপর কেবল চতুর্থ ও পঞ্চম নিয়মানুসারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

মন্তব্য।—স্থানের নাম উচ্চারণ বিষয়ে প্রথম হইতেই শিক্ষকের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য যেন ছাত্রগণ অশুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে বা অনুচিত স্থলে অভিঘাত দিতে অভ্যাস না করে।

২। মানচিত্র অঙ্কন শিক্ষা।

প্রথম প্রক্রিয়া।—পুস্তকের অন্তর্গত কোন একটি বিষয় সম্যক্ অধীত হইলে, শিক্ষক কেবল সেই অংশের আদর্শ মানচিত্র উপযুক্ত আয়তনে বোর্ডে অঙ্কিত করিয়া, তাহা ছাত্রদিগকে দিয়া স্লেটে নকল করাইবেন। উপযুক্ত আয়তনের মুদ্রিত মানচিত্র থাকিলে ছাত্রগণ তাহা দেখিয়া নকল করিতে পারে, কিন্তু মুদ্রিত মানচিত্র বৃহদায়তন বা অতি ক্ষুদ্রায়তন হইলে, শিক্ষক ছাত্রগণকে সেই মানচিত্র ক্ষুদ্র বা বৃহৎ করিয়া অঙ্কিত করিতে না বলিয়া স্বয়ং সুবিধাজনক আয়তনের মানচিত্র বোর্ডে বা কাগজে অঙ্কিত করিয়া দিবেন, যেন ছাত্রগণ তাহাই নকল করিতে পারে। এইরূপ মানচিত্রে সীমা নদী বা পথজ্ঞাপক রেখা সমূহের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাঁকগুলি দিতে হইবেনা। প্রথমে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাঁকগুলি পরিত্যাগ করিয়া যতদূর পারাযায় সাধারণ আকৃতি ঠিক রাখিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া।—শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের অঙ্কিত মানচিত্র সংশোধন করিবেন অর্থাৎ অশুদ্ধ স্থান স্বয়ং শুদ্ধরূপে অঙ্কিত করিয়া দিবেন। ছাত্রগণ কতক দূর অগ্রসর হইলে, এক ছাত্রের মানচিত্র অন্য ছাত্র দ্বারা সংশোধন করান যাইতে পারে। এরূপস্থলে সংশোধিত অংশগুলি শিক্ষকের দেখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ তৎপর স্বস্ব মানচিত্রের সংশোধিত অংশের প্রতি বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পুনরায় আদর্শ মানচিত্র দেখিয়া নকল করিবে, এবং শিক্ষক পুনরায় সংশোধন করিবেন। যে ছাত্র যতবার এইরূপে অভ্যাস করিলে অবশেষে শুদ্ধরূপে মানচিত্র অঙ্কিত করিতে সমর্থ হয়, তাহাকে দিয়া ততবার আদর্শ মানচিত্র নকল করান, এবং প্রত্যেকবার তাহার অঙ্কিত মান-

চিত্র সংশোধন করা আবশ্যক। কতকবার স্লেটে অভ্যাস করিবার পর ছাত্রগণ কাগজে অঙ্কিত করিবে।

তৃতীয় প্রক্রিয়া।—আদর্শ মানচিত্র না দেখিয়া ছাত্রগণ স্লেটে বা কাগজে মানচিত্র অঙ্কিত করিবে। এই সমুদয় মানচিত্রও শিক্ষক পূর্ব্বের ন্যায় সংশোধন করিবেন, এবং ছাত্রগণ সংশোধিত অংশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বারংবার অঙ্কিত করিবে।

চতুর্থ প্রক্রিয়া।—বারংবার পুনরালোচনার সময় কেবল তৃতীয়নিয়মের অনুযায়ী কার্য্য দ্বারা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। ছাত্রগণদ্বারা বোর্ডে মানচিত্র অঙ্কিত করাইয়া উৎকৃষ্টরূপে পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে। এক প্রদেশের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন বিষয় পৃথকরূপে অঙ্কিত করিবার অভ্যাস হইলে পর, একই মানচিত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সন্নিবেশিত করিবার অভ্যাস করান আবশ্যক।

মন্তব্য।—মানচিত্র অঙ্কন অভ্যাসের সময় প্রথমে কেবল এক একটি বিষয় লইয়া অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। দেশের চতুঃসীমা, তৎপর প্রদেশ বা বিভাগের সীমা, পর্ব্বত, নদী, প্রধাননগর, ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ রূপে অঙ্কিত করান আবশ্যক। মানচিত্র অঙ্কনের জন্য একেবারে অনেকগুলি বিষয় লইলে ছাত্রগণের মনে বিরক্তি জন্মে, এবং তাহাদিগের অঙ্কিত মানচিত্রে অনেক গোলযোগ হয়। উত্তমরূপ অভ্যাস হইলে পর একই মানচিত্রে সমুদয় বিষয় সন্নিবেশিত করান যাইতে পারে।—প্রথম অবধিই ছাত্রদিগকে, দেশের সীমা, প্রদেশের সীমা, বড়নদী, ক্ষুদ্রনদী, পথ ইত্যাদি ভিন্নভিন্ন রূপে অর্থাৎ স্থূল রেখা বা সূক্ষ্ম রেখা ইত্যাদিদ্বারা পৃথক্ পৃথকরূপে অঙ্কিত করিতে অভ্যাস করান কর্ত্তব্য।—যাহাতে ছাত্রগণ বিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত ও সুন্দররূপে মানচিত্র অঙ্কন অভ্যাস করিতে পারে, প্রথম অবধিই শিক্ষকের তৎপক্ষে বিশেষ মনোযোগ ও যত্ন করা কর্ত্তব্য। একবার কুৎসিতরূপে মানচিত্র অঙ্কনের অভ্যাস জন্মিলে তাহা সংশোধন করা দুষ্কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ। ইতিহাস।

ইতিহাস শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, ছাত্রগণ তদ্বর্ণিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখিবে। বিদ্যালয়ে যে পরিমাণ ইতিহাসশিক্ষা হওয়া সম্ভব, তদ্দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিস্তারিতরূপে ঐতিহাসিক ঘটনা আলোচনার উদ্দেশ্যগুলি সংসাধিত হইতে পারে না। সুতরাং এই স্থানে সেই সমস্ত উদ্দেশ্যের বিষয় উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

সাহিত্য শিক্ষার অন্তর্গত বিষয়জ্ঞানলাভ উপলক্ষে যে তিন প্রকার জ্ঞা-

নের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান, অর্থাৎ কার্য্যকারণাদি সম্বন্ধবিরহিত সংসৃষ্ট বিষয়ের জ্ঞান, যথা কোন স্থানের বা সময়ের সহিত ঘটনার বা ব্যক্তির সম্বন্ধ-জ্ঞানই, ইতিহাস শিক্ষাদ্বারা লব্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ জ্ঞানের শিক্ষা যে ভাব-সংযোগ-মূলক স্মৃতির উপর নির্ভর করে; এবং সেই শিক্ষা দিবার জন্য যে পরস্পর সংযুক্তবিষয়গুলি বারংবার একযোগে আলোচনাপূর্ব্বক যুগপৎ ছাত্রগণের মনে উপস্থিত করা আবশ্যক; ইত্যাদি বিষয় সাহিত্যশিক্ষা সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

ভূগোলবিবরণে যেমন প্রথমে সমস্ত পৃথিবীর স্থূল বৃত্তান্ত উল্লেখ পূর্ব্বক ভিন্নভিন্ন মহাদেশ ও মহাসাগরের বিবরণ শিক্ষা দেওয়া হয়, তৎপর এক একটি মহাদেশের স্থূলবিবরণসহ তদন্তর্গত দেশসমূহের নাম ও পরিশেষে প্রত্যেক দেশের বিস্তৃত বিবরণ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে; কোন দেশের ইতিহাস শিক্ষা দিবার সময়েও ঐরূপ প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক। যে ইতিহাস শিক্ষা দিতে হইবে, তাহা কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত কত শতাব্দী ব্যাপী; ভিন্নভিন্ন জাতির শাসন বা অন্য কারণ বশতঃ সেই কাল কোন্ কোন্ ভাগে বিভক্ত; এবং প্রত্যেক বিভাগের সাধারণধর্ম্ম কিরূপ; তৎপর প্রত্যেক বিভাগের স্থূলস্থূল বৃত্তান্ত কি; এবং অবশেষে প্রত্যেক স্থূল বৃত্তান্ত সম্পর্কে কিকি বিস্তৃত বিবরণ শিক্ষণীয়; ইত্যাদি বিষয় এইরূপ পর্য্যায়ানুসারে উল্লেখ পূর্ব্বক শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। ভূগোল বিবরণ শিক্ষার ন্যায় ইতিহাস শিক্ষা সম্বন্ধেও প্রথমে সাধারণ জ্ঞান, তৎপর তদন্তর্গত বিস্তারিত বিবরণ, শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। ছাত্রগণের মনে ইতিহাসোল্লিখিত সাধারণ ঘটনাগুলির পর্য্যায় বা শৃঙ্খলা উত্তম রূপে সংস্কারবদ্ধ হইলে, প্রত্যেক সাধারণ ঘটনার অন্তর্গত বিস্তারিত বিবরণগুলি শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। ঐতিহাসিক ঘটনাসম্বন্ধে যত অধিকবার আলোচনা করা যায় ততই তাহার স্মৃতি দৃঢ়তররূপে নিবদ্ধ হয়।

প্রথম প্রক্রিয়া।—শিক্ষক যে অংশ দৈনিক পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, পাঠ দিবার সময় তাহা শ্রেণীর ছাত্রবর্গ দ্বারা পড়াইবেন। যেসকল শব্দের অর্থ ছাত্রগণ না জানে, অথবা যেসকল বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ হয়, তৎসমুদয় শিক্ষক বুঝাইয়া দিবেন। আর ইতিহাস বর্ণিত যেসকল ঘটনার প্রকৃতি সম্বন্ধে ছাত্রগণের অভিজ্ঞতা না থাকে, অথবা যাহার প্রকৃতি তাহারা বুঝিতে অসমর্থ হয়, তৎসমুদয় নানারূপ বর্ণনা, দৃষ্টান্ত প্রদর্শন, ও উপমাদ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া।—শিক্ষক পাঠের অন্তর্গত বিবরণ গুলি ছাত্রগণকে আনুপূর্ব্বিক জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহারা পুস্তক দেখিয়াই প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর করিবে। কোন ছাত্র বলিতে না পারিলে তাহার প্রশ্ন পরবর্ত্তী ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করান কর্ত্তব্য।

তৃতীয় প্রক্রিয়া।—ছাত্রগণের পুস্তক বন্ধ করাইয়া শিক্ষক শ্রেণীর শিরোভাগ হইতে আরম্ভপূর্ব্বক একএকটি ছাত্রকে একএকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। সে না পারিলে অন্যান্য ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করাইবেন।

চতুর্থ প্রক্রিয়া।—পাঠশিক্ষা উপলক্ষে, ছাত্রগণ সাহিত্যসংক্রান্ত পাঠের অন্তর্গত বিবরণের ন্যায়, বাড়ীতে বারংবার পুস্তক পাঠ করিয়া ইতিহাসের বিবরণগুলি শিক্ষা করিবে।

পঞ্চম প্রক্রিয়া।—পাঠ লওয়ার সময় শিক্ষক উপরিউক্ত তৃতীয় প্রক্রিয়া অনুসারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন।

মন্তব্য।—ছাত্রগণ পুস্তকের ভাষা মুখস্থ করিয়া উত্তর করিতে না পারে এই নিমিত্ত, উপরিউক্ত পঞ্চম প্রক্রিয়ার সময়,প্রশ্নগুলিকে, যতদূর পারাযায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। আর পুস্তকের লিখিত পর্য্যায়ক্রমে জিজ্ঞাসা না করিয়া, পর্য্যায়ভঙ্গরূপে দূরের দূরের বিষয়গুলি একটির পর একটি জিজ্ঞাসা করা উচিত। ছাত্রগণ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে ইতিহাসসম্পর্কীয় মন্তব্য লিখিবার জন্য একএকখানি পৃথক্ বহি রাখিবে। তাহাতে শিক্ষক দুরূহ শব্দের অর্থ, বাক্যের তাৎপর্য্য, ছাত্রগণের অপরিজ্ঞাত বিষয়গুলির সংক্ষেপ বর্ণনা, এবং পাঠের উল্লিখিত বিবরণগুলির স্থূল মর্ম্ম, লিখাইয়া দিবেন। পরিশেষে ছাত্রগণ শিক্ষকের নিকট শ্রবণ করিয়া আপনারাই ঐ সমস্ত বিষয় বহিতে লিখিয়া লইবে। পাঠশিক্ষা উপলক্ষে ছাত্রগণ দ্বারা প্রত্যেক পাঠের অন্তর্গত বিবরণগুলির চুম্বক লিখান যাইতে পারে। পাঠ লওয়ার সময় শিক্ষক তৎসমূহ সংশোধন করিয়া দিতে পারেন। এইরূপ চুম্বকদ্বারা, পুনরালোচনা অথবা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার সময়, অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ছাত্রগণদ্বারা যত অধিক পরিমাণে ঐতিহাসিক বিবরণগুলির চুম্বক, অথবা ভিন্নভিন্ন শৃঙ্খলা অনুসারে ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত, লিখান যায়, ততই তাহাদিগের তদ্বিষয়ক স্মৃতি স্থায়ী ও কার্য্যকর হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়। বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষা।

প্রথম পরিচ্ছেদ। বিজ্ঞান শিক্ষাসম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য।

সর্ব্ববিষয়ে সুচারুরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতালাভ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহপক্ষে সর্ব্বপ্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য-কর্ম্ম জীবনরক্ষা। জীবনরক্ষা দুই প্রকার। সাক্ষাৎ জীবননাশক দুর্ঘটনা ও রোগাদি হইতে মুক্তিলাভ, এবং সর্ব্বপ্রকার আবশ্যক সামগ্রী প্রাপণজন্য ব্যবসায়াবলম্বন বা অন্যকার্য্যদ্বারা অর্থোপার্জ্জন।

সাবধানভাবে গতিবিধিপূর্ব্বক সাক্ষাৎজীবননাশক দুর্ঘটনা হইতে আত্মরক্ষার ক্ষমতা শৈশবকালের অঙ্গচালনাদ্বারাই একপ্রকার শিক্ষা হয়। কিন্তু শরীর ও মন প্রকৃতিস্থ রাখিবার জন্য শরীরতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানশাস্ত্রের শিক্ষা আবশ্যক। সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা অপেক্ষা এই শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়। সর্ব্বপ্রকার আবশ্যক সামগ্রী প্রাপণ নিমিত্ত, লিখন পঠন অঙ্ক পরিমাপ ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষাসহকারে, বাহ্যপদার্থনিচয়ের স্বরূপ ও কার্য্যসম্বন্ধীয় নৈসর্গিক নিয়মের জ্ঞানলাভ আবশ্যক।

কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক ব্যাপারের বিষয় চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, যন্ত্রতত্ত্ব, উদ্ভিজ্জতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচিত নৈসর্গিক নিয়মের উপরই, ঐ সমুদয় ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। এই হেতু উপরিউক্ত কোন প্রকার কার্য্যেই বিজ্ঞানশিক্ষা ভিন্ন সুনৈপুণ্য লাভ করিতে পারা যায় না।

এইক্ষণ পর্য্যন্তও জনসমাজে স্বাস্থ্যরক্ষা ও পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্যক্‌রূপে অনুভূত হয় নাই। যদিও এদেশীয় সাধারণ বিদ্যালয়সমূহে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষার আরম্ভ হইয়াছে, তথাপি যথোচিতরূপে ঐ সমুদয় বিষয়ের শিক্ষা হইতেছে, এমত কথা বলা যাইতে পারে না। এদেশীয় ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে যাহা কিছু পদার্থ-তত্ত্ব-জ্ঞান শিক্ষা করে তাহা প্রায় সাহিত্যশিক্ষা সহকারেই লব্ধ হইয়া থাকে। সাহিত্যশিক্ষার অন্তর্গত বিষয়জ্ঞান উপলক্ষে বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়সম্পর্কে সাধারণ মন্তব্য উক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষা শিক্ষা দিবার প্রণালী।

সাহিত্যশিক্ষার অন্তর্গত বিষয়-জ্ঞান-লাভ উপলক্ষে যে তিন প্রকার জ্ঞানের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় প্রকার জ্ঞান, অর্থাৎ বর্ণিতবিষয়সমূহের রূপ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণসম্বন্ধীয় জ্ঞান, এবং তৎসমুদয়ের কার্য্যকারণ ও সাদৃশ্য প্রভৃতি নৈসর্গিক সম্বন্ধঘটিত জ্ঞানই, বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচ্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানশিক্ষার জন্য যে পদার্থনিচয়ের প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষা, অথবা তাহা না হইতে পারিলে প্রতিরূপ প্রদর্শন, ও বিস্তৃত বর্ণনা, ইত্যাদি আবশ্যক; এবং কার্য্যকারণাদি-সম্বন্ধজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য যে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসাদ্বারা ছাত্রগণের চিন্তা উচিতপথে ধাবিত করা, এবং তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্যদ্বারাই যে বিষয়গুলি বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক; ইত্যাদি নিয়ম সাহিত্যশিক্ষা সম্বন্ধে বিবৃত হইয়াছে। সকল প্রকার বিজ্ঞানশিক্ষাসম্বন্ধেই ঐ সমস্ত প্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

ইতিহাসের পাঠ দেওয়া ও পাঠ লওয়া সম্বন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে যে সমস্ত প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে, পদার্থবিদ্যা ও স্বাস্থ্যরক্ষাসম্বন্ধীয় পুস্তকও ঐ প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

পদার্থবিদ্যা শিক্ষাসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি শিক্ষকের বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

প্রথমতঃ।—পদার্থনিচয়ের প্রকৃতি ও গুণ ইত্যাদি শিক্ষা দিবার সময়, যতদূর হইতে পারে, তৎসমূহের প্রত্যক্ষ, পরীক্ষা, অথবা প্রতিরূপ প্রদর্শন আবশ্যক। উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়সমূহে পদার্থবিদ্যার আলোচিত বস্তু সমুদয়ের আদর্শ বা প্রতিরূপ সংগৃহীত থাকে।

দ্বিতীয়তঃ।—কোন ভৌতিক নিয়ম শিক্ষা দিবার সময়, যতদূর হইতে পারে, পরীক্ষাদ্বারা সেই নিয়মের কার্য্য বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ পরীক্ষাসহকারে প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষা দিবার উপযোগী নানারূপ যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের উপকরণমধ্যে এইরূপ যন্ত্র নাথাকিলেও, তৎসমুদয়ের প্রতিরূপ থাকা উচিত। অনেক স্থলে যন্ত্র বা তাহার প্রতিরূপ ব্যতিরেকেও সহজ প্রক্রিয়াদ্বারা নিয়মের কার্য্যপ্রদর্শন করা যাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ।—পরীক্ষাদ্বারা কোন প্রাকৃতিক নিয়মের কার্য্য প্রদর্শিত হইলে, সর্ব্বদাদৃশ্যমান এবং ছাত্রগণের পরিচিত ঘটনাবলীর কারণ উল্লেখ পূর্ব্বক সেই সমুদয় নিয়মেরকার্য্য বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ সর্ব্বদা যে সমুদয় নৈসর্গিক ঘটনা দর্শন করে, তদুৎপাদক নিয়ম সমুদয় অবগত

হইয়া সেই সমুদয় ঘটনার নিদান বুঝিতে পারিলে, তাহাদিগের মনে ঐ সমস্ত নিয়মসম্বন্ধে বিশেষরূপ সংস্কার নিবদ্ধ হইয়া থাকে।

চতুর্থতঃ।—ভৌতিক পদার্থ ও ভৌতিক নিয়মের বিষয় শিক্ষা দিবার সময়, ঐ সমস্ত পদার্থদ্বারা লোকের কি কি প্রয়োজন সংসাধিত হয়, অথবা ঐ নিয়মের সাহায্যে লোকে কি প্রকারে আপনাদিগের সুখ ও সুবিধা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, আর ছাত্রগণের নিজসম্পর্কিত কোন্ কোন্ বিষয়ে ঐসমস্ত পদার্থ বা নিয়ম লক্ষিত হয়, অথবা ব্যবহার হইতে পারে, ইত্যাদি বিস্তারিতরূপে বুঝাইয়া বলা কর্ত্তব্য।

স্বাস্থ্যরক্ষাসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় শিক্ষকের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

প্রথমতঃ।—সর্ব্বদা আলোচনাদ্বারা, ছাত্রগণের মনে এইরূপ সংস্কার দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, শারীরিক স্বাস্থ্য সর্ব্বপ্রকার সুখ কার্য্যক্ষমতা ও উন্নতির মূলাধার স্বরূপ। আর শারীরিক নিয়মভঙ্গ অথবা অন্যরূপ নৈসর্গিক কারণ ভিন্ন কখনই রোগের উৎপত্তি হয় না; উচিতরূপে অনুসন্ধান করিলে সেই কারণগুলি লক্ষিত হয়; এবং অধিকাংশস্থলে তাহা নিবারণ বা দূর করিতে পারা যায়। বাল্যকালাবধি এই প্রকার সংস্কার জন্মিলে মন সর্ব্বদা রোগের কারণানুসন্ধান ও তাহার নিবারণ চেষ্টাতে তৎপর থাকে।

দ্বিতীয়তঃ।—শিক্ষক স্বয়ং উত্তমরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়টি না জানিলে তিনি উচিতরূপে ছাত্রগণকে তাহা শিক্ষা দিতে সমর্থ হন না। এই নিমিত্ত তদ্বিষয়সম্পর্কীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন, অভিজ্ঞ লোকের নিকট উপদেশ গ্রহণ, এবং যে সকল লোক স্বয়ং সর্ব্বদা রোগগ্রস্ত থাকা নিবন্ধন অথবা অন্য কারণ বশতঃ রোগোৎপত্তির কারণানুসন্ধান বিষয়ে নিয়ত তৎপর তাঁহাদিগের সহিত আলোচনা, করা শিক্ষকের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

তৃতীয়তঃ।—ছাত্রগণের নিজনিজ বাসগৃহ, খাদ্যসামগ্রী, স্নান আহার কার্য্য ও বিশ্রাম, ইত্যাদি বিষয়ে কোন্ কোন্ স্থলে শারীরিক নিয়মরক্ষা পাইতেছে, কোন্ স্থলে অনিয়ম হইতেছে, তৎসম্পর্কে তাহাদিগের সহিত সর্ব্বদা আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

চতুর্থতঃ।—যাহাতে ছাত্রগণ নিজনিজ স্বাস্থ্যসম্বন্ধে সর্ব্বদা মনোযোগী থাকিতে পারে, যখনই কোন প্রকার অসুখ অনুভব হয়, তখনই তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই কারণ দূর করিবার উপায় অবলম্বন করিতে চেষ্টা করে, তদ্রূপ অভ্যাস জন্মাইবার পক্ষে শিক্ষকের বিশেষ যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

সমাপ্ত।
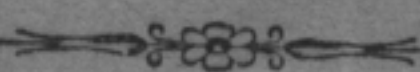
বিজ্ঞাপন।
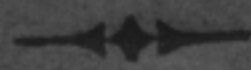
ঢাকা আরমাণীটোলা নিবাসী শ্রীমনোমোহন সেন কর্ত্তৃক, এবং কলিকাতা ও ঢাকা নগরীস্থিত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে, এই পুস্তক বিক্রীত হয়। পুস্তকের মূল্য দশ আনা। প্রথমোক্ত ব্যক্তির নিকট ৫০ খণ্ড বা তদধিক সংখ্যার নগদ মূল্য প্রদত্ত হইলে শতকরা ২০৲ বিশটাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া যাইবে। স্কুল সমূহের ডেপুটী বা সব ইন্‌স্পেক্টর মহোদয়গণ পুস্তক চাহিলে, নগদ মূল্য প্রাপ্তি ব্যতিরেকেও, তাঁহাদিগের নিকট পুস্তক প্রেরিত হইবে।